গবেষণার শিরোনাম

ভিক্ষুক পুনর্বাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়: গ্রাম ও শহর ভিত্তিক একটি সমীক্ষা

উপস্থাপনায়
ড. মো: রবিউল ইসলাম
প্রকল্প পরিচালক
ও
অধ্যাপক, সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
Email: rabiuledubd@gmail.com
মোবাইল: ০১৬২৫২৯৫৪৮০

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়
সমাজসেবা অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা
ফেব্রুয়ারি ২০২৪

গবেষণার শিরোনাম

ভিক্ষুক পুনর্বাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়: গ্রাম ও শহর ভিত্তিক একটি সমীক্ষা

উপস্থাপনায়
ড. মো: রবিউল ইসলাম
প্রকল্প পরিচালক
ও
অধ্যাপক, সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
Email: rabiuledubd@gmail.com
মোবাইল: ০১৬২৫২৯৫৪৮০

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়
সমাজসেবা অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা
ফেব্রুয়ারি ২০২৪

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

প্রথমেই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি মহান আল্লাহর প্রতি যার অসীম রহমতে গবেষণা কাজটি সম্পন্ন করতে পেরেছি। কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি সমাজসেবা অধিদপ্তরের মাননীয় মহাপরিচালক ড. আবু সালেহ্ মোস্তফা কামাল এর প্রতি যিনি গবেষণা প্রস্তাবের সেমিনার ও ফলাফল প্রকাশের সেমিনারে উপস্থিত থেকে গবেষণা প্রাসঙ্গিক প্রয়োজনীয় ও মূল্যবান দিক-নির্দেশনা দিয়েছেন যা সত্যিকার অর্থে গবেষণা কাজ পরিচালনায় সহায়তা করেছে ও গবেষণা প্রতিবেদনকে সমৃদ্ধ করেছে। বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি সমাজসেবা অধিদপ্তরের পরিচালক (অর্থ ও প্রশাসন) জনাব সৈয়দ মো: নুরুল বাসিরের প্রতি যিনি সেমিনারে উপস্থিত থেকে গবেষণা কাজে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিয়েছেন এবং বিভিন্ন দপ্তরে গবেষণা কাজে সহায়তার জন্যে পত্র প্রদান করেছেন।

কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি বিশেষজ্ঞ সদস্য ড. শাহানা নাসরীন, অধ্যাপক, সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-এর প্রতি। যিনি গবেষণা প্রস্তাব ও গবেষণা ফলাফলের প্রতি মূল্যবান পরামর্শ ও মতামত প্রদান করেছেন যা গবেষণা প্রতিবেদনকে সমৃদ্ধ করেছে। সকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি গবেষণা প্রস্তাবের সেমিনার ও ফলাফল প্রকাশের সেমিনারে যে সমস্ত কর্মকর্তা উপস্থিত থেকে প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা দিয়েছেন। বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি সমাজসেবা অধিদপ্তরের গবেষণা, প্রকাশনা, মূল্যায়ন ও জনসংযোগ শাখাকে যারা সার্বক্ষনিক যোগাযোগ রক্ষা করেছেন এবং গবেষণা কাজে প্রয়োজনীয় সাহায্য-সহযোগিতা প্রদান করেছেন। কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি সমাজসেবা অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক (ভিক্ষুক, চা শ্রমিক ও হিজড়া) জনাব মো: শাহ জাহান এর প্রতি যিনি গবেষণা কাজে প্রয়োজনীয় তথ্য ও প্রকাশনা দিয়ে সহযোগিতা করেছেন।

কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি সমাজসেবা কর্মকর্তা কয়রা ও পাইকগাছা উপজেলা, খুলনা, সমাজসেবা কর্মকর্তা, ইউসিডি-৫, আজিমপুর, ঢাকা, আশ্রয়কেন্দ্রসমূহের কর্মকর্তাবৃন্দ এবং তাঁদের অফিস স্টাফদের প্রতি যারা সর্বাত্মকভাবে গবেষণা কাজ পরিচালনায় সহায়তা করেছেন এবং প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করেছেন। সকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি গবেষণার উত্তরদাতা, কেস স্টাডি, মূখ্য উত্তরদাতা এবং ফোকাস দল আলোচনায় অংশগ্রহণকারী সদস্যদের যারা সাক্ষাৎকার প্রদানের মাধ্যমে গবেষণার প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করেছেন এবং কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি গবেষণায় তথ্য সংগ্রহকারি দলকে যারা অক্লান্ত শ্রম ও মেধা দিয়ে তথ্য সংগ্রহ করেছেন।

কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং সমাজসেবা অধিদপ্তরের গ্রন্থাগারের স্টাফদের প্রতি যারা সাহিত্য পর্যালোচনা এবং গবেষণা প্রতিবেদন প্রস্তুত করতে গিয়ে বিভিন্ন উৎস যেমন: প্রয়োজনীয় বই, গবেষণা প্রতিবেদন, প্রকাশিত প্রবন্ধ এবং অন-লাইন জার্নাল সরবরাহ করেছেন।

সবিশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি আমার পরিবারের সদস্যদের প্রতি তারা গবেষণা কাজটি সম্পন্ন করতে আমাকে সার্বক্ষনিক সাহায্য করেছে।

কৃতজ্ঞতায়

অধ্যাপক ড. মো: রবিউল ইসলাম

সূচিপত্র

শিরোনাম	পৃষ্ঠা নং
কৃতজ্ঞতা স্বীকার	৩
গবেষণার নির্বাহী সারসংক্ষেপ	৮
প্রথম অধ্যায়: ভূমিকা	
১.১ গবেষণার শিরোনাম	১৩
১.২ ভূমিকা	১৩
১.৩ গবেষণা সমস্যা	১৪
১.৪ গবেষণার যৌক্তিকতা	১৬
১.৫ গবেষণা প্রশ্ন	১৭
১.৬ গবেষণার উদ্দেশ্য	১৭
১.৭ গবেষণার পরিধি	১৭
১.৮ সামাজিক নীতি প্রনয়ণের সাথে সম্পর্কবদ্ধতা	১৭
দ্বিতীয় অধ্যায়: গবেষণা পদ্ধতি	
২.১ গবেষণা পদ্ধতি	২০
২.২ গবেষণা এলাকা	২০
২.৩ নমুনা ও নমুনায়ন	২০
২.৪ তথ্য সংগ্রহ কৌশল	২১
২.৫ তথ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিশ্লেষণ	২২
২.৬ গবেষণার নৈতিক দিক	২৩
২.৭ গবেষণা কাজের সময় ও কর্ম পরিকল্পনা	২৩
তৃতীয় অধ্যায়: তাত্ত্বিক কাঠামো ও সাহিত্য পর্যালোচনা	
৩.১ ভিক্ষাবৃত্তি	২৫
৩.২ ভবঘুরে ও নিরাশ্রয় ব্যক্তি	২৫
৩.৩ সাহিত্য পর্যালোচনা	২৫
চতুর্থ অধ্যায়: তথ্য উপস্থাপন, বিশ্লেষণ ও আলোচনা	
৪.১ উত্তরদাতার জনমিতিক ও আর্থ-সামাজিক তথ্য	৩২

৪.২ ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত হওয়ার কারন	৪৮
৪.৩ গ্রাম ও শহর জীবনে ভিক্ষাবৃত্তির প্রভাব	৫৫
৪.৪ ভিক্ষুক পুনর্বাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়	৬১
পঞ্চম অধ্যায়: উপসংহার ও সুপারিশমালা	
৫.১ উপসংহার ও সুপারিশমালা	৭৪
তথ্যসূত্র	৭৯
সংযুক্তি	
সংযুক্তি-১: সাক্ষাৎকার অনুসূচি	৮০
সংযুক্তি-২: মূখ্য সেবাদাতার সাক্ষাৎকার গাইড লাইন	৮৬
সংযুক্তি-৩: কেস স্টাডি গাইড লাইন	৮৭
সংযুক্তি-৪: ফোকাস দল আলোচনা গাইড লাইন	৮৮

সারণি তালিকা

শিরোনাম	পৃষ্ঠা নং
সারণি নং- ১: গুণগত তথ্য সংগ্রহের কৌশল ও উত্তরদাতার বিবরণ	২১
সারণি নং-২: উত্তরদাতাদের বয়স সংক্রান্ত তথ্যাবলী	৩৩
সারণি নং-৩: উত্তরদাতার বৈবাহিক অবস্থা	৩৪
সারণি নং-৪: উত্তরদাতার শিক্ষাগত যোগ্যতা	৩৫
সারণি নং-৫: উত্তরদাতার মাসিক আয়	৩৬
সারণি নং-৬: উত্তরদাতার পরিবারের উপার্জনশীল সদস্য সংখ্যা	৩৮
সারণি নং-৭: উত্তরদাতার পরিবারের মাসিক আয়	৩৯
সারণি নং-৮: উত্তরদাতার পরিবারের সাথে সম্পর্কের ধরন	৪২
সারণি নং-৯: উত্তরদাতার স্থাবর সম্পত্তির ধরণ সম্পর্কিত তথ্যাবলী	৪৪
সারণি নং-১০: উত্তরদাতার স্থাবর সম্পত্তির পরিমান সম্পর্কিত তথ্যাবলী	৪৪
সারণি নং-১১: উত্তরদাতার সঞ্চয় সম্পর্কিত তথ্যাবলী	৪৫
সারণি নং-১২: উত্তরদাতার স্কুলগামী সন্তান সংখ্যা সম্পর্কিত তথ্যাবলী	৪৬
সারণি নং-১৩: উত্তরদাতার রাতযাপন সম্পর্কিত তথ্যাবলী	৪৭
টবিল নং-১৪: উত্তরদাতার ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত হওয়ার সময় সম্পর্কিত তথ্যাবলী	৪৯
টেবিল নং-১৫: উত্তরদাতার দৈনিক ভিক্ষা করার সময় সম্পর্কিত তথ্যাবলী	৫০
সারণি নং-১৬: ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত হওয়ার কারন সম্পর্কিত তথ্যাবলী	৫০
সারণি নং-১৭: ভিক্ষা করার স্থান সম্পর্কিত তথ্যাবলী	৫৩
সারণি নং-১৮: গ্রাম ও শহর জীবনে ভিক্ষাবৃত্তির প্রভাব সম্পর্কিত তথ্যাবলী	৫৬
সারণি নং-১৯: ভিক্ষুকদের পুনর্বাসনে সরকারি সেবা ব্যবস্থা সম্পর্কিত তথ্যাবলী	৬১
সারণি নং-২০: ভিক্ষুক পুনর্বাসনের চ্যালেঞ্জ	৬৩
সারণি নং-২১: ভিক্ষুকদের জন্যে বে-সরকারি সেবা ব্যবস্থা সম্পর্কিত তথ্যাবলী	৬৪
সারণি নং-২২: ভিক্ষুকদের পূনর্বাসনের জন্যে সরকারি আশ্রয় কেন্দ্র সম্পর্কে জানেন কিনা	৬৪
সারণি নং-২৩: সরকারি আশ্রয়কেন্দ্রে না যাওয়ার কারন	৬৫
সারণি নং-২৪: ভিক্ষাবৃত্তি ছেড়ে গ্রামে না যাওয়ার কারন [ঢাকা শহরের ভিক্ষুকের জন্যে প্রযোজ্য]	৬৭

সারণি নং-২৫: আপনার পুনর্বাসনের জন্যে আপনার প্রত্যাশা	৬৮
সারণি নং-২৬: পুনর্বাসনের জন্যে সরকারি ও বেসরকারিভাবে কী ধরনের কর্মসূচী গ্রহণ করা দরকার	৭০

চিত্র তালিকা

শিরোনাম	পৃষ্ঠা নং
চিত্র নং-১: তথ্য সংগ্রহের উৎস	২১
চিত্র নং-২: গবেষণার মূখ্য কাজ	২২
চিত্র নং-৩: Process of Triangulation	২২
চিত্র নং-৪: উত্তরদাতার লিঙ্গ সংক্রান্ত তথ্যাবলী	৩২
চিত্র নং-৫: উত্তরদাতার ধর্ম সংক্রান্ত তথ্যাবলী	৩২
চিত্র নং-৬: উত্তরদাতার পরিবারের সদস্য সংখ্যা	৪০
চিত্র নং-৭: উত্তরদাতার পরিবারের সাথে বসবাস সংক্রান্ত তথ্যাবলী	৪১
চিত্র নং-৮: উত্তরদাতার স্থাবর সম্পত্তি সম্পর্কিত তথ্যাবলী	৪৩
চিত্র নং- ৯: আপনি কোন বিভাগ থেকে ঢাকাতে এসেছেন (ঢাকা শহরে ভিক্ষুকের জন্যে প্রযোজ্য)	৪৮
চিত্র নং-১০: ভিক্ষাবৃত্তি কী একটি সামাজিক সমস্যা?	৫৫
চিত্র নং- ১১: সরকারি আশ্রয়কেন্দ্রে যেতে চান কিনা	৬৫
চিত্র নং- ১২: ভিক্ষাবৃত্তি পরিত্যাগ করে আপনি গ্রামে যেতে আগ্রহী কিনা? [ঢাকা শহরের ভিক্ষুকের জন্যে প্রযোজ্য]	৬৭

গবেষণার নির্বাহী সার সংক্ষেপ

আলোচনা গবেষণার উদ্দেশ্য হলো গ্রাম ও শহর অঞ্চলে ভিক্ষুক পুনর্বাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায় নির্ধারণ করা। উক্ত গবেষণাটিতে মিশ্র গবেষণা পদ্ধতি যেমনঃ পরিমাণগত ও গুনগত প্রক্রিয়া ব্যবহার করা হয়েছে। গবেষণায় গ্রাম ও শহর অঞ্চলে ভিক্ষুকদের জনমিতিক ও আর্থ-সামাজিক অবস্থা, ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত হওয়ার কারণ, গ্রামীণ ও শহর জীবনে ভিক্ষাবৃত্তির প্রভাব, ভিক্ষুক পুনর্বাসনের চ্যালেঞ্জসমূহ এবং প্রতিরোধ ব্যবস্থা ইত্যাদি সম্পর্কে জানার জন্য সামাজিক নমুনা জরিপ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। পাশাপাশি গ্রাম ও শহর অঞ্চলের ভিক্ষুকদের উপরোল্লিখিত বিষয়গুলো গভীরভাবে অনুসন্ধানের জন্য কেস স্টাডি ও ফোকাস দল আলোচনা (FGD) ও মুখ্য সেবাদাতাদের সাক্ষাৎকার (KIIs) পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে।

গবেষণায় দেখা যায়, গ্রাম ও ঢাকা শহরে বেশীরভাগ ভিক্ষুকই নিরক্ষর। গ্রামীণ ভিক্ষুকদের তুলনায় ঢাকা শহরে ভিক্ষুকদের আয় অনেক বেশি। গ্রামে গবেষণা এলাকায় ভিক্ষুকের মাসিক গড় আয় প্রায় ৫০০০ টাকা। অন্যদিকে ঢাকা শহরে ভিক্ষুকের মাসিক গড় আয় প্রায় ১৫০০০ টাকা। ঢাকা শহরে ভিক্ষুকরা মাসিক আয় সংক্রান্ত প্রশ্নের উত্তর দিতে ইচ্ছুক ছিল না বা এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছিল। কাজেই ঢাকা শহরে ভিক্ষুকদের মাসিক আয় কথিত আয়ের চেয়ে বেশি। ভিক্ষুকদের পরিবারে ভিক্ষুক নিজে বাদেও উপার্জনশীল সদস্য আছে। যাদের উপার্জনশীল সদস্য আছে তারা প্রায় সবাই ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত। সাধারণত যে সমস্ত পরিবারে একাধিক সদস্য ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত তারা ভিক্ষাবৃত্তিকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করেছে। গ্রামে ভিক্ষুক পরিবারে গড় মাসিক আয় প্রায় ৬০০০ টাকা অন্যদিকে ঢাকা শহরে ভিক্ষুক পরিবারের গড় মাসিক আয় প্রায় ২৫০০০ টাকা। ভিক্ষুক প্রতি পরিবারে গড় সদস্য সংখ্যা প্রায় ৪.৮ যা জাতীয় (৪.৩) পরিসংখ্যানের চেয়ে বেশী। ঢাকা শহরে অনেক ভিক্ষুক একাকী বসবাস করছে। এ সমস্ত ভিক্ষুকরা সাধারনত বিধবা, বিপত্নীক বা স্বামী পরিত্যাক্তা। তাছাড়া, যে সমস্ত ভিক্ষুকেরা পরিবারের সাথে বসবাস করছে না তাদের অধিকাংশেরই পরিবারের সাথে যোগাযোগ আছে। সাধারনত ভিক্ষার সুবিধার জন্যে ঢাকা শহরে তারা বিভিন্ন জায়গায় বসবাস করছে। গ্রামে গবেষণা এলাকায় যারা পরিবারের সাথে বসবাস করছে না তারা অনেকেই স্বামী পরিত্যাক্তা, বিধবা বা বিপত্নীক বা পরিবারের সদস্যরা কোন খোঁজ-খবর রাখে না। সন্তান-সন্ততি জীবিকার সন্ধানে অন্য জায়গায় পাড়ি জমিয়েছে। কয়রা ও পাইকগাছা উপজেলা দুর্যোগ কবলিত ও দারিদ্র্যপীড়িত হওয়ায় এ এলাকায় স্থানান্তরের হার বেশী।

গ্রামে (২৪%) ও ঢাকা শহরে (২০%) পরিবারে স্কুলগামী সন্তান সংখ্যা আছে যার মধ্যে প্রায় এক-তৃতীয়াংশ স্কুলে যায়, অবশিষ্টরা স্কুলে না গিয়ে অধিকাংশ ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত। ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত হওয়ার আর্থ সামাজিক, শারিরীক, মানসিক ও সাংস্কৃতিক বহুবিধ কারন রয়েছে। গ্রাম ও ঢাকা শহরে ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত হওয়ার প্রধান কারনসমূহ হল-দারিদ্র, প্রতিবন্ধীতা (যেমন: শারীরিক, মানসিক, বুদ্ধিবৃত্তিক, শ্রবণ ও দৃষ্টি প্রতিবন্ধী), দীর্ঘমেয়াদী রোগ-ব্যাধি, বেকারত্ব, প্রাকৃতিক দুর্যোগ (যেমন: নদী ভাঙন, বন্যা, জলোচ্ছ্বাস,

খরা ও ঘূর্ণিঝড় ইত্যাদি), বার্ধক্যজনিত অক্ষমতা, পারিবারিক ভাঙন ও পরিবার প্রধানের কঠিন রোগ ও মৃত্যু। তাছাড়া, পৈত্রিক পেশা, বিনা পুঁজিতে ও পরিশ্রমে উপার্জন/ শ্রমবিমুখতা, সন্তানদের পড়ালেখা করানো, মেয়ের বিয়ের টাকা জমানো, দুর্ঘটনা, যৌতুকের টাকা পরিশোধ ইত্যাদি কারনেও ভিক্ষা করে থাকে। কয়রা ও পাইকগাছা উপজেলায় বাঘের আক্রমনে উপার্জনশীল ব্যক্তির মৃত্যুর কারনে কেউ কেউ ভিক্ষা করে থাকে। কেননা গবেষণা এলাকায় প্রায় এক-চতুর্থাংশ জনগণ জীবন-জীবিকার জন্যে সুন্দরবনের উপর নির্ভরশীল। তাছাড়া, ঢাকা শহরে অভ্যাসগত/ব্যবসা, মাদক/গাঁজা সেবনের উদ্দেশ্যে, অন্যের প্ররোচনা, ভিক্ষাবৃত্তির সিন্ডিকেটে যুক্ত, ফেরারী আসামি/অভিযুক্ত অপরাধ (যেমনঃ জখম, খুন, ধর্ষন থেকে নিজেকে রক্ষা করতে ভিক্ষুকের ছদ্মবরন) ইত্যাদি কারনেও ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত। অন্যান্য কারনের মধ্যে (গ্রামে ও ঢাকা শহরে) ভরণ-পোষন না দেয়া/সন্তানের দেখাশুনা না করা, ঋণ পরিশোধ, পারিবারিক দ্বন্দ্ব, পরিবারের সদস্যদের বাধ্য করা, স্বামী মাদকাসক্ত হওয়ায় আয় করে না, একমাত্র ছেলের আয়ে সংসার চলে না, স্বামী লাপাত্তা ইত্যাদি কারনেও কেউ কেউ ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত হয়েছে। ভিক্ষুকদের ভিক্ষা করার নির্দিষ্ট কোনো স্থান নেই। ভিক্ষুকরা সারাদিন বিভিন্ন জায়গাতে ঘুরে ঘুরে ভিক্ষা করে থাকে। তবে ঢাকা শহরে তারা নির্দিষ্ট কিছু জায়গাতে বেশী সময় ভিক্ষা করে থাকে। আর গ্রামে ভিক্ষুকেরা বেশীর ভাগ সময় বাড়িতে ও হাট-বাজারে ঘুরে ভিক্ষা করে থাকে। ঢাকা শহরের ভিক্ষুকরা সাধারণত ধর্মীয় স্থান (মসজিদ, মন্দির), কবর স্থান, ফুটপাত, ট্রাফিক সিগন্যাল, যানবাহন, হাসপাতাল প্রাঙন, পার্ক ও উদ্যান, বাস স্টেশন, রেল স্টেশন, লঞ্চ ঘাট/নৌকা ঘাট, মাজার প্রাঙ্গন, শহীদ মিনার এলাকা ইত্যাদি স্থানে বিভিন্ন সময়ে ভিক্ষা করে থাকে। উত্তরদাতাদের গ্রাম ও শহরে প্রায় সবাই বিশেষ কোন ধর্মীয় দিনে (যেমন- শব-ই-বরাত, শব-ই-মেরাজ, ইদ ইত্যাদি) ভিক্ষা করে থাকে এবং তারা এ দিনগুলোর জন্যে অপেক্ষা করে থাকে।

গবেষণায় দেখা যায়, ভিক্ষুকেরা একাকী বা পরিবার নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় রাত যাপন করে। গ্রামের ভিক্ষুকেরা বেশীর ভাগ নিজ গৃহে বাস করে। তাছাড়া, কিছু ভিক্ষুক আশ্রয়ন প্রকল্প, অন্যের বাড়ি এবং অন্যান্য জায়গা যেমনঃ সরকারি খাস জায়গা ও অন্যের দেয়া জমিতে ঝুপরি বানিয়ে বসবাস করে। অন্যদিকে ঢাকা শহরে ভিক্ষুকেরা বিভিন্ন জায়গাতে রাত যাপন করে থাকে যেমনঃ নিজ গৃহ, ভাড়া বাসা, ফ্লাইওভারের নিচে ও ফুটপাত, বাসস্টেশন, রেলস্টেশন,মাজার, মার্কেট, হাসপাতালের করিডোর, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, মার্কেট এবং আত্নীয়ের বাসায় রাত যাপন করে থাকে।

অধিকাংশ উত্তরদাতা ভিক্ষাবৃত্তিকে সামাজিক সমস্যা মনে করে না। মূলত সামাজিক সমস্যা সম্পর্কে পরিস্কার কোন ধারনা না থাকায় ভিক্ষাবৃত্তিকে তারা সামাজিক সমস্যা মনে করেনি। গবেষণায় গ্রাম ও শহর জীবনে ভিক্ষাবৃত্তির প্রভাব দেখতে লিকার্ট স্কেল ব্যবহার করে কিছু নির্দেশক ভেদে ইতিবাচক ও নেতিবাচক প্রভাব জানার চেষ্টা করা হয়েছে। যেমনঃ উত্তরদাতাদের প্রশ্ন করা হয়েছিল- ভিক্ষুকেরা সম্পূর্ণ অপরের উপর নির্ভরশীল; ভিক্ষাবৃত্তি অর্থনৈতিক বৈষম্যেরই পরিচায়ক; ভিক্ষাবৃত্তি নিজের অসহায়ত্ব নগ্নভাবে উপস্থাপন করে;

নিশ্চিত আয় শ্রমবিমুখ হতে উৎসাহিত করে; কর্মস্পৃহা ক্রমশ হ্রাস করে; ভিক্ষুকেরা কখনও কখনও নাছোড়বান্দার ন্যায় আচরণ করে; ভিক্ষুকরা অসামাজিক কার্যকলাপ যেমন- যৌনাচার, পতিতাবৃত্তি ইত্যাদিতে লিপ্ত হয়; ভিক্ষুকদের গাঁজা, মাদকসেবন প্রভৃতি কাজে অংশগ্রহণ দেখা যায়; ভিক্ষুকরা অপরাধ প্রবনতা যেমন: চুরি, ডাকাতি ছিনতাইসহ বিভিন্ন অপরাধ প্রবন কাজ করে ও বৃদ্ধিতে সহায়তা করে; অপরাধীরা আইনের হাত থেকে বাঁচার জন্য ভিক্ষুকদের ছদ্মবেশ গ্রহণ করে; ভিক্ষাবৃত্তি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন করে; অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে বসবাসের ফলে বিভিন্ন রোগ-ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়; ভিক্ষুকরা মানুষের দ্বারে দ্বারে পৌঁছে রোগের সংক্রমণ ঘটায়; ধর্মীয় অনুভূতির অপব্যবহার করে; ভিক্ষুকরা গ্রাম ও শহরের সৌন্দর্য নষ্ট করে। গবেষণায় গ্রাম ও নগর জীবনে ভিক্ষাবৃত্তির নেতিবাচক প্রভাবের কথা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই উঠে এসেছে। তবে এ প্রভাব নগর জীবনে গ্রামের চেয়ে বেশী। নগর জীবনে ভিক্ষাবৃত্তির নামে অনেকে অসামাজিক কার্যকলাপ যেমন, যৌনাচার, পতিতাবৃত্তির মত গর্হিত কাজে লিপ্ত হয়, শুধু তাই নয় গাঁজা মাদকসেবনসহ চুরি, ছিনতাই, ডাকাতি প্রভৃতি কাজে অংশগ্রহণ দেখা যায়। পাশাপাশি কেউ কেউ আইনের হাত থেকে বাঁচার জন্য ছদ্মবেশ গ্রহণ করে থাকে।

গবেষণায় গ্রাম ও ঢাকা শহরে ভিক্ষুক পুনর্বাসনের কিছু চ্যালেঞ্জ উঠে এসেছে যেমন: আর্থিক সীমাবদ্ধতা, আশ্রয়কেন্দ্রের সীমাবদ্ধতা,কর্মসংস্থানের অপ্রতুলতা, বিভিন্ন গ্রেডে প্রশিক্ষণ ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের অপ্রতুলতা কর্মসংস্থানের জন্য ক্ষুদ্রঋণের অপার্যপ্ততা, ভিক্ষুক পুনর্বাসনে এনজিওদের অনাগ্রহ, প্রকৃত ভিক্ষুকদের সংখ্যা নির্ধারণে তথ্য ভান্ডারের ঘাটতি, গ্রামভিত্তিক পুনর্বাসন প্রকল্পের অভাব, অপর্যাপ্ত ভাতা, পাবলিক ও প্রাইভেট সমন্বিত উদ্যোগের অভাব, আটকে থাকতে ভালো না লাগা, ভিক্ষাবৃত্তিকে ব্যবসা হিসেবে দেখা, পরিবারের সদস্যদের বাঁধা ও নির্ভরশীলতা, প্রতিবন্ধীতা এবং আশ্রয়কেন্দ্রের ভীতি ইত্যাদি। অধিকাংশ ভিক্ষুক সরকারি আশ্রয়কেন্দ্রে যেতে চায় না। সরকারি আশ্রয়কেন্দে না যাওয়ার উল্লেখযোগ্য কারনসমূহ হলো: সন্তান-সন্ততি ও নাতি-নাতনী রেখে যেতে না পারা, ভিক্ষায় ভালো আয়, বাড়িতে টাকা পাঠাতে হয়, আত্মীয়-স্বজনকে ছেড়ে যাওয়া সম্ভব না; আশ্রয়কেন্দ্রে প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধার অভাব, নিয়মকানুনের অধীনে থাকতে ভালো লাগে না, ভরনপোষণ ও সেবার সীমাবদ্ধতা, মেয়ের বিয়ের টাকা সঞ্চয়, পরিবারের সদস্যদের ভরণপোষণে বাধ্যবাধকতা, আশ্রয়কেন্দ্রে আয়ের ব্যবস্থা না থাকা এবং ওষুধ ক্রয়ের টাকা সংগ্রহ। একাধিক কারনে ঢাকা শহরের ভিক্ষুকেরা গ্রামে ফিরে যেতে চান না। ফিরে না যাওয়ার কারন হিসেবে গ্রামে আয়ের সুযোগের অপর্যাপ্ততা, কোন নিকট আত্মীয় না থাকা, অসুস্থতা ও অক্ষমতা, সামাজিক নিরাপত্তার অভাব, আশ্রয়ের ব্যবস্থা না থাকা, নাগরিক সুযোগ সুবিধা (যেমন: পানি, গ্যাস ও বিদ্যুৎ না থাকা) এবং আত্মসম্মানবোধ হারানোর ভয়, প্রতিবেশীদের সাথে দ্বন্দ্ব, গ্রামে থাকতে ভালো না লাগা, ভালো খাবার-দাবার না পাওয়া, উন্নত যাতায়াত, যোগাযোগ ও চিকিৎসা ব্যবস্থা না থাকা এবং পরিবারের ভরণপোষণ ও প্রতিবন্ধীতার উপর জোর দিয়েছে।

গবেষণায় ফলাফলের ভিত্তিতে কিছু সুপারিশ তুলে ধরা হয়েছে যেমনঃ ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত ব্যক্তিদের জরিপের মাধ্যমে বয়স, লিঙ্গ, স্থান, প্রতিবন্ধীতা ও সক্ষমতার ভিত্তিতে ভিক্ষুকদের একটি জাতীয় তথ্যভান্ডার গড়ে তোলা; ভিক্ষুক পুনর্বাসন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করাঃ ভিক্ষুকদের সক্ষমতা, বয়স, লিঙ্গ, শারিরীক ও মানসিক অবস্থা এবং শিক্ষাগতযোগ্যতা বিবেচনা করে বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ দিয়ে ট্রেড লাইসেন্সের ব্যবস্থা করা এবং প্রয়োজন অনুযায়ী সুদমুক্ত ঋণ/অনুদান প্রদান করে তাদের পূর্বের স্থান ও পরিবারে রেখে আত্মকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা; প্রশিক্ষণের সময় প্রশিক্ষণ ভাতার ব্যবস্থা করা; সরকারি আশ্রয় কেন্দ্রে প্রবীণ ও মানসিক প্রতিবন্ধীদের আলাদা থাকার ব্যবস্থা করা; সরকারি আশ্রয়ণ প্রকল্প ও একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পে তাদের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে অন্তর্ভুক্তি করা এবং এখানে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা; অসুস্থ ভিক্ষুকদের প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা এবং প্রয়োজনবোধে উক্ত ভিক্ষুক পরিবারের সদস্যদের প্রশিক্ষণ দিয়ে পুর্নবাসনের ব্যবস্থা করা; যে সকল ভিক্ষুকদের কর্মক্ষম সন্তান রয়েছে পিতা-মাতার ভরণপোষণ আইন অনুসারে তাদের ভরণপোষণের দায়িত্ব সন্তানদের উপর ন্যস্ত করা; ভিক্ষুকদের সিন্ডিকেট ও অপরাধ প্রবন ভিক্ষুকদের আইন শৃংখলা বাহিনী ও গোয়েন্দা সংস্থা দ্বারা চিহ্নিত করে তাদের আইনের আওতায় নিয়ে আসা; সক্ষম ভিক্ষুকদের আটকের জন্যে নিয়মিত মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা এবং এ ক্ষেত্রে সমাজসেবা কর্মকর্তাকে ম্যাজিস্ট্রেসি ক্ষমতা প্রদান করা; ভিক্ষুক পুনর্বাসনের জন্যে বিভিণ্ন মন্ত্রণালয়ের সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ করা; ভিক্ষুক পুনর্বাসনে সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি বেসরকারি অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা; ভিক্ষুক পুনর্বাসনে পর্যাপ্ত জনবল নিয়োগ করা এবং ভিক্ষুক পুনর্বাসনের জন্যে প্রয়োজনে আলাদা সেল গঠন করা; উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়ের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্যে প্রয়োজনীয় লজিস্টিক সাপোর্টের ব্যবস্থা করা;; উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা/ইউনিয়ন সমাজকর্মীর তত্ত্বাবধানে উপজেলা/ইউনিয়ন পর্যায়ে মসজিদের ইমাম, গ্রামের সম্পদশালী ব্যক্তি, স্থানীয় সরকার ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধি এবং এনজিও প্রতিনিধিদের নিয়ে ভিক্ষুক পুনর্বাসন কমিটি গঠন করা; জেলা পর্যায়ে শিশু পরিবারে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে একটি আলাদা সেলে অসহায় প্রবীণ ভিক্ষুকদের ভরণপোষণের ব্যবস্থা করা; ভাতা প্রদান করা এবং ভিক্ষুকদের সামাজিক নিরাপত্তা প্রদানের জন্যে সামাজিক বীমার আওতায় নিয়ে আসা; ভিক্ষুক পুনর্বাসন কর্মসূচিতে প্রয়োজনীয় ও পর্যাপ্ত বাজেট বরাদ্দ করা; ভিক্ষাবৃত্তিকে নিরুৎসাহিত করার জন্যে মসজিদের ইমাম ও মন্দিরের পুরোহিত বিশেষ ধর্মীয় দিনে বা মাঝে-মধ্যে এ বিষয়ে খুৎবা দিতে পারে; ভিক্ষাবৃত্তিকে নিরুৎসাহিত করার জন্যে ওয়ার্ডভিত্তিক উঠান সভা, সেমিনার, ওয়ার্কশপ ইত্যাদির আয়োজন করা; শিক্ষা ব্যবস্থার প্রাইমারি থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যন্ত ভিক্ষাবৃত্তির নেতিবাচক দিক নিয়ে একটি অধ্যায় চালু করা যাতে এ বিষয়ে সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টি হয় যাতে ভিক্ষাবৃত্তির মতো ঘৃণ্য পেশা কেউ গ্রহণ না করে এবং ভিক্ষাবৃত্তি নিয়ে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে অধিকতর গবেষণা পরিচালনা করা।

প্রথম অধ্যায়ঃ ভূমিকা

১) গবেষণার শিরোনাম: ভিক্ষুক পুনর্বাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়: গ্রাম ও শহর ভিত্তিক একটি সমীক্ষা

১.২) ভূমিকা

ভিক্ষাবৃত্তি ও ভবঘুরের ইতিহাস অনেক প্রাচীন। খোদ ইংল্যান্ডেই ১৪৯৫ সনে রাজা সপ্তম হেনরির রাজত্বকালে ভিক্ষাবৃত্তি ও ভবঘুরের বিস্তাররোধে বৃটিশ পার্লামেন্টে ভবঘুরে আইন পাশ করা হয়। তবে সমাজের বয়:বৃদ্ধ, শারীরিক, মানসিক বা অন্য কোনভাবে অক্ষম ব্যক্তিবর্গকে আলাদাভাবে বিবেচনা না করায়, সে সময়ে ভবঘুরে আইন তেমন কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারেনি। পরবর্তীতে অবশ্য ইংল্যান্ড বিভিন্ন আইন ও কর্মসূচি গ্রহণ করে ভবঘুরে ও ভিক্ষুকদের পূর্নবাসন ও নিয়ন্ত্রণে বিশ্বে মডেল হিসেবে কাজ করেছে। ইংল্যান্ডে ১৬০১ সালে পাস হয় দরিদ্র আইন যা সংশোধন করে ১৮৩৪ সালে করা হয় দরিদ্র সংস্কার আইন। ভিক্ষুক, ভবঘুরে ও দরিদ্রদের পূর্নবাসনে ১৮৬৯ সালে ইংল্যান্ডে Charity Organization Society (COS) গঠিত হয়। পরবর্তীতে ১৯০৫ সালে দরিদ্র আইন কমিশন গঠিত হয়। পশ্চিমা দেশগুলো কল্যাণ অর্থনীতি (Walfare Economics) বাস্তবায়নের মাধ্যমে এ ধরনের অনেক সমস্যা সমাধানে সক্ষম হয়।

বৃটিশ ও পাকিস্তান আমলের শোষন, বঞ্চনা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, দারিদ্র, রোগ-ব্যাধি, অশিক্ষা, শ্রেণী বৈষম্য ইত্যাদি কারনে এ দেশে ভবঘুরে, ভিক্ষুক ও নিরাশ্রয় ব্যক্তির ব্যাপকতা বৃদ্ধি পেয়েছে। কিছু মানুষের কর্মবিমুখতা এবং একদল স্বার্থান্বেষী মানুষের অর্থ উপার্জনের হাতিয়ার হওয়ার কারণেও ভিক্ষাবৃত্তির প্রসার ঘটেছে। তবে, ভবঘুরে ও ভিক্ষাবৃত্তি কোন সম্মানজনক পেশা নয়। এটি একটি সামাজিক ব্যাধি। সরকার এ সমস্যার নিরসন চায়। বাংলাদেশের মানুষ ধর্মভীরু। ইসলাম ধর্মে ভবঘুরে ও ভিক্ষাবৃত্তিকে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। ইসলামে দরিদ্র ও অসহায় মানুষকে পুনর্বাসন করাকে সর্বোত্তম দান হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। অন্যান্য ধর্মেও দানের ক্ষেত্রে অনুরূপ বিধান রয়েছে। তাই ধর্মীয় বিচারেও ভবঘুরে ও ভিক্ষুকদের ভিক্ষাবৃত্তি ও ভবঘুরে জীবন থেকে নিবৃত করা এবং তাদের জন্য বিকল্প কাজের সংস্থান করা পুণ্যের কাজ।

ভিক্ষাবৃত্তি ও অন্যান্য প্রতিবন্ধকতাপূর্ন অবস্থায় নিপতিত ব্যক্তিগণকে সরকারী তত্ত্বাবধানে রেখে প্রশিক্ষণ ও অন্যান্য উপায়ে সমাজে পুনর্বাসিত করার লক্ষ্যে ভবঘুরে আইন ১৯৪৩ প্রবর্তন করা হয়। মিঃ হল্যান্ডের চেষ্টাতেই ১৯৪২ সালে কলকাতায় স্থাপিত হয় ভবঘুরে নিবাস। এই আইনের আওতায় এই কর্মসূচির অপর উদ্দেশ্য ছিল ভিক্ষাবৃত্তি নিরসনকল্পে ভবঘুরেদের নিয়ন্ত্রণ করা। পরবর্তীকালে ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের কুমিল্লা জেলার চাঁদপুরে শিশু, পুরুষ ও মহিলাদের জন্য ভবঘুরে নিবাস স্থাপিত হয়। ১৯৬১ সালের এপ্রিল মাসে ময়মনসিংহ জেলার ধলা এবং তৎকালীন ঢাকা বর্তমান গাজীপুর জেলার পূবাইলে ভবঘুরে নিবাস পুনরায় স্থানান্তরিত হয়।

ভিক্ষাবৃত্তি ও ভবঘুরে জীবন ব্যক্তি, সমাজ ও দেশের সম্মান নষ্ট করে। দারিদ্র্যের কষাঘাতে পিষ্ঠ হয়ে বেঁচে থাকার তাগিদে অথবা শারীরিক অক্ষমতায় অনেকে ভিক্ষা করতে বাধ্য হয় (বিবিসি বাংলা, ১৭ ফ্রেব্রুয়ারি ২০১৮)। অর্থ উপার্জনের সহজ পথ হিসাবে ভিক্ষাবৃত্তিকে অনেকে পেশা ও ব্যবসা হিসেবে বেছে নেয়। ধর্মীয় অনুশাসন ভবঘুরে ও ভিক্ষাবৃত্তিকে উৎসাহিত করে না। মানুষের সহজাত বৈশিষ্ট্য সহমর্মিতা, আবেগ প্রবণতা ও মানবতাবোধ। এসব গুণাবলীর কারণে মানুষ ভিক্ষুকদের ভিক্ষা প্রদানে তাড়িত হয় (আলোকিত বাংলাদেশ, ১২ জানুযারি ২০২২)।

১.৩) গবেষণা সমস্যা

স্বাধীনতা লাভের পর যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশে ভিক্ষাবৃত্তি ও ভবঘুরেদের সংখ্যা দ্রুত বাড়তে থাকায় ১৯৭৭ সালে ঢাকার মিরপুর, মানিকগঞ্জের বেতিলা, নারায়ণগঞ্জের গোদনাইল এবং গাজীপুর জেলার কাশিমপুরে নতুন চারটি আশ্রয় কেন্দ্র চালু করা হয়। বর্তমানে আশ্রয় কেন্দ্রের সংখ্যা ০৬টি। উল্লেখিত কেন্দ্রসমূহ এতদিন যাবৎ ভবঘুরে আইন ১৯৪৩ এর আওতায় পরিচালিত হতো। কিন্তু যুগের চাহিদা মোতাবেক উক্ত আইন বর্তমান প্রেক্ষাপটে যুগোপযোগী না হওয়ায় সরকার "ভবঘুরে ও নিরাশ্রয় ব্যক্তি (পুনর্বাসন) আইন ২০১১ প্রবর্তন করে এবং উক্ত আইনের আওতায় ২০১৫ সালে ভবঘুরে ও নিরাশ্রয় ব্যক্তি (পুনর্বাসন) বিধিমালা ২০১৫ প্রণয়ন করা হয়। বাস্তবে এ আইন ও বিধিমালার কার্যকারিতা কম। ভিক্ষাবৃত্তি সমস্যার পেছনে চরম দারিদ্র, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, গৃহ ও ভূমিহীনতা, জনসংখ্যা বিস্ফোরণ, মুদ্রাস্ফীতি ও মূল্যবোধের অবক্ষয় ইত্যাদি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। দেশে দারিদ্র্য নিরসনে সরকারের অঙ্গীকার বাস্তবায়ন এবং ভবঘুরে ও ভিক্ষাবৃত্তির মত অমর্যাদাকর পেশা থেকে মানুষকে নিবৃত করার লক্ষ্যে ভবঘুরে ও ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত জনগোষ্ঠীর পুনর্বাসন ও বিকল্প কর্মসংস্থানের জন্য সরকারের রাজস্ব খাতের অর্থায়নে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় "ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত জনগোষ্ঠীর পুনর্বাসন ও বিকল্প কর্মসংস্থান" শীর্ষক কর্মসূচী হাতে নিয়েছে। ২০১০ সাল হতে ভবঘুরে ও ভিক্ষুক পুনর্বাসন কার্যক্রম শুরু হলেও তা তেমন ব্যাপকতা পায়নি। সমাজসেবা অধিদপ্তর নিয়মিতভাবে মোবাইল কোর্ট পরিচালনার মাধ্যমে ভবঘুরে ও ভিক্ষুকদের আটক করে সরকারি আশ্রয় কেন্দ্রে প্রেরন করে। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে ঢাকা সিটি কর্পোরেশন এলাকাসমূহে ১৩০টি মোবাইল কোর্ট পরিচালনার মাধ্যমে ২৬০০ জন ভিক্ষুককে আটক করে। আটককৃতদের রাখার পর্যাপ্ত ব্যবস্থা না থাকায় ১৮০৫ জনকে (ভিক্ষাবৃত্তি না করার শর্তে) মুক্তি দেয়া হয় এবং অবশিষ্ট ৭৯৫ জনকে বিভিন্ন আশ্রয় কেন্দ্রে প্রেরণ করা হয় (সমাজসেবা অধিদপ্তর, ২০২২)। সরকার ভবঘুরে ও ভিক্ষাবৃত্তির মত সামাজিক ব্যাধিকে নির্মূলের বিষয়ে অত্যন্ত আন্তরিক। সরকার ২০১৮ সালে ভিক্ষুক পুনর্বাসন ও বিকল্প কর্মসংস্থান নীতিমালা প্রনয়ন করেছে। এ কর্মসূচির অন্যতম লক্ষ্য দেশকে ভিক্ষুকমুক্ত করা এবং ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিতদের জন্য বিকল্প কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা।

ভবঘুরে ও ভিক্ষাবৃত্তি সামাজিক অবক্ষয়ের একটি চিত্র। শহর-নগর-গ্রাম সর্বত্র এর ব্যাপকতা। বিশেষত শহর অঞ্চলে ভিক্ষুক সমস্যা প্রকট। বার্ধক্যকালীন কর্ম অক্ষমতা, শারীরিক অক্ষমতা ও মানসিক অক্ষমতার কারণে

অনেকেই স্বাভাবিক আয়-উপার্জন করতে পারে না। তাছাড়া, সামাজিক বঞ্চনা, অবহেলা ও নির্যাতনের শিকার মহিলারাও বেঁচে থাকার তাগিদে ভিক্ষা করছে। আবার প্রাকৃতিক দুর্যোগের শিকার অনেক মানুষ নিঃস্ব এবং বাস্তুচ্যুত হয়ে ভিক্ষাবৃত্তিতে লিপ্ত হয়। শারীরিক অক্ষমতাও ভিক্ষাবৃত্তির অন্যতম কারন। সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট পরিচালিত এক সমীক্ষায় দেখা যায়, ঢাকা মহানগরীর ৫১.০৫ ভাগ ভিক্ষুকই শারীরিকভাবে অক্ষম (অপ্রকাশিত এমএসএস থিসিস, ২০২১)। অনেক সুস্থ ও সক্ষম মানুষ ভিক্ষা করে জীবন-যাপন করছে। অনেকের ভবঘুরে ও ভিক্ষাবৃত্তি প্রত্যক্ষ নয় বরং পরোক্ষ ও প্রতারণা মূলক। তারা ধূর্ততার সাথে কোন অটিজম আক্রান্ত শিশু বা প্রতিবন্ধী কিংবা সংজ্ঞাহীন মানুষদের জনসম্মুখে উপস্থাপন করে ভিক্ষার উদ্দ্যেশ্যে। প্রতারক চক্র অসুস্থ ও অনুভূতিহীন মানুষদের সকাল-সন্ধ্যা পরোক্ষ ভিক্ষায় নিয়োজিত করে উপার্জনের লক্ষ্যে (দৈনিক সমকাল, ১০ ডিসেম্বর ২০২২)। এ ধরনের পরোক্ষ ভিক্ষাবৃত্তি রাষ্ট্রীয় অপরাধ।

বাংলাদেশে ভবঘুরে ও ভিক্ষাবৃত্তির ধরন ও প্রকৃতি বিচিত্র। সমাজসেবা অধিদপ্তরের পরিসংখ্যান মতে দেশে মোট ভিক্ষুক ও ভবঘুরের সংখ্যা ৪.৫ লাখের উর্ধ্বে (দৈনিক পূর্বদেশ, ২২ জানুয়ারি ২০২২)। এটি কোন স্বীকৃত পেশা না হলেও গ্রাম ও শহরাঞ্চলে এর পরিধি ক্রমাগত বাড়ছে। যে কোন স্থানে ভিক্ষুকদের তৎপরতা লক্ষ্যনীয় যেমন-বাস ও রেলওয়ে স্টেশন, লঞ্চঘাট, মসজিদ-মন্দির, গির্জা, বাজার, বিপনী কেন্দ্র, স্কুল, কলেজ, খেলার মাঠ, আদালত প্রাঙ্গন, শহরের ব্যস্ততম রাস্তা, ফুটপাত ইত্যাদি। এসব স্থানে বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ, বয়স্ক, প্রতিবন্ধী ও হতদরিদ্র বিভিন্ন অঙ্গভঙ্গিতে ভিক্ষা করে বেড়ায়। বিশেষ ধর্মীয় দিবস যেমনঃ রমজান মাস, জুমার দিন, ঈদের দিন, শবে বরাত, শবে কদরের সময় ভিক্ষুকের তৎপরতা অত্যন্ত বেশী। অতি ব্যস্ততম মুহূর্তও অপ্রস্তুত অবস্থায় একজন ভিক্ষুক সামনে এসে দাঁড়ায়। যা স্বাভাবিক জীবন চলায় অস্বস্তিকর ও বিড়ম্বনা।

ভবঘুরে ও ভিক্ষাবৃত্তিতে প্রতারনা বা জোরপূর্বক নিয়েজিত করা সমাজ ও রাষ্ট্র বিরোধী কাজ। ‘নারী ও শিশু নির্যাতন আইন-২০২০’ এর ২০ নং ধারায় উল্লেখ ‘যদি কোন ব্যক্তি ভিক্ষাবৃত্তি বা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিক্রির উদ্দেশ্যে কোন শিশুর হাত-পা, চক্ষু, বা অন্য কোন অঙ্গ বিনষ্ট করেন বা অন্য কোনভাবে বিকলঙ্গ বা বিকৃত করেন, তা হইলে উক্ত ব্যক্তির মৃত্যুদন্ড বা যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন। অন্য দিকে ‘শিশু আইন-২০১৩’ এর ৭১ ধারায় উল্লেখ আছে কোন ব্যক্তি যদি কোন শিশুকে ভিক্ষার উদ্দেশ্যে নিয়োগ করেন বা কোন শিশুর দ্বারা ভিক্ষা করান অথবা শিশুর তত্বাবধায়ক বা দেখা-শুনার দায়িত্বে নিয়োজিত কোন ব্যক্তি যদি ভিক্ষার উদ্দেশ্যে নিয়োগদানে আশ্রয় দান করেন বা উৎসাহ প্রদান করেন, তাহা হইলে তিনি এই আইনের অধীন অপরাধ করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে এবং উক্ত অপরাধের জন্য তিনি অনধিক ৫ (পাঁচ) বছর কারাদন্ড অথবা ১ (এক) লক্ষ টাকা অর্থদন্ড অথবা উভয় দন্ডে দন্ডিত হইবেন।

ঢাকা শহরে ভিক্ষাবৃত্তিরোধের জন্য প্রাথমিকভাবে সিটি কর্পোরেশনের কিছু এলাকা ভবঘুরে ও ভিক্ষুকমুক্ত ঘোষণা করা হলেও এ সমস্ত এলাকায় অহরহ মানুষ ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত রয়েছে। সূত্রমতে, ২০২১-২০২২ অর্থবছরের বাজেটে ৩ হাজার ভিক্ষুককে পুনর্বাসনের লক্ষ্যমাত্রা হাতে নেয় সরকার। এ জন্য বরাদ্দ রাখা হয় ৬

কোটি টাকা। কিন্তু সংশোধিত বাজেটে এ বরাদ্দ ২৪ কোটি টাকা বাড়িয়ে মোট ৩০ কোটি টাকা করা হয়েছে। আশা করা হয়, এর মাধ্যমে কমপক্ষে ১৫ হাজার ভিক্ষুককে পুনর্বাসন করা যাবে (আলোকিত বাংলাদেশ, ১২ জানুয়ারি ২০২২)। ভিক্ষুক পুনর্বাসন কর্মসূচির অন্যতম লক্ষ্য দেশকে ভিক্ষুক ও ভবঘুরে মুক্ত করা এবং ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিতদের জন্য বিকল্প কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা। এ কর্মসূচির মাধ্যমে পর্যায়ক্রমে দেশের সকল ভিক্ষুকদের তার নিজ নিজ এলাকায় স্থায়ী পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করার ক্ষেত্রে এ নীতিমালা কার্যকর ভূমিকা পালন করবে।

১.৪) গবেষণার যৌক্তিকতা

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দেয়া ১৯৭২ সালের সংবিধানে ১৫ (ঘ) অনুচ্ছেদে 'সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার, অর্থাৎ বেকারত্ব, ব্যাধি বা পঙ্গুত্বজনিত কিংবা বৈধব্য, মাতৃপিতৃহীনতা বা বার্ধক্যজনিত কিংবা অনুরূপ অন্যান্য পরিস্থিতিজনিত আয়ত্ত্বাতীত কারণে অভাবগ্রস্ততার ক্ষেত্রে সরকারী সাহায্য লাভের অধিকার সংযুক্ত করে সামাজিক নিরাপত্তাকে রাষ্ট্রীয় কাঠামোর অর্ন্তভূক্ত করা হয়েছে। সংবিধানের ১৯ অনুচ্ছেদে জাতি-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের সমতার নিশ্চয়তার বিধান রয়েছে। সাংবিধানিক ধারাবাহিকতায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দিক নির্দশনা অনুযায়ী ভবঘুরে ও ভিক্ষুকমুক্ত সমাজ গঠনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এ প্রেক্ষাপটে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় থেকে ভবঘুরে ও ভিক্ষাবৃত্তি দূর করতে বর্তমান সরকার সচেষ্ট রয়েছে। ভিক্ষাবৃত্তির নিরসনের ২টি চ্যালেঞ্জ রয়েছে-একটি হলো যারা ভিক্ষুক হয়েছে, তাদের পুনর্বাসন; অপরটি যাতে এ পেশায় আর কেউ না আসে।

ভিক্ষাবৃত্তির সাথে দারিদ্র্য সরাসরি সম্পর্কিত। সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সম্মানজনক সফলতা পেয়েছে বাংলাদেশ। দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার আমূল পরিবর্তন হয়েছে। ২০৩০ সনের মধ্যে জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে বদ্ধপরিকর সরকার। SDGs goal 1: No Poverty, 2: Zero Hunger অর্জনে ভবঘুরে ও ভিক্ষাবৃত্তি নিরসন সরকারের অন্যতম অগ্রাধিকার। ইতোমধ্যে সমাজের বয়:বৃদ্ধ, বিধবা এবং দৈহিক ও মানসিক বুদ্ধিপ্রতিবন্ধীদের বিভিন্ন সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় আনা হয়েছে। ভিক্ষুকদের বিকল্প কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হলে সরকারের অন্তর্ভুক্তিমূলক (inclusive) নীতির সফল বাস্তবায়ন সহজ হবে। ৮ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় পার্ট-১ এর ৪র্থ অধ্যায়ে (Poverty and Inequality Reduction Strategy) দারিদ্র্য বিমোচনে সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। ২০৩১ সালের মধ্যে চরম দারিদ্র্য ২.৫৫% ও দারিদ্র্যের হার ৭% এবং ২য় প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০২১-২০৪১) তে ২০৪১ সালের মধ্যে চরম দারিদ্র্য ০.৬৮% এ নামিয়ে আনার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। এ সমস্ত দিক বিবেচনায় আমরা বিশ্বাস করি, বর্তমান গবেষণাটি দারিদ্র্য বিমোচনের অন্যতম হাতিয়ার হিসেবে ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিতদের পুনর্বাসন ও প্রতিরোধের কার্যকর কৌশল প্রনয়নে সহায়ক হবে এবং পরবর্তী গবেষণার ক্ষেত্র তৈরি করবে।

১.৫) গবেষণা প্রশ্ন

গবেষণা প্রশ্ন

১) ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত হওয়ার কারন কী?
২) ভিক্ষুকদের পুনর্বাসনের চ্যালেঞ্জ ও তা উত্তরণের উপায় কী?

১.৬) গবেষণার উদ্দেশ্য

গবেষণার সাধারণ উদ্দেশ্য হল ভিক্ষুকদের পুনর্বাসনের চ্যালেঞ্জ ও নিরসনের উপায় নির্ধারণ করা। এ লক্ষ্যে বিশেষ উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরুপ:

১। উত্তরদাতা গ্রাম ও শহর এলাকার ভিক্ষুকদের জনমিতিক ও আর্থ-সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে জানা;

২। গ্রাম ও শহরে ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত হওয়ার কারন উৎঘাটন করা;

৩। গ্রাম ও শহর এলাকার ভিক্ষুকদের পুনর্বাসনের চ্যালেঞ্জসমুহ জানা; এবং

৪। গ্রাম ও শহুরে ভিক্ষুকদের পুনর্বাসন/বিকল্প কর্মসংস্থানের উপায় নির্ধারন করা।

১.৭) গবেষণার পরিধি

বর্তমান গবেষণাটি ভিক্ষুক পুনর্বাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়কে কেন্দ্র করে পরিচালিত। এ গবেষণার মূল দিক হলো সামাজিক সমস্যা হিসেবে ভিক্ষাবৃত্তির কারন চিহ্নিত ও কিভাবে তা প্রতিরোধ ও পুনর্বাসন করা যায় তার উপায় নির্ধারন করা। বর্তমান গবেষণাটি খুলনা জেলার দু'টি উপজেলা যথা পাইকগাছা ও কয়রা এবং ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের দু'টি থানা যথা লালবাগ ও রমনা এলাকায় পরিচালিত হলেও এর ফলাফল ও সুপারিশ সারা দেশে ভিক্ষাবৃত্তির কারন চিহ্নিতকরন এবং তাদের পুনর্বাসনের চ্যালেঞ্জ ও তা নিরসনের উপায় নির্ধারনে সহায়ক হবে। বর্তমান গবেষণাটি এক্ষেত্রে পরবর্তী গবেষণার ক্ষেত্র তৈরিতে সহায়ক হবে। গবেষণার বিষয়টি বাংলাদেশ সংবিধানের ১৫ (ঘ) ও ১৯ অনুচ্ছেদ, ৮ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় পার্ট-১ এর ৪র্থ অধ্যায়, টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা ১ ও ২ এবং বাংলাদেশের ২য় প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০২১-২০৪১) এর সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত।

১.৮) সামাজিক নীতি প্রনয়ণের সাথে সম্পর্কবদ্ধতা

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা থেকে আরম্ভ করে ৮ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা পর্যন্ত প্রতিটি পরিকল্পনায় দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন তথা প্রান্তিক দরিদ্র ও ছিন্নমূল জনগগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক মুক্তির উপর সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। ১৫ (ঘ) অনুচ্ছেদে 'সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার, অর্থাৎ বেকারত্ব, ব্যাধি বা পঙ্গুত্বজনিত কিংবা বৈধব্য, মাতৃপিতৃহীনতা বা বার্ধক্যজনিত কিংবা অনুরুপ অন্যান্য পরিস্থিতিজনিত আয়ত্তাতীত কারণে অভাবগ্রস্ততার ক্ষেত্রে সরকারী সাহায্য লাভের অধিকার সংযুক্ত করে সামাজিক নিরাপত্তাকে রাষ্ট্রীয় কাঠামোর অর্ন্তভূক্ত করা হয়েছে এবং সংবিধানের ১৯ অনুচ্ছেদ জাতি-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের সমতা নিশ্চিত করেছে। বর্তমান সরকার SDGs বাস্তবায়নে বদ্ধপরিকর। টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা SDGs goal 1: No

Poverty, 2: Zero Hunger অর্জনে ভবঘুরে ও ভিক্ষাবৃত্তি নিরসন সরকারের অন্যতম অগ্রাধিকার এবং ৮ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় পার্ট-১ এর ৪র্থ অধ্যায় (Poverty and Inequality Reduction Strategy) এবং বাংলাদেশের ২য় প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০২১-২০৪১) এর আলোকে জাতীয় পর্যায়ে নীতি পরামর্শ প্রদানে সহায়ক হবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ গবেষণা পদ্ধতি

২. গবেষণা পদ্ধতি

বর্তমান গবেষণাটিতে মিশ্র গবেষণা পদ্ধতি যেমন: পরিমাণগত ও গুণগত প্রক্রিয়া ব্যবহার করা হয়েছে। মিশ্র পদ্ধতি ব্যবহারের মৌলিক যৌক্তিকতা হলো গুণগত গবেষণা পরিমানগত গবেষণার ফলাফলকে যেমন সমৃদ্ধ ও যথার্থতা দান করে তেমনি গবেষণা সমস্যাটি সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ ধারণা দেয়। আলোচ্য গবেষণায় গ্রাম ও শহর এলাকার ভিক্ষুকদের জনমিতিক ও আর্থ-সামাজিক অবস্থা, ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত হওয়ার কারন ও তাদের পুনর্বাসনের চ্যালেঞ্জ ইত্যাদি সম্পর্কে জানার জন্যে সামাজিক জরিপ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে; অন্যদিকে ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিতদের পুনর্বাসনের উপায় নির্ধারন গভীরভাবে অনুসন্ধানের জন্যে কেস স্টাডি ও ফোকাস দল আলোচনা (FGDs) পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। তাছাড়া, ভবঘুরে ও ভিক্ষাবৃত্তি নিরসন ও পুনর্বাসন কার্যক্রম বাস্তবায়নের সাথে জড়িত সেবাদাতাদের সাক্ষাৎকার (KIIs) গ্রহণ করা হয়েছে। গবেষণায় উভয় পদ্ধতি ব্যবহারের উদ্দেশ্য হলো গবেষণা সমস্যাটি সম্পর্কে সমন্বিত ধারণা লাভ এবং জটিল ঘটনাবলী উদঘাটন করা (Azorin & Cameron, 2010: 95)।

২.১ ***গবেষণা এলাকা:*** ঢাকা শহরের দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের দু'টি থানা লালবাগ ও রমনা ও খুলনা জেলার দু'টি উপজেলা পাইকগাছা ও কয়রা । ভিক্ষাবৃত্তির গ্রাম ও শহরের চিত্র জানার জন্যে গবেষণাটি গ্রাম ও শহর এলাকায় পরিচালিত হয়েছে। তাছাড়া, ভিক্ষুকদের গ্রাম ও শহর এলাকায় পুনর্বাসনের উপায় জানার জন্যে গবেষণায় উভয় এলাকা নির্বাচন করা হয়েছে।

২.২ *নমুনা ও নমুনায়ন*

সময় ও বাজেট বিবেচনায় ঢাকা শহরের দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন এলাকা থেকে দৈবচয়ন নমুনায়নের মাধ্যমে দু'টি থানা-লালবাগ ও রমনা এবং খুলনা জেলা থেকে দু'টি উপজেলা-পাইকগাছা ও কয়রা নির্বাচন করে গবেষণা কাজটি পরিচালিত হয়েছে। গবেষণার জন্যে নির্বাচিত দু'টি থানা থেকে ৭৫ জন এবং দু'টি উপজেলা থেকে ৭৫ জন মোট ১৫০ জন ভিক্ষুককে বয়স, শারীরিক অবস্থা, প্রতিবন্ধীতা ইত্যাদি বিবেচনা করে উদ্দেশ্যমূলক নমুনায়নের মাধ্যমে নির্বাচন করা হয়েছে। উত্তরদাতা নির্বাচনের ক্ষেত্রে সমাজসেবা অফিসের সাহায্য নেয়া হয়েছে। গুনগত তথ্য সংগ্রহের কৌশল ও উত্তরদাতা নিম্নোক্ত টেবিলে দেখানো হলো;

সারণি নং- **১: গুণগত তথ্য সংগ্রহের কৌশল ও উত্তরদাতার বিবরণ**

তথ্য সংগ্রহের কৌশল	উত্তরদাতা	মোট উত্তরদাতা
ফোকাস দল আলোচনা (FGDs)	সমাজসেবা অধিদপ্তর এর কর্মকর্তা, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি, মসজিদের ইমাম, মন্দিরের পুরোহিত, স্কুল/কলেজ শিক্ষক, নারী সংগঠনের প্রতিনিধি, সাংবাদিক, স্থানীয় নেতৃবৃন্দ ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধি ইত্যাদি।	মোট ৪ ট (প্রত্যেকটি থানা ও উপজেলা থেকে একটি)
মূখ্য সেবাদাতাদের সাক্ষাৎকার (KIIs)	সমাজসেবা কর্মকর্তা/আশ্রয় কেন্দ্রের কর্মকর্তা	মোট ৭ টি (প্রত্যেকটি থানা ও উপজেলা থেকে একটি এবং আশ্রয় কেন্দ্র থেকে ০৩ জন)
কেস স্টাডি	ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত ব্যক্তি	মোট ০৮ টি ((প্রত্যেকটি থানা ও উপজেলা থেকে ২টি)
মোট		১৯ টি

২.৩ *তথ্য সংগ্রহ কৌশল*

পরিমাণগত তথ্য সংগ্রহের জন্যে আধা-কাঠামোবদ্ধ সাক্ষাৎকার অনুসূচি এবং গুণগত তথ্য সংগ্রহের জন্যে কেস স্টাডি, FGDs ও KIIs গাইড লাইন ব্যবহার করা হয়েছে। সাক্ষাৎকার অনুসূচি গবেষণা এলাকায় পূর্ব-পরীক্ষণ করা হয়েছে এবং উত্তরদাতাদের উপযোগী ও সহজবোধ্য করার জন্যে পরিমার্জন করা হয়েছে যাতে নির্ভরযোগ্য তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয়। তাছাড়া, প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহের জন্যে গবেষণা এলাকায় প্রয়োজনীয় সংখ্যক পরিদর্শন করা হয়েছে। মাধ্যমিক তথ্য সংগ্রহের জন্যে বিভিন্ন পুস্তক, পত্রিকা, গবেষণা প্রতিবেদন, ওয়েব সাইট ইত্যাদি পর্যালোচনা করা হয়েছে। এসমস্ত সাহিত্য পর্যালোচনা আলোচ্য গবেষণার ধারণাগত কাঠামো এবং গবেষণা সমস্যাটি বুঝতে সহায়ক হয়েছে।

চিত্র-১: তথ্য সংগ্রহের উৎস

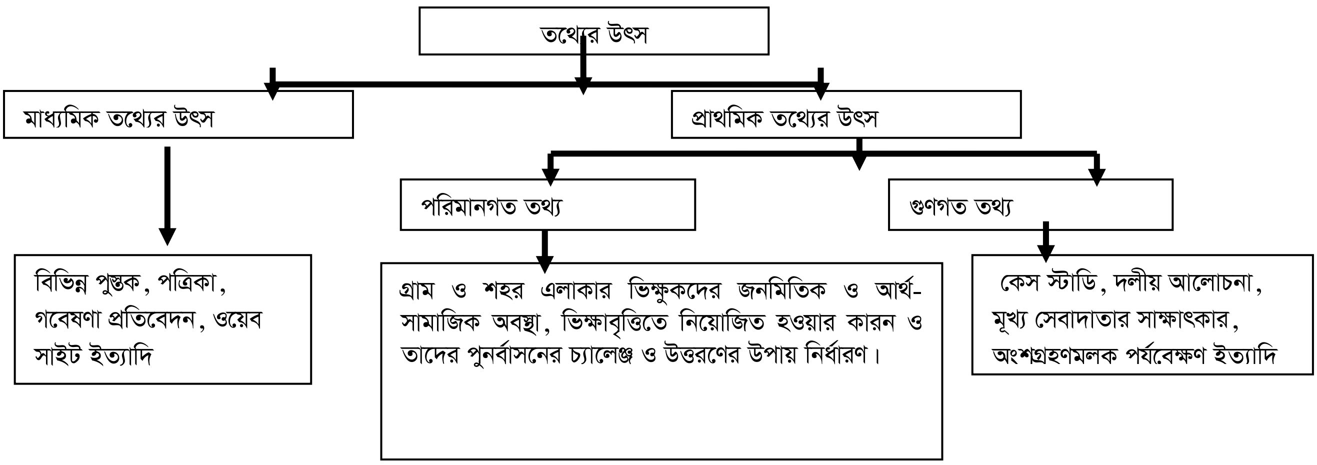

চিত্র-২: গবেষণার মূখ্য কাজ

সাহিত্য পর্যালোচনা ও ডেস্ক কর্ম	সাহিত্য পর্যালোচনা স্টাডি নকশা গবেষণা এলাকায় লক্ষ্যভুক্ত উত্তরদাতা চলক নির্ধারণ উপাত্তের উৎস উপাত্ত সংগ্রহের প্রশ্নপত্র প্রনয়ন
উপাত্ত সংগ্রহের প্রস্তুতি	তথ্য সংগ্রহকারি নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ প্রশ্নপত্র পূর্ব-পরীক্ষণ ও চূড়ান্তকরণ তথ্য সংগ্রহের পরিকল্পনা
তথ্য সংগ্রহ ও গুণগত মান নিয়ন্ত্রণ	তথ্য সংগ্রহ মান নিয়ন্ত্রন এবং তথ্য সম্পাদনা
তথ্য ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াজাতকরণ	তথ্য বিশ্লেষণ পরিকল্পনা ডাটা এন্ট্রি তথ্য বিশ্লেষণ
প্রতিবেদন প্রস্তুত ও জমাদান	খসড়া প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণ সেমিনারে খসড়া প্রতিবেদন উপস্থাপন সেমিনারে প্রাপ্ত মতামত ও সুপারিশের ভিত্তিতে চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রস্তুত ও জমা প্রদান

২.৪ তথ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিশ্লেষণ

সংগৃহীত তথ্য প্রতিদিন যথাযথভাবে সম্পাদন করা হয়েছে এবং কোথাও কোন ত্রুটি পরিলক্ষিত হলে তা সংশোধনের জন্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা মাঠ পর্যায়ে গ্রহণ করা হয়েছে। পূর্নাঙ্গ সংগৃহীত তথ্যাবলীতে যথাযথ কোডিং প্রদান করে তা সফটওয়ার যেমন: Excel/SPSS এর মাধ্যমে তথ্যসমূহ শ্রেণীবিন্যাস করে বিভিন্ন সারণী ও চিত্রে উপস্থাপন করা হয়েছে। ফলাফল বিশ্লেষণে পরিসংখ্যানিক কৌশল ব্যবহার করা হয়েছে। বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য Triangulationউপায়ে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

চিত্র-৩: **Process of Triangulation**

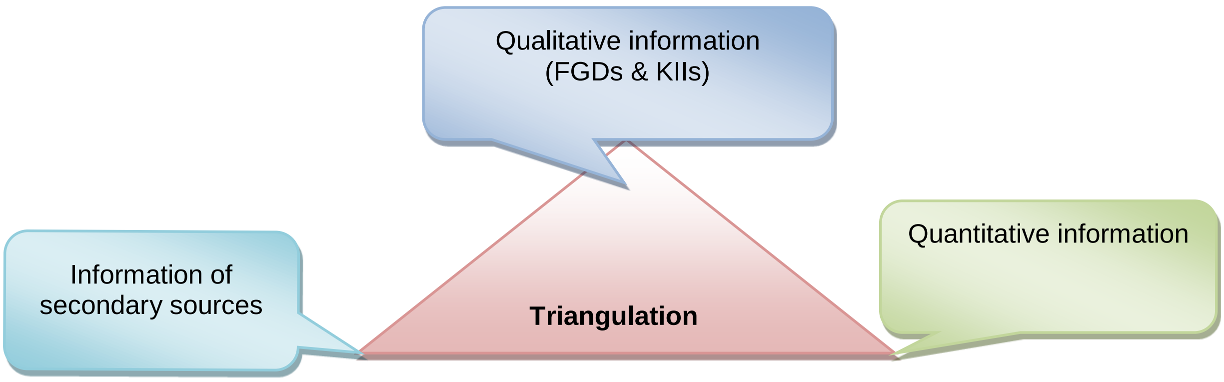

গুণগত তথ্য থিম্যাটিক ও ভারব্যাটিম প্রক্রিয়ায় বিশ্লেষণ করা হয়েছে। গবেষণার ফলাফল বিশ্লেষণে ভবঘুরে ও ভিক্ষাবৃত্তি সম্পর্কিত জাতীয় বিভিন্ন প্রতিবেদনের সাহায্য নেয়া হয়েছে। প্রথম ড্রাফট প্রতিবেদনের ফলাফল সমাজসেবা অধিদপ্তর আয়োজিত সেমিনার/ওয়ার্কশপে উপস্থাপন করা হয়েছে এবং উক্ত সেমিনার/ওয়ার্কশপের মতামত ও সুপারিশ অনুযায়ী প্রতিবেদন চূড়ান্ত করা হয়েছে।

২.৫) গবেষণার নৈতিক দিক

বিশ্ববিদ্যালয়/সরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে কোন এথিক্যাল কমিটি বা গাইড লাইন এখনো তৈরী হয়নি যেখানে গবেষণার নৈতিক অনুমোদন নেয়া যেতে পারে বা গবেষণা কর্মকে অনুমোদন দিতে পারে। তবে Miles and Huberman (1994) প্রদত্ত নৈতিক নীতিমালা এ গবেষণায় অনুসরন করা হয়েছে। তথ্য সংগ্রহের পূর্বে উত্তরদাতাদের গবেষণার উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছে এবং মৌখিক অনুমতি নেয়া হয়েছে। উত্তরদাতাদের আদর্শ ও মূল্যবোধের প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়েছে। সংগৃহীত তথ্যের গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়েছে।

২.৬) গবেষণা কাজের সময় ও কর্ম পরিকল্পনা

গবেষণা কাজের বিবরণ	মার্চ ২০২৩-ফেব্রুয়ারি ২০২৪			
	মার্চ-আগস্ট ২০২৩	সেপ্টেম্বর-নভেম্বর ২০২৩	ডিসেম্বর ২০২৩	জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি ২০২৪
গবেষণা প্রস্তাব উপস্থাপন, গবেষণার বিষয় সম্পর্কিত সাহিত্য পর্যালোচনা ও সমাজসেবা অধিদপ্তর এর সাথে আলোচনাক্রমে উপাত্ত সংগ্রহের উপকরণ চূড়ান্ত করণ, গবেষণা এলাকা পরিদর্শন, তথ্য সংগ্রহকারী নিয়োগ, প্রশিক্ষণ ও প্রশ্নমালা পূর্ব পরীক্ষণ	■	■		
তথ্য সংগ্রহ, তথ্য সম্পাদনা, ডাটা এন্ট্রি ও তথ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ		■		
তথ্য বিশ্লেষণ, খসড়া রিপোর্ট প্রনয়ন, সেমিনার/ওয়ার্কশপে উপস্থাপন			■	
চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রনয়ন ও জমাদান				■

তৃতীয় অধ্যায়ঃ তাত্ত্বিক কাঠামো ও সাহিত্য পর্যালোচনা

তাত্ত্বিক কাঠামো ও সাহিত্য পর্যালোচনা

তাত্ত্বিক কাঠামো

৩.১) ভিক্ষাবৃত্তি: মানব ইতিহাসের শুরু থেকেই সমাজে ভিক্ষাবৃত্তির প্রচলন ছিল। ভিক্ষাবৃত্তি কোন স্বীকৃত পেশা নয়। কোনরকম লেনদেন বা বিনিয়োগ ছাড়াই অন্যের কাছ থেকে অর্থ বা যে কোন ধরনের সম্পদ আদায়ের চেষ্টাকে ভিক্ষাবৃত্তি হিসেবে গণ্য করা হয়। বাংলা বিশ্বকোষের মতে, যে ব্যক্তি স্বীয় অভাব অন্যের নিকট প্রকাশ করে সে ভিক্ষুক। আর ভিক্ষুকের জীবিকা নির্বাহের উপায়কেই ভিক্ষাবৃত্তি বলে। অন্যের করুনা ও সহানুভূতি আকৃষ্ট করার মাধ্যমে অর্থ উপার্জনের চেষ্টা। ভিক্ষাবৃত্তি পরনির্ভর জীবন ধারণের উপায়। কোন ভিক্ষুক স্বীয় অক্ষমতা ও অসহায়ত্ব অপরের নিকট বিশেষ করুনা লাভের উদ্দ্যেশে প্রকাশ্যে অপরের নিকট উপস্থাপন করে। ভিক্ষাবৃত্তি হলো কোনরূপ প্রতিদানহীন সাহায্যলাভের কৌশল। এ হীন পেশা ব্যক্তির আত্মমর্যাদা ও আত্মসম্মানবোধ নষ্ট করে। এটি রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক সমস্যার নির্দেশক। ভিক্ষুক অলস প্রকৃতির। তারা সমাজের অনুৎপাদনশীল মানুষ এবং ব্যক্তির কর্মস্পৃহা নষ্ট করে। সড়ক, ফুটপাত, ট্রাফিক সিগন্যাল, বিভিন্ন মার্কেট, পার্ক, রেল স্টেশন, বিভিন্ন অফিস, মসজিদ, মাজার অথবা অন্য কোন প্রকাশ্য স্থানে যে ব্যক্তি নিজের অসহায়ত্ব অন্যের নিকট উপস্থাপন করে অর্থ সাহায্য প্রার্থনা করেন তিনিই ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত ব্যক্তি (ভিক্ষুক পুনর্বাসন ও বিকল্প কর্মসংস্থান নীতিমালা, ২০১৮)।

৩.২) ভবঘুরে ও নিরাশ্রয়: ভবঘুরে ও নিরাশ্রয় ব্যক্তি (পুনর্বাসন) আইন ২০১১ অনুসারে ভবঘুরে ব্যক্তির সংজ্ঞা হচ্ছে; ভবঘুরে অর্থ এমন কোন ব্যক্তি যাহার বসবাসের বা রাত্রি যাপন করিবার মত সুনির্দিষ্ট কোন স্থান বা জায়গা নাই অথবা যিনি কোন উদ্দেশ্য ব্যতিত অযথা রাস্তায় ঘোরাফিরা করিয়া জনসাধারণকে বিরক্ত করেন অথবা যিনি নিজে বা কাহারো প্ররোচনায় ভিক্ষাবৃত্তিতেলিপ্ত হন। উক্ত আইনের আওতায় নিরাশ্রয় ব্যক্তির সংজ্ঞা হলো "নিরাশ্রয় ব্যক্তি অর্থ এমন কোন ব্যক্তি যাহার বসবাসের বা রত্রি যাপন করিবার মত সুনির্দিষ্ট কোন স্থান বা জায়গা এবং ভরণ-পোষনের জন্য নিজস্ব কোন সংস্থান নাই এবং যিনি অসহায়ভাবে শহর বা গ্রামে ভাসমান অবস্থায় জীবন যাপন করেন এবং সরকার কর্তৃক, সময় সময় প্রদত্ত বিভিন্ন ভাতা, সাহায্য, ইত্যাদি লাভ করেন না।

৩.৩) সাহিত্য পর্যালোচনা

আলোচনা গবেষণার উদ্দেশ্য হলো গ্রাম ও শহর অঞ্চলে ভিক্ষুক পুনর্বাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরনের উপায় নির্ধারণ করা। শহর-নগর-গ্রাম সর্বত্র ভিক্ষার ব্যাপকতা বৃদ্ধি পেলেও এ বিষয়ে তেমন কোন গবেষণা হয় নি । ভিক্ষাবৃত্তি, ভিক্ষাবৃত্তির সিন্ডিকেট ও ভিক্ষাবৃত্তির ব্যবসাকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন সময়ে প্রিন্ট মিডিয়া ও ইলেকট্রনিক মিডিয়াতে বিভিন্ন প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে। বাংলাদেশ সরকারের ভিক্ষুক পূনর্বাসনের কাজও অতি সম্প্রতিকালের। বিভিন্ন সংবাদ প্রতিবেদনে দেখা যায়, শহর অঞ্চলে ভিক্ষুক সমস্যা প্রকট। বার্ধক্যকালীন

কর্ম অক্ষমতা, শারীরিক অক্ষমতা ও মানসিক অক্ষমতার কারণে অনেকেই স্বাভাবিক আয়-উপার্জন করতে পারে না। তাছাড়া, সামাজিক বঞ্চনা, অবহেলা ও নির্যাতনের শিকার মহিলারাও বেঁচে থাকার তাগিদে ভিক্ষা করছে। আবার প্রাকৃতিক দুর্যোগের শিকার অনেক মানুষ নিঃস্ব এবং বাস্তুচ্যুত হয়ে ভিক্ষাবৃত্তিতে লিপ্ত হয় (বিবিসি বাংলা, ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৮)। অর্থ উপার্জনের সহজ পথ হিসাবে ভিক্ষাবৃত্তিকে অনেকে পেশা ও ব্যবসা হিসেবে বেছে নিয়েছে। অনেক সুস্থ ও সক্ষম মানুষ ভিক্ষা করছে। প্রতারক চক্র অসুস্থ ও অনুভূতিহীন মানুষদের ভিক্ষায় নিয়োজিত করে উপার্জনের লক্ষ্যে (দৈনিক সমকাল, ১০ ডিসেম্বর ২০২২)। ব্যবসাভিত্তিক ভিক্ষাবৃত্তি এবং অসহায়ত্বের কারণে অন্যের কাছে সাহায্য চাওয়ার মধ্যে মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। মানবিক বন্ধনে আবদ্ধ মানব সমাজে আর্থিক দুরাবস্থায় নিপতিত একজন মানুষ অন্য মানুষের কাছে সাহায্য কামনা করতে পারে। ইসলাম ধর্মে ধনীদের সম্পদে অসহায় দরিদ্রের অধিকারকে স্বীকৃতি দিয়ে যাকাতের বিধান রাখা হয়েছে। অন্যান্য ধর্মেও দুস্থদের জন্য কল্যাণমুখী কাজে বিত্তবানদের দান করাকে উৎসাহিত করা হয়েছে। এভাবে সক্ষম মানুষদের অসহায় মানুষদের সাহায্য করার ইচ্ছাকে পুঁজি করে বিপুল একটি জনগোষ্ঠী ভিক্ষাকে জীবনধারণের উপায় অথবা অবৈধ আয় সংগ্রহ করার জন্য ব্যবসা হিসেবে বেছে নিয়েছে। আবার কেউ ভিক্ষাবৃত্তিকে সিন্ডিকেট ব্যবসা হিসেবে বেঁছে নিয়েছে। যারা ভিক্ষাবৃত্তিকে ব্যবসা হিসেবে ব্যবহার করে তাদের বিরুদ্ধে আইনের কঠোর প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে। কিন্তু শুধুমাত্র আইনের মাধ্যমে বা শাস্তি দিয়ে ভিক্ষাবৃত্তির চর্চা নির্মূল করা যাবে না। এদের জন্য স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণের প্রয়োজন আছে (দৈনিক সমকাল, ১০ ডিসেম্বর ২০২৩)।

ভিক্ষাবৃত্তি নিরসনে প্রথম রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ শুরু হয় ইংল্যান্ডে। রাজা অষ্টম হেনরী ১৫৩১ সালে একটি আইন প্রনয়ণ করেন। উক্ত আইনে স্থানীয় বিচারকদের অসহায়, বৃদ্ধা ও অক্ষম ব্যক্তিদের ভিক্ষা করার লাইসেন্স প্রদানের ক্ষমতা দেওয়া হয়। লাইসেন্সবিহীন ভিক্ষুকদের কঠোর শাস্তি প্রদানের বিধান ছিল উক্ত আইনে। সামন্ত ব্যবস্থার ভাঙন ও শিল্প বিপ্লবের পূর্বলগ্নে ইংল্যান্ডে ক্রমবর্ধমান দরিদ্র নিয়ন্ত্রণ, ভিক্ষাবৃত্তি, ভবঘুরে প্রতিকার, প্রতিরোধ ও দুঃস্থ অসহায়দের কার্যকরী সেবা প্রদানের লক্ষ্যে সর্বপ্রথম সরকারের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ১৬০১ সালের দরিদ্র আইন প্রবর্তন করা হয় যা এলিজাবেথীয় দরিদ্র আইন নামে সর্বাধিক পরিচিত। দুইশত বছরেরও অধিক সময়ে এলিজাবেথীয় দারিদ্র্য আইন ইংল্যান্ডের দারিদ্র্য ও সুবিধাবঞ্চিতদের রাজনৈতিক, ধর্মীয় এবং অর্থনৈতিক অবস্থা পরিবর্তনে ভূমিকা রেখেছে। ১৬০১ সালের দরিদ্র আইনে দুঃস্থ ও দরিদ্রদের সাহায্যদানের সুবিধার্থে ভিক্ষুক ও ভবঘুরেদের তিনটি প্রধান ভাগে ভাগ করা হয়। যথা: ১) সক্ষম দরিদ্র (Able bodied poor)-যারা শারীরিক ও মানসিকভাবে সুস্থ, সবল ও কর্মক্ষম কিন্তু কাজ না করে ভিক্ষা করে তারাই হলো সক্ষম দরিদ্র। এদেরকে Sturdy Beggar বলা হয়। এদের ভিক্ষাবৃত্তি কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করা হয় এবং সংশোধনের জন্য সংশোধনাগার কিংবা শ্রমাগারে কাজ করতে বাধ্য করা হয়। যদি তারা অনিচ্ছা প্রকাশ করতো তবে তাদেরকে কারাগারে প্রেরণ করে শাস্তির ব্যবস্থা করা হত। ২) অক্ষম দরিদ্র (Impotent poor)-যারা শারীরিক ও মানসিকভাবে কোন কাজ করতে অক্ষম তাদেরকে অক্ষম দরিদ্র বলা হয়। যেমন:

রুগ্ন, বৃদ্ধ, অন্ধ, বধির, পঙ্গু, সন্তানাদিসহ মা এ শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত। এদেরকে সামর্থ অনুযায়ী কাজ দিয়ে দরিদ্রাগারে রাখা হত এবং ভরনপোষণের ব্যবস্থা করা হত। ৩) নির্ভরশীল বালক-বালিকা (Dependent children)- এতিম, পরিত্যক্ত, দরিদ্র পরিবারের সন্তান যাদের পিতামাতা পলায়ন করেছে বা ভরণপোষণে সক্ষম না তাদেরকে এ শ্রেণির অন্তর্ভূক্ত করা হয়। কোনো সচ্ছল নাগরিক বিনা খরচে তাদের দায়িত্ব নেওয়ার ইচ্ছা পোষণ করলে নিঃশর্তভাবে তাদের নিকট দত্তক দেওয়া হতো। অনুরুপ যদি সম্ভব না হতো তবে সবচেয়ে কম খরচে দায়িত্ব নিতে ইচ্ছুক ব্যক্তির নিকট প্রেরণ করা হতো। এ আইন বাস্তবায়নের দায়িত্ব অর্পণ করা হয় প্যারিস ভিত্তিক বিশেষ পদমর্যাদার Overseer এর উপর। ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক এসব Overseer নিয়োগ করা হতো। প্যারিসের চার্চের সবাই মনোনয়ন লাভ করতো। তারা এ আইনের বিধান কার্যকরীকরণে পরীক্ষা ও মূল্যায়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করত (Friedlander and Apte, ১৯৬২)। ১৬০১ সালের দরিদ্র আইনটি পৃথিবীর প্রথম সমাজসেবামূলক সরকারি পূর্ণাঙ্গ আইন। এ আইনে দরিদ্র ও ভবঘুরেদের কল্যাণে ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে যা ইংল্যান্ডের তৎকালীন সমাজে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছিল। ১৬০১ সালের দরিদ্র আইনে স্থানীয় পর্যায়ে দরিদ্র বিমোচন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছিল যা ভিক্ষাবৃত্তি ও ভবঘুরে প্রতিরোধে সরকারের একটি দৃঢ় পদক্ষেপ ছিল। এই দরিদ্র আইনের মাধ্যমে তৎকালীন ইংল্যান্ডের কেন্দ্রীয় সরকার থেকে আরম্ভ করে সকল স্তরে ভিক্ষাবৃত্তি ও ভবঘুরে প্রতিরোধ ও পূনর্বাসনে উদ্যোগ গৃহীত হয়েছিল। যে পরিস্থিতি এবং উদ্দেশ্যকে কেন্দ্র করে ১৬০১ সালে ইংল্যান্ডে দরিদ্র আইন প্রণীত ও কার্যকর হয়েছিল বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট তা থেকে ভিন্ন নয়। বাংলাদেশের বর্তমান প্রক্ষাপটের সাথে তৎকালীন ইংল্যান্ডের দরিদ্র আইনের সুস্পষ্ট বাস্তবতা পরিলক্ষিত হয়। বাংলাদেশে শারীরিকভাবে অক্ষম ও সক্ষম দুই শ্রেণিই ভিক্ষার সাথে জড়িত। এক সমীক্ষায় দেখা যায়, ঢাকা মহানগরীর শতকরা ৫১.৫ ভাগ সক্ষম ভিক্ষুক এবং অবশিষ্ট অক্ষম ভিক্ষুক (সকগই, ২০২৩, অপ্রকাশিত প্রতিবেদন)।

ইংল্যান্ডের ক্রমবর্ধমান দারিদ্র্য, ভিক্ষাবৃত্তি ও বেকারত্ব রোধ এবং দরিদ্রদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ও পুনর্বাসন প্রভৃতি বহুমুখী উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে ১৬০১ সালের দরিদ্র আইনটি সংস্কারের প্রয়োজন দেখা দেয়। ফলে ১৮৩৪ সালের দরিদ্র আইন সংস্কারটির উদ্ভব হয়। রাজকীয় কমিশন উদ্ভূত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের জন্য কিছু সুপারিশ ১৮৩৪ সালে সংস্কার আইনে পেশ করেন, যেমনঃ ১) প্রচলিত আংশিক সাহায্যদান কর্মসূচির বিলোপ সাধন; ২) সাহায্যপ্রার্থী সব সক্ষম দরিদ্রকে শ্রমাগারে প্রেরন; ৩) শুধুমাত্র অক্ষম, বৃদ্ধ, অসুস্থ ও সন্তান-সন্ততিসহ বিধবাদের বাহ্যিক সাহায্য প্রদান; ৪) সাহায্যপ্রাপ্ত দরিদ্রের জীবনমান ও সামাজিক মর্যাদা নিম্নতম বেতনভুক্ত শ্রমিকদের চেয়ে নিচে রাখা; এবং ৫) দরিদ্র আইন বাস্তবায়নের জন্য রাজা কর্তৃক কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ বোর্ড গঠন করা। এ আইন কম ব্যয়, রোগ প্রতিরোধ, সাংগঠনিক ব্যবস্থা, জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থা, দারিদ্র্যতা দূর ও আত্মনির্ভরশীলতার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে (Friedlander and Apte, ১৯৬২)। ১৮৩৪ সালের দরিদ্র আইন সংস্কার মূলত সময়ের চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে প্রনয়ণ করা হয়। দরিদ্র জনগনের সরকারি সাহায্য ব্যবস্থার উপর আত্মনির্ভরশীলতা, ত্রান কার্যক্রমে বিশৃঙ্খলা, শ্রমাগারে অসুস্থকর পরিবেশ, নিয়ন্ত্রণহীনতা,

ক্রমবর্ধমান দরিদ্র সাহায্যের ব্যয়ভার লাঘবে উচ্চহারে দরিদ্র কর ধার্য ও সরকারের অর্থনৈতিক অবস্থার উপর চাপ বৃদ্ধি লাঘবের বহুমুখী উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে তৎকালীন সময়ের প্রেক্ষাপটে কার্যকরী পদক্ষেপ হিসেবে এ আইন প্রনয়ণ করা হয়।

বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ইংল্যান্ডের অধিকাংশ কয়লাখনিগুলো আমেরিকা ও ইউরোপসহ অন্যান্য দেশের উন্নত প্রযুক্তি ও যোগাযোগ ব্যবস্থার সাথে প্রতিযোগিতায় টিকতে না পেরে বন্ধ হয়ে যায়। ফলে ইংল্যান্ডে বেকারত্ব ভয়াবহ আকার ধারন করে। এই ভয়াবহ পরিস্থিতিতে তৎকালীন ক্ষমতাশীল লিবারেল পার্টি তাদের নির্বাচনি প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী দরিদ্র আইনগুলোর সংস্কার এবং বেকার সমস্যা ও ভিক্ষাবৃত্তি প্রতিরোধে দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে ১৯০৫ সালে লর্ড জর্জ হ্যামিলটনকে সভাপতি করে ১৮ সদস্য বিশিষ্ট দরিদ্র আইন ও দুর্দশা সাহায্য বিষয়ক রাজকীয় কমিশন গঠন করেন। এই কমিশন ১৯০৫ সালে সরকারের নিকট কিছু সুপারিশ পেশ করেন। যেমন ১) কাউন্টি কাউন্সিল প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে দরিদ্র আইন ইউনিয়ন ও অভিভাবক বোর্ড বাতিল করা এবং স্থানীয় সাহায্য প্রশাসন তিন চতুর্থাংশে হ্রাস করা। ২) মানবকল্যানমুখী সরকারি সাহায্য কর্মসূচি প্রবর্তনের মাধ্যমে দরিদ্র আইন বাতিল করা। ৩) মিশ্র দরিদ্রাগার বিলুপ্ত করে মানসিক প্রতিবন্ধীদের হাসপাতালে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা এবং শিশুদের জন্য পৃথক পালকগৃহ ও আবাসিক বিদ্যালয়ের ব্যবস্থা করা ৪) প্রবীণদের জন্য জাতীয় পেনশন, দরিদ্রদের জন্য বিনামূল্যে চিকিৎসা সুবিধা, সরকারি কর্মসংস্থান কার্যক্রম এবং বেকার ও অক্ষম ভাতাসহ সামাজিক বিমা কর্মসূচি প্রবর্তন করা (Friedlander and Apte, ১৯৬২)। উপর্যুক্ত সুপারিশমালায় দরিদ্র, অসহায়, অক্ষম ও শিশুদের জন্য যে ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করা হয়েছিল তা পূর্বের ব্যবস্থার চেয়ে নিঃসন্দেহে অধিক জনকল্যানকর। তাই রাজকীয় কমিশনের সুপারিশের ফলশ্রুতিতে সামাজিক আইনের মৌলিক প্রগতির পথ তৈরি হয়, যা প্রকৃত অর্থে ইংল্যান্ডের সমাজসেবার দ্বার উন্মোচন করে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারনে ইংল্যান্ডে আর্থ-সামাজিক অস্থিরতা, অনিশ্চয়তা, দারিদ্র্য, বেকারত্বসহ নতুন নতুন সমস্যা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। ফলে বিদ্যমান আর্থ-সামাজিক সমস্যাসমূহ একদিকে যেমন জটিলরূপ ধারণ করে অন্যদিকে সামাজিক নিরাপত্তাহীনতার সৃষ্টি হয়। আর এটা প্রতিরোধের জন্য প্রচলিত সেবামূলক কর্মসূচি পরিকল্পিত ও গঠনমূলক সংস্কার সাধন অত্যন্ত জরুরি হয়ে পড়ে। এ অবস্থায় ১৯৪১ সালে তৎকালীন ইংল্যান্ডের লেবার পার্টির পুনর্বাসনমন্ত্রী আর্থার গ্রীণউড এর পরামর্শে পার্লামেন্টের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত মোতাবেক স্যার উইলিয়াম বিভারিজ এর নেতৃত্বে সামাজিক বীমা ও অনুরূপ কর্মসূচির আন্ত:বিভাগীয় কমিটি গঠন করা হয়। স্যার উইলিয়াম বিভারিজ ১৮ মাস অক্লান্ত পরিশ্রম করে ১৯৪২ সালের ২০ নভেম্বর বাস্তবিক সুপারিশমালাসহ সরকারের কাছে একটি প্রতিবেদন পেশ করেন। যা সমাজসেবার ইতিহাসে বিভারিজ রিপোর্ট নামে পরিচিত। তিনি উক্ত রিপোর্টে মানুষের কল্যাণ ও অগ্রগতির পথে অন্তরায় বা প্রতিবন্ধক হিসেবে ৫টি দৈত্যকে চিহ্নিত করেন যা পঞ্চদৈত্য নামে পরিচিত। সমস্যা বা দৈত্যসমূহ হলো: ১) অভাব ২) অজ্ঞতা ৩) অসুস্থতা ৪) অলসতা ও ৫) মলিনতা। উল্লেখিত প্রতিবন্ধকতাসমূহ দূরীকরণে কমিটি পাঁচ ধরণের নিরাপত্তা কর্মসূচির

সুপারিশ করেন। যেমনঃ ১) একটি একীভূত, ব্যাপক এবং পর্যাপ্ত সামাজিক বীমা কর্মসূচি প্রবর্তন করা; ২) সামাজিক বীমা সুবিধাবহির্ভূত জনগনের জন্য জাতীয় কর্মসূচি হিসেবে সরকারি কর্মসূচি গ্রহণ করা; ৩) প্রথম শিশুর পরবর্তী প্রতিটি শিশুর জন্য সাপ্তাহিক শিশু ভাতার ব্যবস্থা করা; ৪) সমগ্র জনগোষ্ঠীর জন্য বিনামূল্যে ব্যাপক স্বাস্থ্য ও পুনর্বাসন কর্মসূচি গ্রহণ করা; এবং ৫) অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের সময় ব্যাপক বেকারত্ব রোধকল্পে সরকারি কর্মসূচি গ্রহণের মাধ্যমে পূর্ণ কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা (Friedlander and Apte, ১৯৬২)। বিভারিজ রিপোর্ট সামাজিক নিরাপত্তার ক্ষেত্রে যে পথপ্রদর্শন করে, সে পথ ধরেই পরবর্তীকালে ইংল্যান্ড পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কল্যাণ রাষ্ট্রে পরিণত হয়। পরবর্তীতে বিভারিজ রির্পোটের সুপারিশ বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে মানুষের সামাজিক নিরাপত্তা বিধানে প্রয়োগ করা হয়।

ভবঘুরে ও নিরাশ্রয় ব্যক্তি (পুনর্বাসন) আইন ২০১১ অনুযায়ী, পুলিশের সাবইন্সপেক্টর পদমর্যাদার থেকে নিচে নয় এমন কর্মকর্তা, জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বা বিশেষ ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক কোনো ব্যক্তিকে ভবঘুরে বলে গন্য করার যুক্তিসংগত কারণ রয়েছে মর্মে নিশ্চিত হইলে তিনি উক্ত ব্যক্তিকে যে কোনো স্থান হইতে যে কোনো সময় আটক করিতে পারবেন। এই আইন অনুযায়ী যদি উক্ত ব্যক্তি ভবঘুরে না হয় তাহলে কারণ লিপিবদ্ধ করে উক্ত ব্যাক্তিকে বিনা শর্তে বা ক্ষেত্রমতো প্রয়োজনীয় মুচলেকা গ্রহণপূর্বক তাৎক্ষণিকভাবে মুক্তিদানের আদেশ প্রদান করবেন। আর যদি ভবঘুরে হয় তাহলে তিনি কারন লিপিবদ্ধ করে উক্ত ব্যক্তিকে ভবঘুরে ঘোষণাপূর্বক এ আইনের অন্যান্য বিধান সাপেক্ষে যে কোনো আশ্রয় কেন্দ্রে অনধিক দুই বছরের জন্য আটক রাখিবার নিমিত্ত অভ্যর্থনা কেন্দ্রে আদেশ প্রধান করবে। এ আইন অনুযায়ী প্রতিটি সরকারি আশ্রয়কেন্দ্রের জন্য একটি ভবঘুরে কল্যাণ তহবিল গঠন করবে। গঠিত তহবিলে সরকার, বেসরকারি সংস্থা বা ব্যক্তি কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান এবং আশ্রয় কেন্দ্রের কোন আয় ও আশ্রিত ভবঘুরে ও নিরাশ্রায় ব্যক্তিদের দ্বারা পরিচালিত কোন লাভজনক কাজের মাধ্যমে উপার্জিত অর্থ যদি থাকে জমা হইবে। তাছাড়া, এই আইনের আওতায় একটি বোর্ড গঠিত হবে, যার প্রধান দায়িত্ব হচ্ছে ভবঘুরে ও নিরাশ্রয় ব্যক্তিদের সংখ্যা নিরুপন, তাদের জীবন যাত্রার পদ্ধতি সম্পর্কে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা এবং তাদের পুনর্বাসন ও কল্যানার্থে পরিকল্পনা, স্কিম বা প্রকল্প গ্রহণে সরকারকে পরামর্শ প্রদান করবে।

ভবঘুরে ও নিরাশ্রয় পুনর্বাসন বিধিমালা ২০১৫ অনুযায়ী ধারা ৯ এর অধীনে কোন ব্যক্তিকে আটক করা হলে, উক্ত ব্যক্তিকে আটক করার কারন, তারিখ, সময়, ঘটনার বিবরণ, শারীরিক ও মানসিক অবস্থা সংক্রান্ত তথ্যাবলী লিপিবদ্ধ করবেন এবং সংশ্লিষ্ট তথ্যসহ তাকে ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট হাজির করবেন। উল্লিখিত তথ্যাদির ভিত্তিতে বিশেষ ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট যদি যুক্তিসঙ্গত কারনে প্রতীয়মান হয় যে, আটক ব্যক্তি সম্পর্কে অধিকতর অনুসন্ধান বা তথ্য প্রয়োজন, তা হলে কারন লিপিবদ্ধ করে তিনি উক্ত ব্যক্তিকে প্রধান ব্যবস্থাপকের তত্ত্বাবধানে নিকটস্থ অভ্যর্থনা কেন্দ্রে সাময়িক হেফাজতে রেখে তার সম্পর্কে অনধিক ৭ দিনের মধ্যে প্রয়োজনীয় অনুসন্ধানপূর্বক একটি প্রতিবেদনে দিবেন। আটককৃত ব্যক্তি ভবঘুরে নয় মর্মে সন্তোষজনক প্রতীয়মান হলে

তিনি কারণ লিপিবদ্ধ করে উক্ত ব্যক্তিকে তাৎক্ষণিক বিনাশর্তে মুক্তিদানের আদেশ প্রদান করবেন। আর ভবঘুরে প্রতীয়মান হলে তিনি কারন লিপিবদ্ধ করে উক্ত ব্যক্তিকে যে কোন আশ্রয়কেন্দ্রে অনধিক ২ বৎসরের জন্য আটক রাখার নিমিত্ত অভ্যর্থনা কেন্দ্রে প্রেরণের জন্য আদেশ প্রদান করবেন। কোন নিরাশ্রয় ব্যক্তি স্বেচ্ছায় বা তার পক্ষ থেকে কোন স্থানীয় সরকার কর্তৃপক্ষ, উপর্যুক্ত প্রতিষ্ঠান বা বিশিষ্ট কোন ব্যক্তির অধীন, সরকারি আশ্রয়কেন্দ্রে আশ্রয়কেন্দ্র লাভের বা প্রদানের জন্য বিশেষ ম্যাজিস্ট্রেট বরাবর আবেদন করতে পারবে। কোন ভবঘুরে বা নিরাশ্রয় ব্যক্তিকে কোন আশ্রয়কেন্দ্রে প্রেরণ করা হলে উক্ত ব্যক্তির যাবতীয় তথ্যাবলী সংবলিত নথি সংরক্ষণ করতে হবে, সংক্রামক রোগে আক্রান্ত নিবাসীকে পৃথক করে রাখতে হবে। উন্মাদ, মানসিক প্রতিবন্ধী, মাদকাসক্ত বা কোন ধরনের মারাত্মক ছোঁয়াচে রোগে আক্রান্ত নিবাসীসহ সকল অসুস্থ নিবাসীকে সরকারি হাসপাতাল বা প্রতিষ্ঠানে প্রেরণপূর্বক যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করতে হবে। আশ্রয়কেন্দ্রে অবস্থানরত ভবঘুরে বা নিরাশ্রয় ব্যাক্তিদের পুনর্বাসনকল্পে সরকার যথাযথ পরিকল্পনা প্রণয়ন পূর্বক উহা বাস্তবায়ন করবে। প্রত্যেক ভবঘুরে বা নিরাশ্রয়ী ব্যক্তিকে একক ব্যক্তি হিসেবে বিবেচনাপূর্বক সরকার তার উপযোগী পুনর্বাসন পরিকল্পনা প্রণয়ন করবে। পুনর্বাসন পরিকল্পনা প্রণয়নকালে সরকার ভবঘুরে বা নিরাশ্রয় ব্যক্তিদের অতি পারিবারিক, মনো-সামাজিক ও আবেগীয় অবস্থা, শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা, কর্ম উদ্দীপনা, কর্মদক্ষতা, আগ্রহ ইত্যাদি বিবেচনা করবে।

সাহিত্য পর্যালোচনায় দেখা যায়, ভিক্ষাবৃত্তি নিয়ে বাংলাদেশে উল্লেখযোগ্য কোন গবেষণা কাজ বা অনুসন্ধান পরিচালিত হয়নি। এমনকি এদেশে ভিক্ষুকদের প্রকৃত সংখ্যা নির্ধারণেও কোন বেইস লাইন জরিপ পরিচালিত হয়নি। তবে ভিক্ষাবৃত্তি নিয়ে বিভিন্ন সময়ে প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় কিছু প্রবন্ধ ও প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে যা পর্যাপ্ত নয়। এদেশে ভিক্ষুক পুনর্বাসনের কাজও অতি সম্প্রতিকালের। সরকার ভবঘুরে ও ভিক্ষাবৃত্তির মত সামাজিক ব্যাধিকে নির্মূলের জন্যে ২০১৮ সালে ভিক্ষুক পুনর্বাসন ও বিকল্প কর্মসংস্থান নীতিমালা প্রনয়ন করেছে। এ কর্মসূচির অন্যতম লক্ষ্য দেশকে ভিক্ষুকমুক্ত করা এবং ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিতদের জন্য বিকল্প কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা। এ ক্ষেত্রে বর্তমান গবেষণাটি গ্রাম ও শহরে ভিক্ষুকদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা, ভিক্ষাবৃত্তির কারন, ভিক্ষাবৃত্তি প্রতিরোধ, ভিক্ষুক পুনর্বাসনের চ্যালেঞ্জ এবং উত্তরণের উপায় নির্ধারণে কার্যকর কৌশল প্রনয়ণে সহায়ক হবে এবং পরবর্তী গবেষণার ক্ষেত্র তৈরি করবে।

চতুর্থ অধ্যায়: তথ্য উপস্থাপন, বিশ্লেষণ ও আলোচনা

৪. তথ্য উপস্থাপন, বিশ্লেষণ ও আলোচনা

৪.১) উত্তরদাতার জনমিতিক ও আর্থ-সামাজিক তথ্য

চিত্র নং-৪: উত্তরদাতার লিঙ্গ সংক্রান্ত তথ্যাবলী

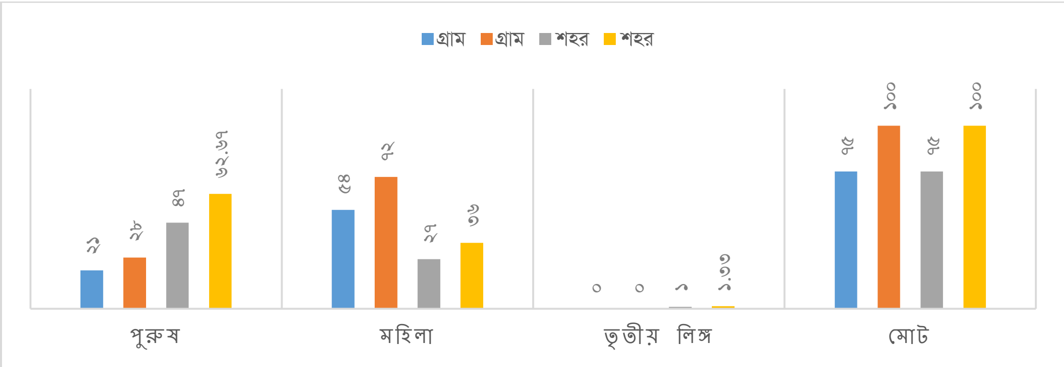

উৎস: ফিল্ড ওয়ার্ক

আলোচ্য গবেষণাটি গ্রাম ও ঢাকা শহরে ভিক্ষুকদের উপর পরিচালিত হয়েছে। উত্তরদাতা গ্রামীণ ভিক্ষুকদের ২৮% পুরুষ, ৭২% মহিলা এবং গ্রামে কোন তৃতীয় লিঙ্গ ছিল না অন্যদিকে উত্তরদাতা শহুরে ভিক্ষুকদের ৬২.৬৭% পুরুষ, ৩৬% মহিলা এবং তৃতীয় লিঙ্গ ০১ জন (১.৩৩%)। গ্রাম অঞ্চলে উত্তরদাতা ভিক্ষুকদের মধ্যে মহিলাদের সংখ্যা এবং শহরে পুরুষের সংখ্যা বেশি।

চিত্র নং-৫: উত্তরদাতার ধর্ম সংক্রান্ত তথ্যাবলী

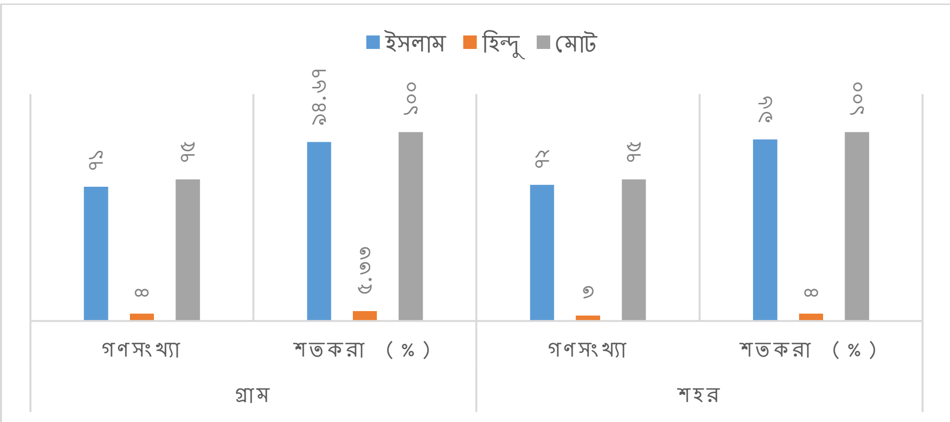

উৎস: ফিল্ড ওয়ার্ক

উত্তরদাতা ভিক্ষুকদের ধর্ম বিশ্লেষণে দেখা যায়, গ্রাম ও শহরে যথাক্রমে ৯৪.৬৭% ও ৯৬% ইসলাম ধর্মের অনুসারী এবং হিন্দু যথাক্রমে ৫.৩৩% ও ৪%। গ্রাম ও শহরে উত্তরদাতাদের মধ্যে কেউ বৌদ্ধ, খ্রিস্টান কিংবা অন্যান্য ধর্মের অনুসারী ছিল না। সব ধর্মেই ভিক্ষাবৃত্তিকে নিরুৎসাহিত করা হলেও ইসলাম ধর্মে ভিক্ষাবৃত্তির আধিক্য বেশি।

সারণি নং-২: উত্তরদাতাদের বয়স সংক্রান্ত তথ্যাবলী

	গ্রাম		শহর	
বয়স	গণসংখ্যা	শতকরা (%)	গণসংখ্যা	শতকরা (%)
১-১৮	২	২.৬৭	৫	৬.৬৭
১৮-২৮	১	১.৩৩	১	১.৩৩
২৮-৩৮	২	২.৬৭	১	১.৬৭
৩৮-৪৮	৩	৪	২	২.৬৭
৪৮-৫৮	৪	৫.৩৩	৫	৬.৬৭
৫৮-৬৮	১৫	২০	২০	২৬.৬৭
৬৮-৭৮	৩৫	৪৬.৬৭	৩১	৪১.৩৩
৭৮-৮৮	১৩	১৭.৩৩	১০	১৩.৩৩
মোট	৭৫	১০০	৭৫	১০০

উৎস: ফিল্ড ওয়ার্ক

উত্তরদাতা গ্রামীণ ভিক্ষুকদের ২.৬৭ শতাংশের বয়স ১-১৮ বছরের মধ্যে যারা শিশু। তারা সাধারণত প্রতিবন্ধী বা প্রতিবন্ধী বাবা-মা, দাদা-দাদী বা আত্মীয় স্বজনের সাথে ভিক্ষা করে থাকে। তথ্য সংগ্রহকালে দেখা যায়, ১৮-৫৮ বছরের মধ্যে গ্রাম অঞ্চলে যারা ভিক্ষা করছে তাদের বড় একটা অংশ প্রতিবন্ধী। জীবনধারনের তাগিদে তারা ভিক্ষা করছে। গবেষণা এলাকায় ৬০ বছর বা তার উর্ধ্বে যারা ভিক্ষা করছে তাদের অধিকাংশ প্রাকৃতিক দুর্যোগে সর্বশান্ত,পরিবারের সদস্যদের কঠিন রোগের চিকিৎসা, সুন্দরবনের বাঘের আক্রমণে উপার্জনশীল ব্যক্তির মৃত্যু, বার্ধক্যজনিত অক্ষমতা, বিধবা এবং সর্বোপরি দারিদ্র্যের কারনে ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত। গ্রামে ভিক্ষাবৃত্তিকে ব্যবসা বা ভিক্ষাবৃত্তির সিন্ডিকেটে জড়িত কোন ভিক্ষুক পাওয়া যায় নি। অন্যদিকে ঢাকা শহরে উত্তরদাতা ভিক্ষুকদের বয়স বিশ্লেষণে দেখা যায়, ১-১৮ বছরের মধ্যে ৬.৬৭% শিশু ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত। তথ্য সংগ্রহকালে দেখা যায়, ৫/৬ বছরের শিশুরা তাদের বাবা-মায়ের সাথে ভিক্ষা করছে। ঢাকা শহরে তথ্য সংগ্রহকালে দেখা যায়, ১৮-৬০ বছরের মধ্যে যারা ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত তাদের অধিকাংশই প্রতিবন্ধীতা, দুর্ঘটনা ও রোগ ব্যধির শিকার। যাদের বয়স ৬০ বছরের উর্ধ্বে যেমন: ৬৮-৭৮ বছর (৪১.৩৩%) এবং ৭৮-৮৮ বছর (১৩.৩৩%) তারা সাধারণত বার্ধক্যজনিত অক্ষমতা, অসুস্থতা, নির্ভরশীলতা ও সন্তানদের অবহেলা ভিক্ষাবৃত্তির জন্য দায়ী। ঢাকা শহরে তথ্য সংগ্রহকালে পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে, কোন কোন ভিক্ষুক ভিক্ষাবৃত্তিকে ব্যবসা হিসেবে বেছে নিয়েছে ও ভিক্ষাবৃত্তির সিন্ডিকেটের সাথে যুক্ত।

কেস স্টাডিতে একজন ভিক্ষুক বলেন, "এখন আমি সম্পূর্ণভাবে অন্যের উপর নির্ভরশীল, অন্যের করুনা ও দয়া-দাক্ষিণ্য নিয়ে বেঁচে আছি। আমার দু'টি সন্তান থাকতেও নেই। তারা সেই যে কবে বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে তার কোন খোঁজ-খবর নেই। আল্লাহই জানেন তারা বেঁচে আছে না মরে গেছে। তারা কেউ কাছে থাকলে হয়তোবা আমার এত কষ্ট করতে হতো না। এখন আমি শারিরীকভাবে অক্ষম, চলৎশক্তি হারিয়ে ফেলেছি। আমি ঠিক মতো হাঁটতে পারি না। শরীর খুবই দুর্বল লাগে। বেশি সময় হাঁটলে শরীরে প্রচন্ড ব্যথা করে। চোখেও এখন ঠিক মতো দেখি না। এই যে আপনার মুখটাও কেমন জানি ঝাপসা দেখছি। তাছাড়া, আমার কোমরের হাঁড়ে অনেক যন্ত্রণা করে। আমি এবং আমার বউ সরকার থেকে কোনো ধরণের ভাতা বা আর্থিক সহায়তা পায়নি। এলাকার চেয়ারম্যানের কাছে অনেকবার গিয়েছিলাম কোনো লাভ হয়নি। চেয়ারম্যানরা যাদের অনেক ভোট তাদের কার্ড দিয়ে থাকে। এই বয়সে ভিক্ষা করতে হবে কখনো ভাবিনি"।

সারণি নং-৩: **উত্তরদাতার বৈবাহিক অবস্থা**

	গ্রাম		শহর	
বৈবাহিক অবস্থা	গণসংখ্যা	শতকরা (%)	গণসংখ্যা	শতকরা (%)
বিবাহিত	১৬	২১.৩৩	৩৫	৪৬.৬৭
অবিবাহিত	৫	৬.৬৭	৮	১০.৬৭
বিপত্নীক	৭	৯.৩৩	১৩	১৭.৩৩
বিধবা	৪৫	৬০	১২	১৬
তালাকপ্রাপ্ত	১	১.৩৩	৪	৫.৩৩
স্বামী পরিত্যাক্তা	১	১.৩৩	৩	৪
মোট	৭৫	১০০	৭৫	১০০

উৎস: ফিল্ড ওয়ার্ক

উত্তরদাতা ভিক্ষুকদের বৈবাহিক অবস্থা বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, গ্রামে বিবাহিত ২১.৩৩%, অবিবাহিত ৬.৬৭%, বিপত্নীক ৯.৩৩%, বিধবা ৬০%, তালাক প্রাপ্ত ১.৩৩% এবং স্বামী পরিত্যাক্তা ১.৩৩% । অন্যদিকে শহর অঞ্চলে বিবাহিত ৪৬.৬৭%, অবিবাহিত ১০.৬৭%, বিপত্নীক ১৭.৩৩%, বিধবা ১৬%, তালাক প্রাপ্ত ৫.৩৩% এবং স্বামী পরিত্যাক্তা ৪%। তথ্য সংগ্রহকালে দেখা যায়, অবিবাহিতদের মধ্যে গ্রাম অঞ্চলে প্রায় সবাই প্রতিবন্ধী এবং শহর অঞ্চলে প্রায় সবাই শিশু। পর্যবেক্ষণে আরো দেখা যায় যে, গ্রাম ও শহরে উত্তরদাতাদের একটি বড় অংশ বিধবা যথাক্রমে ৬০% ও ১৬% এবং বিপত্নীক যথাক্রমে ৯.৩৩% ও ১৭.৩৩% বিপত্নীক। বিধবারা নানা ধরণের প্রতিকূলতা ও বৈষম্যের শিকার যেমন: অবহেলা, জেন্ডার বৈষম্য,

কাজের সুযোগ না থাকা ইত্যাদি। ফলে বেঁচে থাকার তাগিদে গ্রামে ও শহরে বিধবাদের মধ্যে ভিক্ষাবৃত্তির হার বেশী। গ্রামে উত্তরদাতা ভিক্ষুকদের ৬০% বিধবা। গ্রামে গবেষণা এলাকায় জনগনের একটা বড় অংশের জীবন-জীবিকার উৎস হল সুন্দরবন। তারা সাধারণত বছরের আট মাস সুন্দরবনে থাকে। সুন্দরবনের খাল, নদী ও সাগর থেকে মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহ করে। তাছাড়া, বন থেকে জ্বালানী ও মধু সংগ্রহ করে থাকে। সুন্দরবনে বাঘের আক্রমনে অনেকেই বিধবা হয়েছে। এই বিধবাদের একটা অংশ ভিক্ষা করে জীবিকা নির্বাহ করে থাকে।

একজন কেস, হামিদা বেগম (ছদ্মনাম), বয়স ৬২বছর উল্লেখ করেন, সর্বনাশা বাঘ আমার সব কেড়ে নিয়েছে। আমাকে নিঃস্ব ও সর্বশান্ত করেছে। আমার স্বামী বছরের ০৯ মাস সুন্দরবনে থাকত। সুন্দরবন থেকে মধু ও গোলপাতা সংগ্রহ করে বিক্রি করত। মাছও ধরত। এ আয় দিয়েই আমাদের সংসার কোন রকমে চলত। সংসারে অভাব অনটন ছিল তবুও ভালই চলছিল। হঠাৎ করে একদিন পাড়ায় সংবাদ এলো বাঘে খেয়ে ফেলেছে। এক প্রতিবেশীর কাছ থেকে জানতে পারলাম আমার স্বামীকেই বাঘে খেয়ে ফেলেছে। সে বাঁচার জন্যে অনেক চেষ্টা করেছিল কিন্তু শেষ পর্যন্ত নিজেকে রক্ষা করতে পারেনি। মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল। বেঁচে থাকার সংগ্রামে লিপ্ত হলাম। দিন মজুরের কাজ করার চেষ্টা করলাম। বিধবা হওয়াতে এ কাজও জুটল না। কেউ কাজে নিতে চায় না। তবে প্রতিবেশীদের কাছ থেকে কিছু সহযোগিতা পেয়েছি। যা না পেলে হয়তো বেঁচে থাকতে পারতাম না। ছোট তিন সন্তান নিয়ে কোন উপায় না দেখে বেঁচে থাকার তাগিদে শেষ পর্যন্ত ভিক্ষাবৃত্তিকে বেঁছে নিলাম। সেই যে ভিক্ষা করা শুরু করলাম, আজ দেখতে দেখতে ২১ বছর হয়ে গেল। সন্তানেরা দিন মজুরের কাজ করে। তারা যার যার সংসার কোন রকমে চালায়। আমি ভিক্ষা করছি, চলছি। এটা নিয়ে আমার জীবন। এটা ছাড়া আমার কোন গতি নেই। ভিক্ষা করেই আমার জীবন শেষ হয়ে যাবে।”

সারণি নং-৪: **উত্তরদাতার শিক্ষাগত যোগ্যতা**

গ্রাম			শহর	
শিক্ষাগত যোগ্যতা	গণসংখ্যা	শতকরা (%)	গণসংখ্যা	শতকরা (%)
নিরক্ষর	৬১	৮১.৩৩	৩৮	৫০.৬৭
স্বাক্ষর জ্ঞান সম্পন্ন	৭	৯.৩৩	২৭	৩৬
লিখতে পড়তে পারে	২	২.৬৭	৫	৬.৬৭
প্রাথমিক	৩	৪	৫	৬.৬৭
মাধ্যমিক	২	২.৬৭	০০	০০
মোট	৭৫	১০০	৭৫	১০০

উৎস: ফিল্ড ওয়ার্ক

উত্তরদাতা গ্রামীণ ভিক্ষুকদের অধিকাংশই নিরক্ষর (৮১.৩৩%) এবং স্বাক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন ৯.৩৩%। অন্যদিকে উত্তরদাতা শহুরে ভিক্ষুকদের মধ্যে নিরক্ষর ৫০.৬৭% এবং স্বাক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন ৩৬ শতাংশ। কেননা আজকে যারা প্রবীণ তাদের অধিকাংশরেই জন্ম বিংশ শতাব্দীর ৫০ বা ৬০ এর দশকে। ঐ সময়ে নিম্নবৃত্ত ও অনগ্রসর এলাকার জনগণ শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত ছিল। মূলত উচ্চবিত্তদের মধ্যেই শিক্ষার সুবিধা সীমাবদ্ধ ছিল। গ্রামে ২.৬৭% উত্তরদাতা মাধ্যমিক পর্যন্ত লেখাপড়া করেছে।

কয়রা উপজেলায় ফোকাস দল আলোচনায় অংশগ্রহণকারি একজন স্থানীয় সংবাদকর্মী বলেন, "আমাদের এলাকা একসময় অনেক অনুন্নত ছিল। যাতায়াত, যোগাযোগ ও শিক্ষা ব্যবস্থা খুব খারাপ ছিল। এখানে শিক্ষার হার এখনো কম। তবে ধীরে ধীরে উন্নত হচ্ছে। যারা ভিক্ষুক তারা তো সবাই দরিদ্র ও অসহায় পরিবারের। শিক্ষার সুযোগ তাদের নাগালের বাইরে ছিল। আবার অনেকেই এখানে দীর্ঘদিন ধরে নদী ভাঙনের শিকার। অনেকেই নদী ভাঙন ও বাঘের আক্রমনে পরিবারের উপার্জনশীল ব্যক্তির মৃত্যুর শিকার হয়ে ভিক্ষা করছে।"

সারণি নং-৫: **উত্তরদাতার মাসিক আয়**

গ্রাম			শহর	
মাসিক আয় (টাকায়)	গণসংখ্যা	শতকরা (%)	গণসংখ্যা	শতকরা (%)
১০০০-৪০০০	৩৮	৫০.৬৭	০	০
৪০০১-৮০০০	৩০	৪০	১০	১৩.৩৩
৮০০১-১২০০০	৪	৫.৩৩	২০	২৬.৬৭
১২০০১-১৬০০০	২	২.৬৭	১৮	২৪
১৬০০১-২০০০০	১	১.৩৩	৭	৯.৩৩
২০০০১-২৪০০০	০	০	১২	১৬
২৪০০১- ২৮০০০	০	০	২	২.৬৭
২৮০০০ টাকার উর্ধ্বে	০	০	৬	৮
মোট	৭৫	১০০	৭৫	১০০

উৎস: ফিল্ড ওয়ার্ক

উত্তরদাতা গ্রামীণ ভিক্ষুকদের মাসিক আয় পর্যবেক্ষণে দেখা যায় যে, প্রায় সবাই 'দিন আনে দিন খায়' এমন টাকা রোজগার করে থাকে। মাসিক ১০০০-৪০০০ টাকা আয় করেন ৫০.৬৭% ভিক্ষুক এবং ৪০০১-৮০০০ টাকা আয় করেন ৪০ শতাংশ ভিক্ষুক। অন্যদিকে ঢাকা শহরে ভিক্ষুকরা মাসিক আয় সংক্রান্ত প্রশ্নের উত্তর দিতে ইচ্ছুক ছিল না এবং তথ্য সংগ্রহকালে পর্যবেক্ষণে দেখা যায়, ঢাকা শহরে ভিক্ষুকদের মাসিক আয় কথিত

আয়ের চেয়ে বেশি। উত্তরদাতা ভিক্ষুকদের মধ্যে এমন কাউকে পাওয়া যায় নি যাদের মাসিক আয় ৪০০০ টাকার নিচে। মাসিক ৪০০১-৮০০০ টাকা আয় করে ১৩.৩৩%, ৮০০১- ১২০০০ টাকা আয় করে ২৬.৬৭% ভিক্ষুক, ১২০০১-১৬০০০ টাকা আয় করে ২৪% ভিক্ষুক, ২০০০১-২৪০০০ টাকা আয় করে ১৬% এবং ২৮০০০ টাকার উর্ধ্বে আয় করে ৮% ভিক্ষুক। গ্রামীণ ভিক্ষুকদের তুলনায় ঢাকা শহরে ভিক্ষুকদের আয় অনেক বেশি। গ্রাম অঞ্চলে ভিক্ষুকের মাসিক গড় আয় প্রায় ৫০০০ টাকা। অন্যদিকে ঢাকা শহরে ভিক্ষুকের মাসিক গড় আয় প্রায় ১৫০০০ টাকা।

একজন কেস, মরিয়ম বেগম (ছদ্মনাম) উল্লেখ করেন, "ফকিরের পায়ে লক্ষ্মি, চললে টাকা, না চললে ফাঁকা। আমি দৈনিক ৮/৯ ঘন্টা মানুষের দ্বারে দ্বারে পায়ে চলি। বাজার-ঘাটেও চলি। ভিক্ষার সাথে বাজারে বসে চা খেতে খুব ভালো লাগে। আমাদেরতো আরাম বলতে কিছু নেই। আমাদের এলাকায় সপ্তাহে দু'দিন হাট বসে। হাটের দিন আমার কাছে ঈদ আসে। হাত পেতে মুড়ি, মুড়কি, সিংড়া ও পেয়াজু খাই। হাটের দিন আয়ও বেশী হয়। ভাল-মন্দ হাটের দিন কিনতে পারি। অপেক্ষা করি কখন হাঁট আসবে। হাটের দিন আমি আমার পঙ্গু ছেলেটিকে নিয়ে আসি। তাকে দিয়েও ভিক্ষা করাই। মা-ছেলে মিলে হাটের দিন প্রায় ৪০০/৫০০ টাকা আয় করে থাকি। আমি সারদিনে ভিক্ষা করে ২০০/২৫০ টাকা আয় করি। আমার আয় দিয়ে আমি তাকে চালাই। আমার নিজের জন্যে কোন চিন্তা হয় না। আমি মারা গেলে আমার পঙ্গু ছেলেটার কী হবে? তা ভেবে কান্না পায়।"

ঢাকা শহরে একটি কেস স্টাডিতে মোঃ আবুল (ছদ্মনাম) উল্লেখ করেন, "আমি ১০/১২ ঘন্টা ভিক্ষা করি। শরীর ভাল লাগলে ১৪/১৫ ঘন্টাও ভিক্ষা করে থাকি। ভিক্ষাতে আমার দৈনিক আয় ৮০০/৯০০ টাকা মাঝে-মধ্যে বেশীও আয় করি। আমি সকালে হোটেলে নাস্তা করি। ভিক্ষার ফাঁকে চা টোস্ট খাই। দুপুরে ও রাতে ফুটপাতের হোটেলে খাই। খাওয়াতে আমার প্রায় ২০০ টাকা ব্যয় হয়। গ্রামের বাড়িতে আমার টাকা পাঠাতে হয়। আমার আরও আয় করা দরকার। আমার ইচ্ছে গ্রামে আমি একটি পাকা বাড়ি করব ও টাকা জমিয়ে গ্রামে গিয়ে কিছু একটা করব।"

সারণি নং-৬: **উত্তরদাতার** পরিবারের উপার্জনশীল সদস্য সংখ্যা

	গ্রাম		শহর	
উপার্জনশীল সদস্য সংখ্যা	গণসংখ্যা	শতকরা (%)	গণসংখ্যা	শতকরা (%)
নেই	৩২	৪২.৬৭	১৭	২২.৬৭
১	৪০	৫৩.৩৩	৪১	৫৪.৬৭
২	২	২.৬৭	১১	১৪.৬৭
৩	১	১.৩৩	৩	৪
৪	০০	০০	২	২.৬৭
৪ জনের উর্ধ্বে	০০	০০	১	১.৩৩
মোট	৭৫	১০০	৭৫	১০০

উৎস: ফিল্ড ওয়ার্ক

ভিক্ষুকদের পরিবারে ভিক্ষুক নিজে বাদেও উপার্জনশীল সদস্য আছে। যাদের উপার্জনশীল সদস্য আছে তারা সবাই প্রায় ভিক্ষা করে। তথ্য সংগ্রহকালে প্রতীয়মান হয়েছে, যে সমস্ত পরিবারে একাধিক সদস্য ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত তারা ভিক্ষাবৃত্তিকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করেছে। উত্তরদাতা ভিক্ষুকদের পরিবারের উপার্জনশীল সদস্য সংখ্যা গ্রাম ও শহরের ভিত্তিতে তুলনা করলে দেখা যায় যে, গ্রামে ৪২.৬৭% পরিবারে উত্তরদাতা ভিক্ষুকবাদে উপার্জনশীল সদস্য নেই এবং ৫৩.৩৩% পরিবারে ১ জন উপার্জনশীল সদস্য আছে এবং ২.৬৭% ও ১.৩৩% পরিবারে যথাক্রমে ২ ও ৩ জন উপার্জনশীল সদস্য আছে যাদের অধিকাংশ ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত। অন্যদিকে ঢাকা শহরে দেখা যায় যে, ২২.৬৭% পরিবারে উত্তরদাতা ভিক্ষুকবাদে কোনো উপার্জনশীল সদস্য নেই, ৫৪.৬৭% পরিবারে উত্তরদাতা ভিক্ষুকবাদেও ১ জন উপার্জনশীল সদস্য আছে, ১৪.৬৬% পরিবারে ২ জন এবং ৪%, ২.৬৭% ও ১.৩৩% পরিবারে যথাক্রমে ৩ জন, ৪ জন এবং ৪ জনের অধিক উপার্জনশীল সদস্য আছে যাদের অধিকাংশই ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত।

কেস স্টাডিতে একজন কেস বলেন, "আমি আমার ছেলে-মেয়েদের অনেক কষ্ট করে বড় করেছি। রিক্সা চালিয়ে, কারখানায় কাজ করে এবং দিন মুজুরের কাজ করে তাদের খরচ চালাতাম। একটি দুর্ঘটনা আমার জীবনের সব উলোট-পালোট করে দিল। ৫/৬ বছর আগে দিন মজুরের কাজ করতে গিয়ে হঠাৎ আমি একতালা ছাদ থেকে পড়ে যাই। আমার এক পা কেটে ফেলি। অনেকদিন হাসপাতালে ভর্তি ছিলাম। আমার দুঃখের সীমা ছিল না। এ সময় আমার বউ ভিক্ষা করে আমার এবং আমার সন্তানদের মুখে খাবার যুগিয়েছে। আজ আমরা দু'জনে ভিক্ষা করি। ভিক্ষা করে মেয়ের বিয়ে দিয়েছি। বিয়েতে ৪০ হাজার টাকা যৌতুক দিয়েছি। এখন আমি বৃদ্ধ আর আগের মতন পরিশ্রম করতে পারি না। ছেলেটা তার মতো সংসার পেতেছে।

কাছে থাকে না। দু'জনে মিলে দৈনিক প্রায় ১০০০ টাকা আয় করি। মেয়ের সংসারে টাকা দিতে হয়। অসুস্থ বউ কে নিয়ে ঢাকায় ভাড়া বাসায় থাকি। বাসা ভাড়া ও ওষুধ পথ্যে বড় খরচ হয়ে যায়। আমাদের অনেক কষ্ট হয়। আমাদের দেখার মতন কেউ নেই"।

সারণি নং-৭: উত্তরদাতার পরিবারের মাসিক আয়

গ্রাম			শহর	
পরিবারের মাসিক আয়	গণসংখ্যা	শতকরা (%)	গণসংখ্যা	শতকরা (%)
১০০০-৫০০০	৪১	৫৪.৬৭	১	১.৩৩
৫০০১-১০০০০	১৮	২৪	৫	৬.৬৭
১০০০১-১৫০০০	১০	১৩.৩৩	২০	২৬.৬৭
১৫০০১-২০০০০	৫	৬.৬৭	১৯	২৫.৩৩
২০০০১-২৫০০০	১	১.৩৩	১২	১৬
২৫০০১-৩০০০০	০০	০০	৫	৬.৬৭
৩০০০১-৩৫০০০	০০	০০	৮	১০.৬৭
৩৫০০১-৪০০০০			৫	৬.৬৭
মোট	৭৫	১০০	৭৫	১০০

উৎস: ফিল্ড ওয়ার্ক

গ্রাম ও ঢাকা শহরের ভিক্ষুকদের পরিবারের মাসিক আয় বিশ্লেষণে করে দেখা যায় যে, গ্রামে ৫৪.৬৭% ভিক্ষুকের মাসিক আয় ১০০০-৫০০০ এর মধ্যে, ২৪% ভিক্ষুকের মাসিক আয় ৫০০১-১০০০০ এর মধ্যে, ১৩.৩৩% এবং ৬.৬৭% ভিক্ষুকদের মাসিক আয় যথাক্রমে ১০০০১-১৫০০০ টাকা এবং ১৫০০১-২০০০০ টাকার মধ্যে। মাত্র ০১ জন বা ১.৩৩% ভিক্ষুকের মাসিক আয় ২০০০১-২৫০০০ টাকার মধ্যে। অন্যদিকে ঢাকা শহরের ভিক্ষুকদের পরিবারের মাসিক আয় বিশ্লেষণে দেখা যায়, ১০০০-৫০০০ টাকার মধ্যে আয় মাত্র ১.৩৩% এবং ৫০০১-১০০০০ টাকার মধ্যে আয় ৬.৬৭% ভিক্ষুক পরিবারের। ১০০০১-১৫০০০ টাকার মধ্যে আয় ২৬.৬৭% , ১৫০০১-২০০০০ টাকার মধ্যে আয় ২৫.৩৩%, ২০০০১-২৫০০০ টাকার মধ্যে আয় ১৬%, ২৫০০০-৩০০০০ টাকার মধ্যে আয় ৬.৬৭%, ৩০০০১-৩৫০০০ টাকার মধ্যে আয় ১০.৬৭% এবং ৩৫০০১-৪০০০০ টাকার মধ্যে আয় ৬.৬৭% পরিবারের। উপাত্ত সংগ্রহকালে ঢাকা শহরের ভিক্ষুকরা পরিবারের আয় সংক্রান্ত উত্তর দিতে স্বত:স্ফূর্ত ছিল না বা অনিচ্ছুক ছিল। এতে প্রতীয়মান হয় যে, ঢাকা শহরের ভিক্ষুকদের আয় টেবিলে প্রদত্ত আয়ের চেয়ে অনেক বেশি। গ্রাম ও ঢাকা শহরের তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, গ্রামে ভিক্ষুক

পরিবারের গড় মাসিক আয় প্রায় ৬০০০ টাকা অন্যদিকে ঢাকা শহরে ভিক্ষুক পরিবারের গড় মাসিক আয় প্রায় ২৫০০০ টাকা।

আব্দুল হাকিম (ছদ্মনাম), বয়স আনুমানিক ৫৭ বছর লালবাগ ও আজিমপুর এলাকায় ভিক্ষা করে থাকে। তার এক পা স্বাভাবিক না। জন্মগতভাবে প্রতিবন্ধী। কিন্ত চলাফেরায় খুব চটপটে। ৪০ বছর ধরে এ এলাকাতে সে ভিক্ষা করে থাকে। তার পূর্বপুরুষও ভিক্ষাবৃত্তির সাথে জড়িত ছিল। ঢাকার কামরাঙ্গীর চরে তার টিনশেড বাড়ি আছে। সে ১০/১২ ঘন্টা ভিক্ষা করে থাকে। তার মাসিক আয় জানতে চাইলে সে দ্বিধাবোধ করেছে তার আয় জানাতে। তার নাম, ঠিকানা ও ভিক্ষা করার স্থান কাউকে না বলার শর্তে সে মাসিক আয় জানাতে রাজি হয়েছিল। তার মাসিক আয় গড়ে ৩৫০০০ টাকা। সে ভিক্ষা করে ০৪ সদস্যের সংসার চালায়। আব্দুল হাকিমের মতে, আমি ভিক্ষা করে আমার সন্তানদের স্কুলে পড়াই। তারা ভালো আছে। আমি ভিক্ষা করে ভালো আয় করি। আমি অন্য কোন কাজে যেতে চাই না। আমি পঙ্গু মানুষ, অন্য কোন কাজে গেলে আমার এত আয় হবে না। আর অন্যকোন কাজ আমি করতেও পারব না। আমি কখনো সরকারি আশ্রয় কেন্দ্রে যাব না। একবার আমাকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল। আশ্রয়কেন্দ্র আমার ভালো লাগেনি। আমি কোনরকমে পালিয়ে চলে এসেছি। আশ্রয়কেন্দ্রে আটক থাকলে আমার পরিবার চলতে পারবে না। আমি মোবাইল কোর্ট আতংকে থাকি। এ বিষয়ে সব সময় সচেতন থাকি, যাতে মোবাইল কোর্টের সামনে না পড়তে হয়।

চিত্র নং-৬: উত্তরদাতার পরিবারের সদস্য সংখ্যা

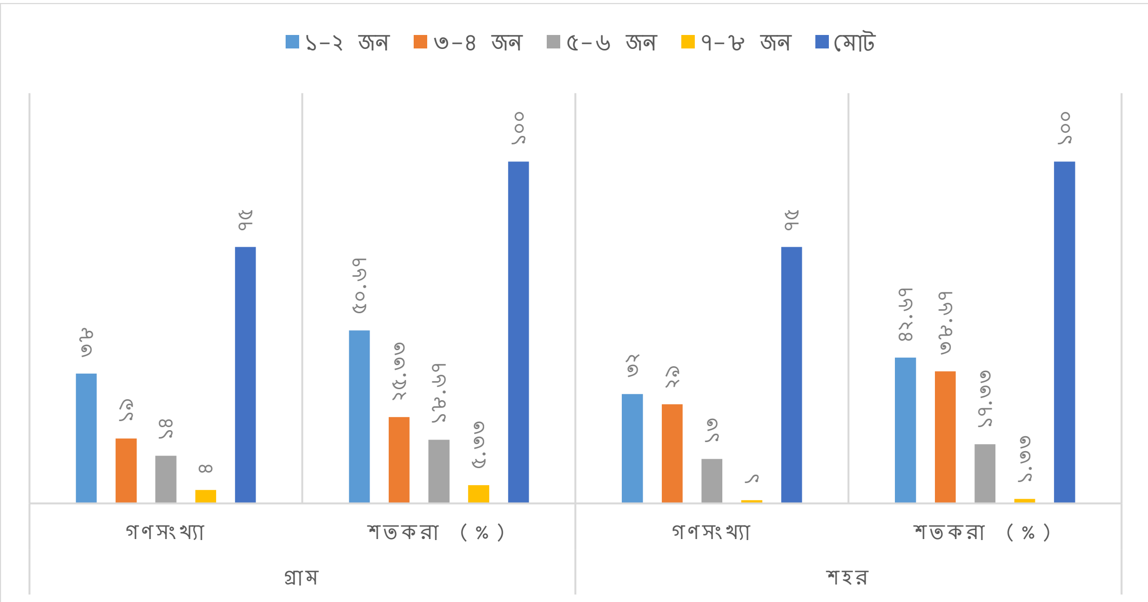

উৎস: ফিল্ড ওয়ার্ক

গ্রাম ও শহরের উত্তরদাতা ভিক্ষুকদের পরিবারের সদস্য সংখ্যা বিশ্লেষণে দেখা যায়, গ্রামে ৫০.৬৭% পরিবারের সদস্য সংখ্যা ১-২ জন, ২৫.৩৩%, ১৮.৬৭% ও ৫.৩৩% পরিবারের সদস্য সংখ্যা যথাক্রমে ৩-৪ জন, ৫-৬ জন ও ৭-৮ জন। অন্যদিকে ঢাকা শহরের ক্ষেত্রে ৪২.৬৭% পরিবারের সদস্য সংখ্যা ১-২ জন। ৩৮.৬৭%, ১৭.৩৩% এবং ১.৩৩% পরিবারের সদস্য সংখ্যা যথাক্রমে ৩-৪ জন, ৫-৬ জন এবং ৭-৮ জন। ২০২২ সালের (HIES) পরিসংখ্যানে দেখা যায়, বাংলাদেশে পরিবার প্রতি গড় সদস্য সংখ্যা ৪.৩ যেখানে ভিক্ষুক প্রতি পরিবারে গড় সদস্য সংখ্যা প্রায় ৪.৮ যা জাতীয় পরিসংখ্যানের চেয়ে বেশী। তথ্য সংগ্রহকালে দেখা যায়, গ্রাম ও ঢাকা শহরে অনেক ভিক্ষুক একাকী বসবাস করছে। এ সমস্ত ভিক্ষুকরা বিধবা, বিপত্নীক বা স্বামী পরিত্যাক্তা বা পরিবারের সদস্যরা অন্য জায়গায় বসবাস করছে।

চিত্র নং-৭: উত্তরদাতার পরিবারের সাথে বসবাস সংক্রান্ত তথ্যাবলী

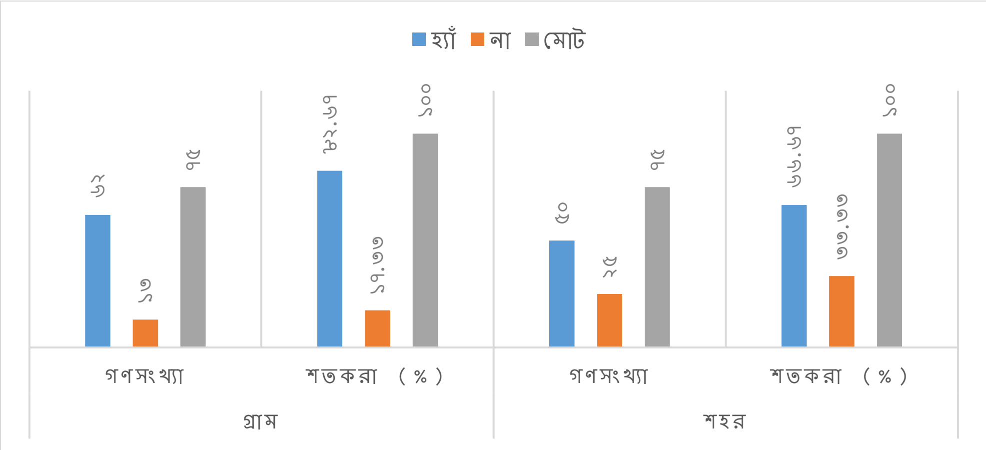

উৎস: ফিল্ড ওয়ার্ক

উত্তরদাতা ভিক্ষুকদের দেয়া তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, গ্রাম ও ঢাকা শহরে অধিকাংশ ভিক্ষুক পরিবারের সাথে বসবাস করে যা যথাক্রমে ৮২.৬৭% ও ৬৬.৬৭% ভিক্ষুক। অন্যদিকে পরিবারের সাথে বসবাস করে না এমন ভিক্ষুকের সংখ্যা গ্রামে ও ঢাকা শহরে যথাক্রমে ১৭.৩৩% ও ৩৩.৩৩%। তথ্য সংগ্রহকালে দেখা যায়, পরিবারের সাথে বসবাস না করলেও তাদের পরিবারের সাথে যোগাযোগ আছে। সাধারনত ভিক্ষার সুবিধার জন্যে ঢাকা শহরে তারা বিভিন্ন জায়গায় বসবাস করছে বা পরিবার গ্রামে আছে। গ্রামে গবেষণা এলাকায় যারা পরিবারের সাথে বসবাস করছে না তারা অনেকেই স্বামী পরিত্যাক্তা বা বিধবা বা বিপত্নীক। সন্তান-সন্ততি জীবিকার সন্ধানে অন্য জায়গায় পাড়ি জমিয়েছে। কয়রা ও পাইকগাছা উপজেলা দুর্যোগ কবলিত ও দারিদ্র্যপীড়িত হওয়ায় এ এলাকায় স্থানান্তরের হার বেশী।

সারণি নং-৮: উত্তরদাতার পরিবারের সাথে সম্পর্কের ধরন

	গ্রাম			শহর	
সম্পর্কের ধরণ	গণসংখ্যা	শতকরা (%)	গণসংখ্যা	শতকরা (%)
খুব ভালো	২৮	৩৭.৩৩	১৫	২০
ভালো	১১	১৪.৬৭	১৬	২১.৩৩
মোটামুটি	১৮	২৪	১২	১৬
খারাপ	৩	৪	৩	৪
খুব খারাপ	১	১.৩৩	২	২.৬৭
মন্তব্য নেই	১	১.৩৩	২	২.৬৭
পরিবারের সাথে বসবাস করছেনা	১৩	১৭.৩৩	২৫	৩৩.৩৩
মোট	৭৫	১০০	৭৫	১০০

উৎস: ফিল্ড ওয়ার্ক

পরিবারের সাথে সম্পর্ক কেমন তা তাদের আয়ের উপর নির্ভর করে, যারা বেশী আয় করতে পারে পরিবারের সাথে তাদের সম্পর্কও ভালো এমনটাই উত্তরদাতাদের অভিমত। তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, গ্রামে ৩৭.৩৩% ভিক্ষুকদের পরিবারের সাথে সম্পর্ক খুব ভালো এবং ভালো ১৪.৬৭%। পরিবারের সাথে খারাপ ও খুব খারাপ সম্পর্ক মাত্র ৫.৩৩% ভিক্ষুকের। ঢাকা শহরে পরিবারের সাথে সম্পর্ক খুব ভালো, ভালো এবং মোটামুটি সম্পর্ক যথাক্রমে ২০%, ২১.৩৩% এবং ১৬% ভিক্ষুকের। তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, গ্রাম ও ঢাকা শহরে বেশিরভাগ পরিবারের সাথে ভিক্ষুকদের সম্পর্ক ভালো কারন তারা সবাই পরিবারকে উপার্জন করে টাকা দেয়। এ প্রসঙ্গে একজন ভিক্ষুক বলেন, *"আয় করি বলেই পরিবারে তার একটা চাহিদা আছে, দাম আছে, সম্মান আছে। আয় করি বলেই পরিবারের সাথে বসবাস করতে পারি।"*

কয়রা উপজেলায় এক কেস স্টাডিতে ছকিনা বেগম (ছদ্মনাম) বলেন, গত ৭ বছর আগে আমার স্বামী মারা যায় কিডনীর সমস্যার কারণে। সে জেলে (মাছ ধরা) কাজ করে কোন রকমে সংসার চালাতো। হঠাৎ করে তার কিডনি নষ্ট হয়ে যায়, ভালো চিকিৎসার অভাবে কয়েক বছর পর আমার স্বামী মারা যায়। আমাদের শুধু মাত্র ০৫ শতক বসতভিটা ছিল কিন্তু স্বামীর চিকিৎসার জন্য সেটা বন্দক রেখে কিছুদিন তার চিকিৎসা করানো হয়। তারপর তার মৃত্যুর পর আমাদের অভাব আরো বেড়ে যায় এবং কিছুদিন পর ভিটাটাও বেঁচে দিতে হয়। তারপর সন্তানরা জীবিকার তাগিদে অন্য এলাকায় যায় এবং সেখানে বিয়ে করে সেখানেই বসবাস করে। প্রথম প্রথম তারা আমাকে দেখতে আসতো কিন্তু একটা সময় পর আর দেখতে আসে না, কোন খোঁজও নেয় না।

কোন সহায়তাও দেয় না। আমি টুকটাক দর্জি কাজ করে কিছু টাকা আয় করতাম এবং সেটা দিয়ে কোনরকম খেতে পারতাম। কিন্তু হঠাৎ করে চোখে ছানি পরা ও চিকিৎসা করাতে না পারার কারণে আমি চোখে সব ঝাপসা দেখি। যার কারণে আমি বাধ্য হয়ে মানুষের দ্বারে দ্বারে ঘুরতে শুরু করি দুমুঠো খাবারের জন্য। এভাবে ছোট্ট কুড়েঁঘরে একাকি অসহায় অবস্থায় থাকতে হবে এই কথা স্বপ্নেও কখনো ভাবিনি। আসলে ঘর পুড়ে গেলে ছাঁই অবশিষ্ট থাকে কিন্তু স্বামী মারা গেলে তার কিছুই থাকে না। ভাই, আমার জন্যে দো'আ করো যাতে আল্লাহ আমার দুনিয়া থেকে তাড়াতাড়ি উঠিয়ে নেয়। আমি মনে করি আমার মৃত্যুর মধ্য দিয়ে আমার সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।"

চিত্র নং-৮: উত্তরদাতার স্থাবর সম্পত্তি সম্পর্কিত তথ্যাবলী

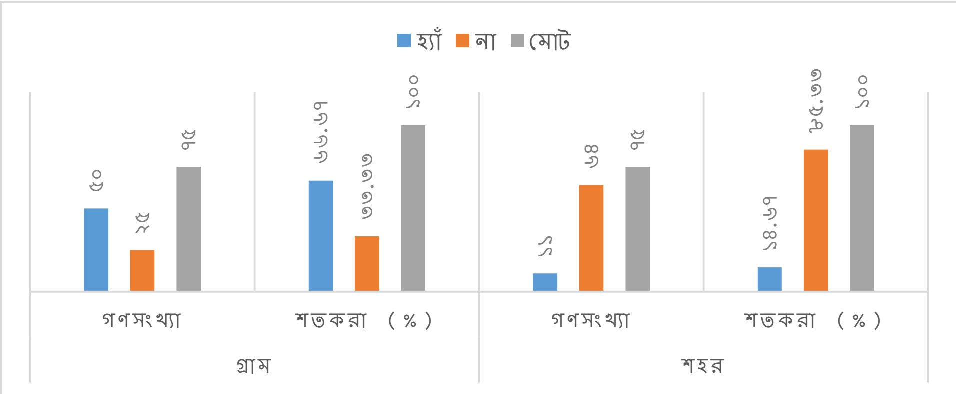

উৎস: ফিল্ড ওয়ার্ক

উত্তরদাতার স্থাবর সম্পত্তি সম্পর্কিত তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, গ্রামে ৬৬.৬৭% ভিক্ষুকদের স্থাবর সম্পত্তি আছে এবং ৩৩.৩৩% ভিক্ষুকদের স্থাবর সম্পত্তি নেই। অন্যদিকে ঢাকা শহরের বেশিরভাগ ভিক্ষুকদের (৮৫.৩৩%) স্থাবর সম্পত্তি নেই। স্থাবর সম্পত্তি আছে কিনা এমন প্রশ্নের উত্তরে ঢাকা শহরে ভিক্ষুকেরা অনীহা প্রকাশ করে বা এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ঢাকা শহরের ভিক্ষুকদের প্রাপ্ত তথ্যের চেয়ে স্থাবর সম্পত্তি আছে।

সারণি নং-৯: উত্তরদাতার স্থাবর সম্পত্তির ধরণ সম্পর্কিত তথ্যাবলী

	গ্রাম		শহর	
স্থাবর সম্পত্তি	গণসংখ্যা	শতকরা (%)	গণসংখ্যা	শতকরা (%)
বসতবাড়ি	৫০	৬৬.৬৭	১৩	১৭.৩৩
চাষযোগ্য জমি	৩	৪	১	১.৩৩
ভিটেমাটিহীন	২৫	৩৩.৩৩	৬৪	৮৫.৩৩

একাধিক উত্তর সম্ভব উৎস: ফিল্ড ওয়ার্ক

স্থাবর সম্পত্তির ধরণ সম্পর্কিত প্রশ্নে উত্তরদাতার উত্তর বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, ঢাকা শহরের ৮৫.৩৩% ভিক্ষুক ভিটেমাটিহীন এবং বসতবাড়ি ও সামান্য চাষযোগ্য জমি আছে যথাক্রমে ১৭.৩৩% ও ১.৩৩% ভিক্ষুকের। অন্যদিকে গ্রামে ৬৬.৬৭% ভিক্ষুকের বসতবাড়ি ও সামান্য চাষযোগ্য জমি আছে ৪% ভিক্ষুকের এবং ভিটেমাটিহীন ৩৩.৩৩% ভিক্ষুক। কেস স্টাডিতে একজন ভিক্ষুক *বলেন, "আমি আগে জমিতে চাষবাস করতাম, এখন জমি-জায়গা ছেলেমেয়েদের ভাগ করে দিয়েছি, তাদের তো ভবিষ্যৎ আছে, আমরা তো দু'দিন পরে দুনিয়া ছেড়ে চলে যাবো। কিন্তু কষ্ট হলো ছেলেমেয়েরা আমাদের খবর রাখে না, তবুও চাই তাদেরকে আল্লাহ সুখে রাখুক এবং সকল বিপদ থেকে মুক্ত রাখুক"।*

সারণি নং-১০: উত্তরদাতার স্থাবর সম্পত্তির পরিমান সম্পর্কিত তথ্যাবলী

	গ্রাম		শহর	
	বসতবাড়ি		বসতবাড়ি	
পরিমান	গণসংখ্যা	শতকরা (%)	গণসংখ্যা	শতকরা (%)
১-২ শতাংশ	৩২	৪২.৬৭	৪	৫.৩৩
৩-৪ শতাংশ	১২	১৬	৩	৪
৫-৬ শতাংশ	৫	৬.৬৭	৩	৪
৭-৮ শতাংশ	১	১.৩৩	২	২.৬৭
৯-১০ শতাংশ	০০	০০	০০	০০
	চাষযোগ্য জমি		চাষযোগ্য জমি	
১-২ শতাংশ	১	১.৩৩	০০	০০
৩-৪ শতাংশ	০০	০০	১	১.৩৩
৫-৬ শতাংশ	২	২.৬৭	০০	০০

উৎস: ফিল্ড ওয়ার্ক

উত্তরদাতার স্থাবর সম্পত্তির পরিমান সম্পর্কিত তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, গ্রামে ৪২.৬৭% ভিক্ষুকের ১-২ শতাংশ বসতবাড়ির জমি এবং ১৬% ও ৬.৬৭% ভিক্ষুকের যথাক্রমে ৩-৪ শতাংশ ও ৫-৬ শতাংশ বসতবাড়ির জমি আছে এবং মাত্র ৪% ভিক্ষুকের সামান্য চাষযোগ্য জমি আছে যার পরিমান ১-৬ শতাংশের মধ্যে। অন্যদিকে ঢাকা শহরে ৫.৩৩% ভিক্ষুকের ১-২ শতাংশ বসতবাড়ির জমি আছে এবং ৪%, ৪% ও ২.৬৭% ভিক্ষুকের যথাক্রমে ৩-৪ শতাংশ, ৫-৬ শতাংশ ও ৭-৮ শতাংশ বসতবাড়ির জমি আছে। ঢাকা শহরে ০১ জন (১.৩৩%) ভিক্ষুকের মাত্র ৩-৪ শতাংশ চাষযোগ্য জমি আছে। তথ্য সংগ্রহকালে দেখা যায়, ঢাকা শহরে যে সমস্ত ভিক্ষুক তাদের স্থাবর সম্পত্তির পরিমান উল্লেখ করেছেন তা অধিকাংশই গ্রামে। ঢাকা শহরে ০২ জন (২.৬৭%) ভিক্ষুক তাদের ২ শতাংশ করে বসতবাড়ির জমি আছে বলে উল্লেখ করেছে যা পৈত্রিক সূত্রে প্রাপ্ত এবং সেখানে টিনের বাড়ি আছে। তাদের পূর্বপুরুষও ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত ছিল।

পাইকগাছা উপজেলায় কেস স্টাডিতে একজন ভিক্ষুক বলেন, "*আমার পঙ্গুত্বের কারণে সমস্ত সম্পত্তি ও জমানো টাকা শেষ হয়ে যায়। তারপর ছেলের আয় দিয়ে মোটামুটি আমাদের চলে যেত, কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে আমার ছেলের মৃত্যু আমাকে রাস্তার ভিক্ষুক বানায়ে দিছে। আমার এখন ভিক্ষা করা ছাড়া কোন উপায় নেই। আমার এখন কোন টাকা নেই, যেটা দিয়ে একটা দোকান বা অন্য কিছু করবো। টাকার অভাবে আমার নাতিরে ঠিকঠাক বই বা জামা কাপড়ও কিনে দিতে পারিনা*"।

সারণি নং-**১১: উত্তরদাতার সঞ্চয় সম্পর্কিত তথ্যাবলী**

	গ্রাম		শহর	
সঞ্চয়	গণসংখ্যা	শতকরা (%)	গণসংখ্যা	শতকরা (%)
নেই	৭৩	৯৭.৩৩	৬৩	৮৪
১০০০-১০০০০	২	২.৬৭	৩	৪
১০০০১-২০০০০	০০	০০	১	১.৩৩
২০০০১-৩০০০০	০০	০০	১	১.৩৩
৩০০০১-৪০০০০	০০	০০	২	২.৬৭
৪০০০১-৫০০০০			২	২.৬৭
৫০০০১-৬০০০০	০০	০০	১	১.৩৩
৬০০০০ টাকার উর্ধ্বে	০০	০০	২	২.৬৭
মোট	৭৫	১০০	৭৫	১০০

উৎস: ফিল্ড ওয়ার্ক

আপনার কোনো সঞ্চয় আছে কি না এমন প্রশ্নে তাদের পাল্টা প্রশ্ন ছিল সঞ্চয় বা টাকা থাকলে কি আর ভিক্ষা করতাম। সঞ্চয়ের প্রশ্নে ভিক্ষুকেরা বিব্রতবোধ করেছে এবং উত্তর দিতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেনি। তারপরও উত্তরদাতাদের প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, গ্রামে ৯৭.৩৩% ভিক্ষুকের এবং ঢাকা শহরে ৮৪% ভিক্ষুকের কোনো সঞ্চয় নেই। গ্রামে ২.৬৭% ভিক্ষুকের সামান্য সঞ্চয় আছে যা ১০০০-১০০০০ টাকার মধ্যে যেখানে ঢাকা শহরে ১২ জন (১৬%) ভিক্ষুকের সঞ্চয় আছে যা ১০০০ টাকা থেকে ৬০০০০ টাকা এবং এর উর্ধ্বে।

কেস স্টাডিতে ঢাকা শহরে একজন ভিক্ষুক বলেন, "আমি ভিক্ষা করি, আমি কী আর টাকা জমাতে পারি। অতি কষ্টে আমার সংসার চলে।" অন্য একজন ভিক্ষুক নাম-ঠিকানা প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, *"আমার বয়স হয়েছে। এখনো চলতে ফিরতে পারি। এখন আয় করার সময়। অতি বৃদ্ধ হয়ে গেলে আর আয় করতে পারব না। আমরা বুড়া-বুড়ি, আমাদের দেখার মতো কেউ নেই। ভিক্ষাতে ভাল আয় হয়। আমরা মাসে প্রায় ২০০০ টাকা জমাতে পারি। এভাবে জমাতে জমাতে আমাদের প্রায় ২ লক্ষ টাকা হয়েছে। এ টাকা আমরা ব্যাংকে রেখেছি। ব্যাংকে গেলে ভাল জামা-কাপড় পরে যাই।*

সারণি নং-১২: উত্তরদাতার স্কুলগামী সন্তান সংখ্যা সম্পর্কিত তথ্যাবলী

গ্রাম			শহর	
স্কুলগামী সন্তান সংখ্যা	গণসংখ্যা	শতকরা (%)	গণসংখ্যা	শতকরা (%)
১	১৪	১৮.৬৭	৯	১২
২	৪	৫.৩৩	৫	৬.৬৭
৩	০০	০০	১	১.৩৩
স্কুলগামী কোন সন্তান নেই	৫৭	৭৬	৬০	৮০
মোট	৭৫	১০০	৭৫	১০০

উৎস: ফিল্ড ওয়ার্ক

উত্তরদাতার স্কুলগামী সন্তান সংখ্যা সম্পর্কিত তথ্যাবলী বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, গ্রামে ১৮.৬৭% ভিক্ষুক পরিবারে ০১ জন এবং ৫.৩৩% ভিক্ষুকের ০২ জন করে স্কুলগামী সন্তান আছে। অন্যদিকে ঢাকা শহরে যথাক্রমে ১২%, ৬.৬৭% ও ১.৩৩% পরিবারে ০১, ০২ ও ০৩ জন করে স্কুলগামী সন্তান সংখ্যা আছে। উত্তরদাতার সন্তানেরা স্কুলে যায় কিনা এ সম্পর্কিত প্রশ্নের উত্তর বিশ্লেষণে দেখা যায়, গ্রামে ৯টি পরিবারে

(১২%) এবং ঢাকা শহরে ০৫টি পরিবারে (৬.৬৭%) ভিক্ষুকের সন্তানেরা স্কুলে যায়, অবশিষ্ট সন্তানেরা ভিক্ষাবৃত্তির সাথে নিয়োজিত।

সারণি নং-**১৩: উত্তরদাতার রাতযাপন সম্পর্কিত তথ্যাবলী**

গ্রাম			শহর	
রাত যাপনের স্থান	গণসংখ্যা	শতকরা (%)	গণসংখ্যা	শতকরা (%)
নিজ গৃহ	৫০	৬৬.৬৭	৬	৮
ভাড়া বাসা	০০	০০	২২	২৯.৩৩
আশ্রয়ন প্রকল্প/গুচ্ছ গ্রাম	১১	১৪.৬৭	০০	০০
ফুটপাত	০০	০০	১৬	২১.৩৩
বাস স্টেশন	০০	০০	১২	১৬
রেল ষ্টেশন	০০	০০	১৮	২৪
আত্মীয়ের বাসা	৫	৪	১	১.৩৩
মাজার	০০	০০	৭	৯.৩৩
মার্কেট	০০	০০	৫	৬.৬৭
ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান (যেমন- মসজিদ, মন্দির)	১	১.৩৩	৪	৫.৩৩
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (যেমন-স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা)	৪	৫.৩৩	৩	৪
লঞ্চ ঘাট	০০	০০	২	২.৬৭
ফ্লাইওভারের নীচে	০০	০০	২০	২৬.৬৭
পার্ক/উদ্যান	০০	০০	১২	১৬
হাসপাতালের করিডোর	০০	০০	৪	৫.৩৩
অন্যের বাড়ি	৭	৯.৩৩	৫	৬.৬৭
অন্যান্য	৯	১২	৫	৬.৬৭

- একাধিক উত্তর সম্ভব উৎস: ফিল্ড ওয়ার্ক

ভিক্ষুকেরা একাকী বা পরিবার নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় রাত যাপন করে। ভিক্ষুকদের রাত যাপন সংক্রান্ত স্থান বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, গ্রামের ৬৬.৬৭% ভিক্ষুক নিজ গৃহে, ১৪.৬৭% আশ্রয়ন প্রকল্প, ৯.৩৩% অন্যের এবং ১২% ভিক্ষুক অন্যান্য জায়গা যেমন: সরকারি খাস জায়গা ও অন্যের দেয়া জমিতে ঝুপরি বানিয়ে বসবাস করে। তথ্য সংগ্রহকালে দেখা যায়, অন্যের বাড়ি ও আত্মীয় স্বজনের বাসায় যারা বসবাস

করে তারা সাধারণত ঘরের বারান্দায় বসবাস করে যা অনেকটা খোলা প্রকৃতির। অন্যদিকে ঢাকা শহরে ভিক্ষুকেরা বিভিন্ন জায়গাতে রাত যাপন করে তাকে। ঢাকা শহরে মাত্র ৮% ভিক্ষুক নিজ গৃহে বসবাস করে। ২৯.৩৩%, ২৬.৬৭% ও ২১.৩৩% ভিক্ষুক যথাক্রমে ভাড়া বাসা, ফ্লাইওভারের নিচে ও ফুটপাতে বসবাস করে থাকে। তাছাড়া, বাসস্টেশন, রেলস্টেশন,মাজার, মার্কেট, হাসপাতালের করিডোর, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, মার্কেট এবং আত্নীয়ের বাসায় রাত যাপন করে থাকে। কেস স্টাডিতে একজন ভিক্ষুক বলেন, *"ফকিরের নাই ডাকাতের ভয় তাই যেখানে রাত সেখানেই কাত।"*

৪.২) ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত হওয়ার কারন

চিত্র নং- ৯: আপনি কোন বিভাগ থেকে ঢাকাতে এসেছেন (ঢাকা শহরে ভিক্ষুকের জন্যে প্রযোজ্য)

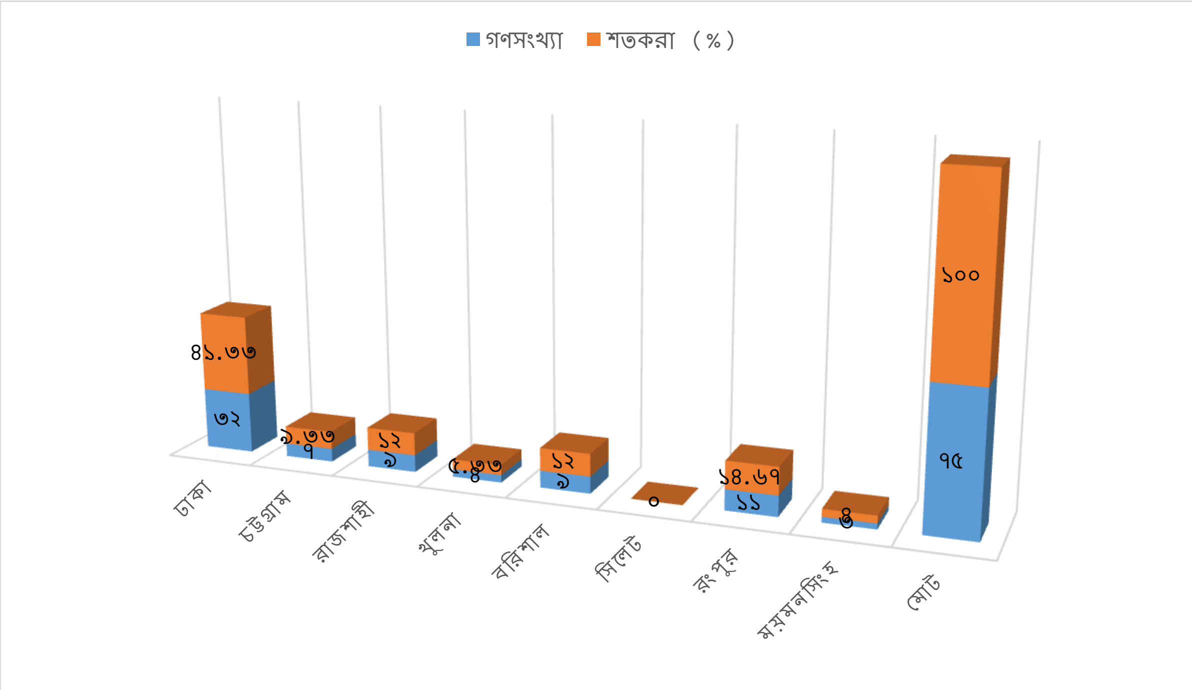

উৎস: ফিল্ড ওয়ার্ক

ঢাকা শহরে বিভিন্ন বিভাগ থেকে ভিক্ষুকেরা ভিক্ষা করতে এসেছে। উত্তরদাতা ভিক্ষুকদের বেশীরভাগ ৪১.৩৩% এসেছে ঢাকা বিভাগের বিভিন্ন জেলা থেকে। ঢাকা বিভাগের পর উত্তরদাতা ভিক্ষুকদের ১৪.৬৭% এসেছে রংপুর বিভাগ থেকে এবং ১২% ভিক্ষুক এসেছে রাজশাহী বিভাগ থেকে। তাছাড়া, ঢাকা শহরে ভিক্ষুকেরা চট্রগ্রাম, খুলনা, বরিশাল এবং ময়মনসিংহ বিভাগ থেকেও এসেছে। উত্তরদাতা ভিক্ষুকদের মধ্যে সিলেট বিভাগের কোনো ভিক্ষুক নেই।

টেবিল নং-১৪: উত্তরদাতার ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত থাকার সময় সম্পর্কিত তথ্যাবলী

গ্রাম			শহর	
সময় (বছর)	গণসংখ্যা	শতকরা (%)	গণসংখ্যা	শতকরা (%)
১ বছর এর নীচে	০০	০০	২	২.৬৭
১-৩ বছর	৫	৬.৬৭	৪	৫.৩৩
৪-৬ বছর	১৮	২৪	১২	১৬
৭-৯ বছর	২৪	৩২	১৫	২০
১০-১২ বছর	৩	৪	১৭	২২.৬৭
১৩-১৫ বছর	৪	৫.৩৩	১২	১৬
১৬-১৮ বছর	১০	১৩.৩৩	২	২.৬৭
১৯-২১ বছর	৬	৮	৭	৯.৩৩
২১ বছরের উর্ধ্বে	৫	৬.৬৭	৪	৫.৩৩
মোট	৭৫	১০০	৭৫	১০০

উৎস: ফিল্ড ওয়ার্ক

তথ্য সংগ্রহকালে দেখা যায়, ভিক্ষাবৃত্তিকে যারা পেশা হিসেবে নিয়েছে তাদের বেশিরভাগই দীর্ঘদিন যাবত ভিক্ষাবৃত্তির সাথে জড়িত। গ্রাম ও ঢাকা শহরের ভিক্ষুকদের তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, গ্রামে ১ বছরের নীচে ভিক্ষা করছে এমন সংখ্যা নেই সেখানে শহরে এই সংখ্যা ২.৬৭% যাদের অধিকাংশই শিশু। ৭-৯ বছর ধরে ভিক্ষা করছে এমন সংখ্যা গ্রামে ৩২% যেখানে ঢাকা শহরে ২০%। ১০-১২ বছর, ১৩-১৫ বছর, ১৬-১৮ বছর, ১৯-২১ বছর এবং ২১ বছরের উর্ধ্বে ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত এমন ভিক্ষুকের সংখ্যা গ্রামে যথাক্রমে ৪%, ৫.৩৩%, ১৩.৩৩%, ৮% ও ৬.৬৭% এবং শহরে যথাক্রমে ২২.৬৭%, ১৬%, ২.৬৭%, ৯.৩৩% এবং ৫.৩৩%। গ্রাম ও ঢাকা শহরের তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, যে সমস্ত ভিক্ষুকরা দীর্ঘ সময় ধরে ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়েজিত তার অন্যতম প্রধান কারনসমূহ হল- প্রাকৃতিক দুর্যোগে সর্বস্বান্ত, শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধী, বৃদ্ধ বয়সের অক্ষমতা ও অবহেলা, পরিবার প্রধানের মৃত্যু, চরম দারিদ্র্য এবং ভিক্ষাবৃত্তিকে ব্যবসা হিসেবে গ্রহণ।

টেবিল নং-১৫: উত্তরদাতার দৈনিক ভিক্ষা করার সময় সম্পর্কিত তথ্যাবলী

গ্রাম			শহর	
সময় (ঘন্টা)	গণসংখ্যা	শতকরা (%)	গণসংখ্যা	শতকরা (%)
১ -৩ ঘন্টা	১	১.৩৩	০০	০০
৩-৫ ঘন্টা	১০	১৩.৩৩	৬	৮
৫-৭ ঘন্টা	৪০	৫৩.৩৩	১৯	২৫.৩৩
৭-৯ ঘন্টা	২১	২৮	৩২	৪২.৬৭
৯-১২ ঘন্টা	৩	৪	১৬	২১.৩৩
১২-১৫ ঘন্টা	০০	০০	২	২.৬৭
মোট	৭৫	১০০	৭৫	১০০

উৎস: ফিল্ড ওয়ার্ক

'ফকিরের পায়ে লক্ষ্মি, বেশী চললে বেশী লাভ'- এ নীতিতে বিশ্বাসী সকল ভিক্ষুক। গ্রামে যেহেতু রাতের বেলা ভিক্ষা করার সুযোগ কম তাই ভিক্ষুকেরা সাধারনত দিনের বেলায় ভিক্ষা করে থাকে। অন্যদিকে ঢাকা শহরে ভিক্ষুকেরা বেশী সময় ভিক্ষা করে থাকে। দিনের শেষে সন্ধ্যায়ও তারা ভিক্ষা করে থাকে। গ্রামে **দৈনিক ভিক্ষা করার গড় সময় প্রায় ০৭ ঘন্টা এবং ঢাকা শহরে এ সময় প্রায় ১০ ঘন্টা।** গ্রামে ৫-৭ ঘন্টা, ৭-৯ ঘন্টা এবং ৯-১২ ঘন্টা ভিক্ষা করে এমন সংখ্যা যথাক্রমে ৫৩.৩৩%, ২৮% ও ৪%, অন্যদিকে শহরে যথাক্রমে ২৫.৩৩%, ৪২.৬৭% ও ২১.৩৩% । ঢাকা শহরে ১২-১৫ ঘন্টা ভিক্ষা করে এমন ভিক্ষুক ২.৬৭% আর গ্রামে এমন ভিক্ষুক নেই। উত্তরদাতারা ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত হওয়ার আগে বিভিন্ন বৃত্তি বা কাজ যেমনঃ বেকার, কৃষিকাজ, দিনমজুর, অন্যোর বাসায় কাজ, গাড়ির হেল্পার, রিক্সাচালক, মুটে/কুলি, কারখানা শ্রমিক, মধু সংগ্রহ, মাছ ধরা ও শুটকি তৈরি, গৃহিণী, মাছ চাষ, জ্বালানী ও গোলপাতা সংগ্রহ ইত্যাদি কাজে নিয়োজিত ছিল।

সারণি নং-**১৬: ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত হওয়ার কারন সম্পর্কিত তথ্যাবলী**

গ্রাম			শহর	
ভিক্ষাবৃত্তির কারন	গণসংখ্যা	শতকরা (%)	গণসংখ্যা	শতকরা (%)
প্রতিবন্ধীতা	৩৭	৪৯.৩৩	৩০	৪০
দারিদ্র্য	৭০	৯৩.৩৩	৬৫	৮৬.৬৭
দীর্ঘমেয়াদী রোগ-ব্যাধি	২৮	৩৭.৩৩	২৮	৩৭.৩৩

পারিবারিক ভাঙ্গন	৮	১০.৬৭	১৭	২২.৬৭
বেকারত্ব	২৫	৩৩.৩৩	৩০	৪০
প্রাকৃতিক দুর্যোগ	১৮	২৪	১৬	২১.৩৩
পরিবার প্রধানের রোগ ও মৃত্যু	২৯	৩৮.৬৭	১৫	২০
পৈত্রিক পেশা	১	১.৩৩	২	২.৬৭
সামাজিক নিরাপত্তার অভাব	১	১.৩৩	৭	৯.৩৩
বিনা পুঁজিতে ও পরিশ্রমে উপার্জন/ শ্রমবিমুখতা	১	১.৩৩	৫	৬.৬৭
সন্তানদের পড়াশোনা	৩	৪	৫	৬.৬৭
মেয়ের বিয়ে	৩	৪	৪	৫.৩৩
পরিবারের কোন সদস্যের কঠিন রোগ	১	১.৩৩	৩	৪
মৌসুমি বেকারত্ব	১	১.৩৩	২	২.৬৭
অভ্যাসগত/ব্যবসা	১	১.৩৩	৩	৪
বার্ধক্যজনিত অক্ষমতা	২৭	৩৬	২২	২৯.৩৩
মাদক/গাঁজা সেবনের উদ্দেশ্যে	০০	০০	১	১.৩৩
অন্যের প্ররোচনা	০০	০০	২	২.৬৭
ভিক্ষাবৃত্তির সিন্ডিকেটে যুক্ত	০০	০০	২	২.৬৭
ভিক্ষাবৃত্তির উদ্দেশ্যে পঙ্গুত্ব করা	০০	০০	১	১.৩৩
ফেরারী আসামি/অভিযুক্ত অপরাধী	০০	০০	১	১.৩৩
দুর্ঘটনা	২	২.৬৭	৬	৮
বাঘের আক্রমনে উপার্জনশীল ব্যক্তির মৃত্য	৪	৫.৩৩	০০	০০
যৌতুকের টাকা পরিশোধ	২	২.৬৭	১	১.৩৩
অন্যান্য	৫	৬.৬৭	২	২.৬৭

- একাধিক উত্তর সম্ভব উৎস: ফিল্ড ওয়ার্ক

ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত হওয়ার আর্থ-সামাজিক, শারিরীক, মানসিক ও সাংস্কৃতিক বহুবিধ কারন রয়েছে। উত্তরদাতাদের উত্তর বিশ্লেষণে দেখা যায়, গ্রাম ও ঢাকা শহরে ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত হওয়ার প্রধান কারনসমূহ হল- দারিদ্র্য, প্রতিবন্ধীতা (যেমনঃ শারীরিক, মানসিক, বুদ্ধিবৃত্তিক, শ্রবণ ও দৃষ্টি প্রতিবন্ধী), দীর্ঘমেয়াদী রোগ-ব্যাধি, বেকারত্ব, প্রাকৃতিক দুর্যোগ (যেমনঃ নদী ভাঙন, বন্যা, জলোচ্ছ্বাস, খরা ও ঘূর্ণিঝড়

ইত্যাদি), বার্ধক্যজনিত অক্ষমতা, পারিবারিক ভাঙন ও পরিবার প্রধানের কঠিন রোগ ও মৃত্যু যা গ্রামে যথাক্রমে ৯৩.৩৩%, ৪৯.৩৩% ৩৭.৩৩%, ৩৩.৩৩৩%, ২৪%, ৩৬%, ১০.৬৭% এবং ৩৮.৬৭% এবং শহরে যথাক্রমে ৮৬.৬৭%, ৪০%, ৩৭.৩৩%, ৪০%, ২১.৩৩%, ২৯.৩৩%, ২২.৬৭% এবং ২০%। তাছাড়া, গ্রামে ও ঢাকা শহরে পৈত্রিক পেশা, বিনা পুঁজিতে ও পরিশ্রমে উপার্জন/শ্রমবিমুখতা, সন্তানদের পড়াশোনা, মেয়ের বিয়ে, দুর্ঘটনা, যৌতুকের টাকা পরিশোধ ইত্যাদি কারনেও ভিক্ষা করে থাকে। গ্রামে গবেষণা এলাকায় উত্তরদাতাদের ৫.৩৩% বাঘের আক্রমনে উপার্জনশীল ব্যক্তির মৃত্যুর কারনে ভিক্ষা করে থাকে। কেননা গবেষণা এলাকায় প্রায় এক-চতুর্থাংশ জনগণ জীবন-জীবিকার জন্যে সুন্দরবনের উপর নির্ভরশীল। অন্যদিকে ঢাকা শহরে অভ্যাসগত/ব্যবসা (৪%), মাদক/গাঁজা সেবনের উদ্দেশ্যে (১.৩৩%), অন্যের প্ররোচনা (২.৬৭%), ভিক্ষাবৃত্তির সিন্ডিকেটে যুক্ত (২.৬৭%), ফেরারী আসামি/অভিযুক্ত অপরাধ (যেমন: জখম, খুন, ধর্ষন থেকে নিজেকে রক্ষা করতে ভিক্ষুকের ছদ্মবরন) (১.৩৩%) ইত্যাদি কারনেও ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত। অন্যান্য (গ্রামে ৫.৬৭% ও ঢাকা শহরে ২.৬৭%) কারনের মধ্যে ভরণ-পোষন না দেয়া/সন্তানের দেখাশুনা না করা, ঋণ পরিশোধ, পারিবারিক দ্বন্দ্ব, পরিবারের সদস্যদের বাধ্য করা, স্বামী মাদকাসক্ত হওয়ায় আয় করে না, একমাত্র ছেলের আয়ে সংসার চলে না, স্বামী লাপাত্তা ইত্যাদি কারনেও কেউ কেউ ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত হয়েছে। তথ্য সংগ্রহকালে ঢাকা শহরে পর্যবেক্ষণে দেখা যায় যে, মাদক/গাঁজা সেবনের উদ্দেশ্যে, অন্যের প্ররোচনায়, ভিক্ষাবৃত্তির সিন্ডিকেটে যুক্ত কিনা, ভিক্ষাবৃত্তির উদ্দেশ্যে পঙ্গুত্ব করা, ফেরারি আসামি/অভিযুক্ত অপরাধ থেকে রক্ষা পেতে ভিক্ষুকের ছদ্মবেশ ধারন করে ভিক্ষাবৃত্তি করে কিনা এমন প্রশ্ন করলে প্রায় সব ভিক্ষুকই প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে এড়িয়ে গিয়েছে। তবে কেউ কেউ তাড়াহুড়া করে বলেন যে, আমরা এমনটার সাথে জড়িত না হলেও তারা অনেককে এসব করতে দেখেছেন এবং অনেকেই এসব করে।

ঢাকা শহরে এফজিডিতে অংশগ্রহণকারি একজন মুদি দোকানদার উল্লেখ করেন, *"প্রতিদিন সকাল বেলা রিকসায় করে একজন প্রতিবন্ধী মানুষকে আমার দোকানের পাশে মোড়ে নামিয়ে দিয়ে যায়। বিভিন্ন দিনে বিভিন্ন প্রতিবন্ধীকে দেখি। আবার প্রতিদিন রাত ৯/১০ টার দিকে নিয়ে যায়। টহল পুলিশ এসব জানে। কিন্তু দেখেও না দেখার ভান করে। আমার মনে হয় এরা ভিক্ষাবৃত্তির সিন্ডিকেট এবং ভাগ-বাটোয়ারা খায়।"*

ছকিনা খাতুন (ছদ্মনাম) ভিক্ষাবৃত্তিতে আসার কারণ সম্পর্কে *বলেন, "করোনায় স্বামীর মৃত্যুর পর আমার উপর আকাশ ভেঙে পড়ে। গ্রামে জীবিকার কোন উপায় না দেখে আমি আমার ছেলে ও মেয়েকে নিয়ে ঢাকতে চলে আসি এবং ভিক্ষা করা আরম্ভ করি। আমার যে আয় হয় তা দিয়ে আমার সংসার কোন রকমে চলে। আমার প্রতিদিন নগদ টাকার প্রয়োজন।* আমার দৈনিক আয় প্রায় ৭০০ টাকা। *বড় মেয়ের বিয়ের বয়স হয়েছে। কিন্তু যৌতুক ছাড়া তো মেয়ের বিয়ে হবে না। ছেলেরা এখন অনেক টাকা যৌতুক চায় যার কারনে আমি এখন আগের চেয়ে বেশি সময় ভিক্ষা করি। এখন ১১/১২ ঘণ্টা ভিক্ষা করি। অনেক মেয়েরা দিনের বেলা হিজাব/বোরখা পরে ভিক্ষাবৃত্তি করে, আবার রাতের বেলায় বিভিন্ন পার্ক বা উদ্যানে পতিতাবৃত্তি করে বা*

পতিতাবৃত্তিতে সহায়তা করে। এই কাজের সাথে শুধু তুলনামূলক কম বয়সী মেয়ে না, মধ্যবয়স্ক মহিলারাও এ কাজের সাথে জড়িত যা শহরের পরিবেশকে নষ্ট করছে। অনেকে আবার ভিক্ষাবৃত্তির ছদ্মবেশে বোরকার মধ্যে মদ, গাঁজা, ইয়াবা নিয়ে নিয়ে গন্তব্যে পৌঁছে দেয়।”

ঢাকা শহরে কেস স্টাডিতে একজন বলেন, *“দু'ছেলে সব সম্পত্তি লিখে নেয়ার পর যখন আমাদের দুজনকে বাড়ি থেকে বের করে দেয় তখন আমরা স্বামী-স্ত্রী দুজন ঢাকাতে চলে আসি এবং কামরাঙ্গিরচর এলাকায় বাসা ভাড়া নিয়ে থাকতে শুরু করি। রিক্সা চালিয়ে যা রোজগার হত তা দিয়ে দুজন ভালভাবে চলতে পারতাম। কিন্তু আকস্মিক এক দুর্ঘটনা আমার সব সর্বনাশ করে দিয়েছে, আমাকে ভিক্ষুকে পরিনত করেছে।” কেস স্টাডিতে একজন বলেন, “স্বামী মারা যাওয়ার পর আমার ছেলেমেয়েরা আমার থেকে অনেক দুরে চলে যায়। আত্মীয় স্বজনরাও আর কোন খোঁজ খবর নেয় না। এখন এই ভিক্ষা আমার একমাত্র দু'মুঠো খাওয়ার সম্বল।”*

পাইকগাছা উপজেলায় এফজিডিতে অংশগ্রহণকারী একজন সংবাদকর্মী বলেন, *“এ এলাকায় ইচ্ছাকৃতভাবে/ব্যবসায়িকভাবে কেউ কেউ ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত হয়েছে কারন এখানে কোন ঝুঁকি নেই এবং কোনো মূলধন বিনিয়োগ করতে হয় না।”* এফজিডিতে অংশগ্রহণকারী স্থানীয় একজন জনপ্রতিনিধি বলেন, *“পাইকগাছা উপজেলার অধিকাংশ মানুষ দারিদ্র্য সীমার নিচে বাস করে। সামাজিক অবক্ষয়ের কারণে অনেক সন্তান বৃদ্ধ বয়সে পিতা-মাতাদের প্রতি অবহেলা করে এবং তাদেরকে বোঝা মনে করে। এ কারনে অনেকে বাধ্য হয়ে ভিক্ষাকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করেছে।”* এফজিডি আলোচনায় অংশ নেওয়া ইমাম সাহেব বলেন, *“অনেক মানুষ লোভের বশবর্তী হয়ে ভিক্ষা করে। ভিক্ষুকদের সাথে কথা বল্লে তারা বলে আমরা যে টাকা বা চাল পাই একদিন কাজ করে সে পরিমাণ আয় করা সম্ভব না।”*

সারণি নং-১৭: **ভিক্ষা করার স্থান সম্পর্কিত তথ্যাবলী**

	গ্রাম		শহর	
স্থান	গণসংখ্যা	শতকরা (%)	গণসংখ্যা	শতকরা (%)
ধর্মীয় স্থান (মসজিদ, মন্দির)	৪	৫.৩৩	৪৪	৫৮.৬৭
ফুটপাত			৫২	৬৯.৩৩
ট্রাফিক সিগন্যাল	০০	০০	৩২	৪২.৬৭
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	০০	০০	৭	৯.৩৩
যানবাহন	২	২.৬৭	২২	২৯.৩৩
হাসপাতাল প্রাঙ্গন	৩	৪	২৩	৩০.৬৭

বাসায় বাসায়	৬৭	৮৯.৩৩	২	২.৬৭
দোকানে দোকানে	৪	৫.৩৩	৯	১২
পার্ক ও উদ্যান	০০	০০	৫০	৬৬.৬৭
আদালত প্রাঙ্গণ	০০	০০	২৫	৩৩.৩৩
বাস স্টেশন	৩	৪	২৩	৩০.৬৭
রেলস্টেশন	০০	০	১৫	২০
লঞ্চ ঘাট/নৌকা ঘাট	০০	০০	১৩	১৭.৩৩
বাজার/হাট-বাজার	২৫	৩৩.৩৩	৭	৯.৩৩
খেলার মাঠ	০০	০০	৬	৮
মাজার প্রাঙ্গন	০০	০০	১৬	২১.৩৩
শহীদ মিনার এলাকা	০০	০০	১৫	২০
বিশেষ ধর্মীয় দিন	৬০	৮০	৬৫	৮৬.৬৭
অন্যান্য	০০	০০	১	১.৩৩

- একাধিক উত্তর সম্ভব   উৎস: ফিল্ড ওয়ার্ক

ভিক্ষুকদের ভিক্ষা করার নির্দিষ্ট কোনো স্থান নেই। ভিক্ষুকরা সারাদিন বিভিন্ন জায়গাতে ঘুরে ঘুরে ভিক্ষা করে থাকে তবে ঢাকা শহরে তারা নির্দিষ্ট কিছু জায়গাতে বেশী সময় ভিক্ষা করে থাকে। আর গ্রামে ভিক্ষুকেরা বেশীরভাগ সময় বাড়িতে (৮৯.৩৩%) ও হাট-বাজারে (৩৩.৩৩%) ঘুরে ভিক্ষা করে থাকে। ঢাকা শহরের ভিক্ষুকরা সাধারণত ধর্মীয় স্থান (মসজিদ, মন্দির), কবর স্থান (৫৮.৬৭%), ফুটপাত (৬৯.৩৩%), ট্রাফিক সিগন্যাল (৪২.৬৭%), যানবাহন (২৯.৩৩%), হাসপাতাল প্রাঙন (৩০.৬৭%), পার্ক ও উদ্যান (৬৬.৬৭%), বাস স্টেশন (৩০.৬৭%), রেল স্টেশন (২০%), লঞ্চ ঘাট/নৌকা ঘাট (১৭.৩৩%), মাজার প্রাঙ্গন (২১.৩৩%), শহীদ মিনার এলাকা (২০%) ইত্যাদি স্থানে বিভিন্ন সময়ে ভিক্ষা করে থাকে। উত্তরদাতাদের গ্রাম (৮০%) ও শহরে (৮৬.৬৭%) প্রায় সবাই বিশেষ কোন ধর্মীয় (যেমন- শব-ই-বরাত, শব-ই-মেরাজ, ইদ, রমজান মাস ইত্যাদি) বিশেষ দিনে ভিক্ষা করে থাকে এবং তারা এ দিনগুলোর জন্যে অপেক্ষা করে থাকে।

পাইকগাছা উপজেলায় কেস স্টাডিতে একজন ভিক্ষুক বলেন, *"সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠে আমি হাঁটতে হাঁটতে যে কোনো এক বাজারের দিকে যাই, আর এইভাবে দুপুর বা বিকাল পর্যন্ত ভিক্ষা করি। সারাদিনে প্রায় ২০০/৩০০ টাকা হয়। শারীরিক অক্ষমতার কারণে সব দিন বার হতে পারি না। ভিক্ষার টাকা দিয়ে আমি সাধারণত কিছু চাল, ডাল আর মাসে ২/১ দিন একটু মাছ কিনি। আর কিছু টাকা দিয়ে একটু ঔষধ কিনি। পুষ্টিকর খাবার বলতে শুধু শাক-সবজির*

কথা জানি।" কেস স্টাডিতে অন্য একজন ভিক্ষুক বলেন,"যখন আমি সুস্থ ছিলাম, কাজ করতাম। তখন সমাজের মানুষ আমাকে নাম ধরে ডাকতো। আশে পাশের মানুষের বাসায় গেলে কথা বলতো। কিন্তু এখন আর কেউ কোন কথা বলে না। কারোর বাড়িতে গেলে বলে যে ফকির আসছে, ওরে কিছু দিয়া বিদায় কর।"

৪.৩) গ্রাম ও শহর জীবনে ভিক্ষাবৃত্তির প্রভাব

চিত্র নং-১০: ভিক্ষাবৃত্তি কী একটি সামাজিক সমস্যা?

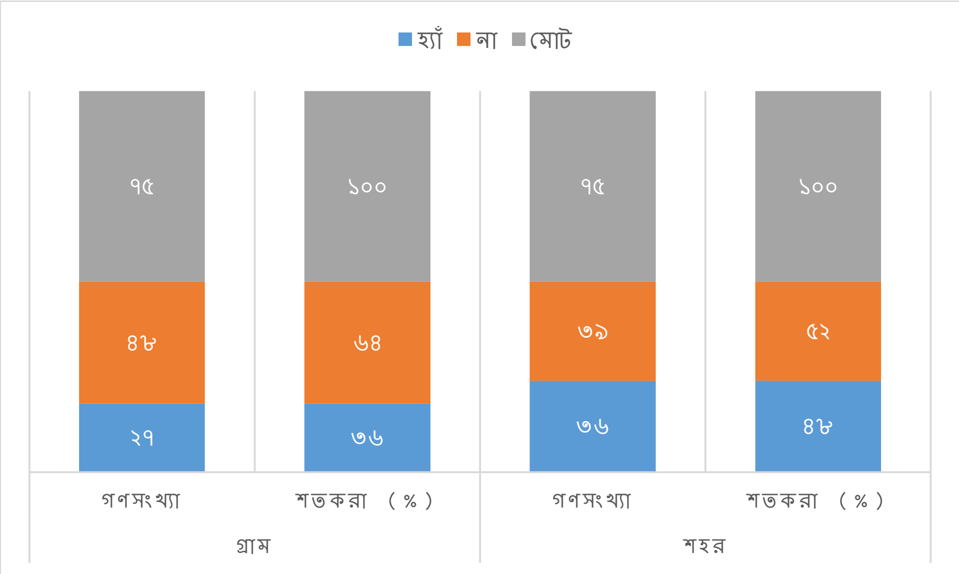

উৎস: ফিল্ড ওয়ার্ক

ভিক্ষাবৃত্তি কী একটি সামাজিক সমস্যা-এমন প্রশ্নের উত্তরে গ্রামে ও ঢাকা শহরে যথাক্রমে ৬৪% ও ৫২% উত্তরদাতা ভিক্ষাবৃত্তিকে সামাজিক সমস্যা মনে করে না এবং ৩৬% ও ৪৮% উত্তরদাতা এটিকে সামাজিক সমস্যা মনে করে। মূলত সামাজিক সমস্যা সম্পর্কে পরিষ্কার কোন ধারনা না থাকায় উত্তরদাতা ভিক্ষুকদের কেউ কেউ ভিক্ষাবৃত্তিকে সামাজিক সমস্যা মনে করেনি।

সারণি নং-১৮: গ্রাম ও শহর জীবনে ভিক্ষাবৃত্তির প্রভাব সম্পর্কিত তথ্যাবলী

		পর্যায়						
	ভিক্ষাবৃত্তির প্রভাবের নির্দেশক	সম্পূর্ণ একমত	একমত	কিছুটা একমত	সিদ্ধান্তহীন	কিছুটা দ্বিমত	দ্বিমত	সম্পূর্ণ দ্বিমত
		গ্রাম, শহর	গ্রাম, শহর	গ্রাম,শহর	গ্রাম, শহর	গ্রাম, শহর	গ্রাম, শহর	গ্রাম, শহর
		গণসংখ্যা (%)	গণসংখ্যা (%)	গণসংখ্যা (%)	গণসংখ্যা (%)	গণসংখ্যা (%)	গণসংখ্যা (%)	গণসংখ্যা (%)
১	ভিক্ষুকেরা সম্পূর্ণ অপরের উপর নির্ভরশীল।	৬০ (৮০) ১০ (১৩.৩৩)	১৪ (১৮.৬৭) ৪৩ (৫৭.৩৩)	১ (১.৩৩) ১৮ (২৪)	০০ ১ (১.৩৩)	০০ ১ (১.৩৩)	০০ ১ (১.৩৩)	০০ ১ (১.৩৩)
২	ভিক্ষাবৃত্তি অর্থনৈতিক বৈষম্যরই পরিচায়ক।	৩৭ (৪৯.৩৩) ১২ (১৬)	২৭ (৩৬) ৩৯ (৫২)	৯ (১২) ১২ (১৬)	২ (২.৬৭) ১১ (১৪.৬৭)	০০ ১ (১.৩৩)	০০ ০০	০০ ০০
৩	নিজের অসহায়ত্ব নগ্নভাবে উপস্থাপন করে।	৩৪ (৪৫.৩৩) ৮ (১০.৬৭)	৬ (৮) ২৫ (৩৩.৩৩)	১৮ (২৪) ২২(২৯.৩৩)	৬ (৮) ১২ (১৬)	১০ (১৩.৩৩) ৩ (৪)	১ (১.৩৩) ৪ (৫.৩৩)	০০ ১ (১.৩৩)
৪	নিশ্চিত আয় শ্রমবিমুখ হতে উৎসাহিত করে।	৪ (৫.৩৩) ৫ (৬.৬৭)	৯ (১২) ২০(২৬.৬৭)	২১ (২৮), ১৪ (১৮.৬৭)	২০(২৬.৬৭) ২৩ (৩০.৬৭)	১৬ (২১.৩৩) ৩ (৪)	৪ (৫.৩৩) ৭ (৯.৩৩)	১ (১.৩৩) ৩ (৪)
৫	কর্মস্পৃহা ক্রমশ হ্রাস পায়।	১৩(১৭.৩৩) ৫ (৬.৬৭)	৮ (১০.৬৬) ২৩ (৩০.৬৭)	৭ (৯.৩৩) ১৯ (২৫.৩৩)	২৬ (৩৪.৬৭) ১১ (১৪.৬৭)	১৫ (২০) ৯ (১২)	৫ (৬.৬৭) ৮ (১০.৬৭)	১ (১.৩৩) ০০
৬	মানুষের স্বাভাবিক চলাচল ও কাজকর্ম ব্যাহত করে।	৫ (৬.৬৭), ৩ (৪)	৮ (১০.৬৭), ১১(১৪.৬৬)	১২ (১৬) ১০(১৩.৩৩)	৭(৯.৩৩) ১৯ (২৫.৩৩)	১৮ (২৪) ১৩ (১৭.৩৩)	১৬ (২১.৩৩) ১৬ (২১.৩৩)	৯ (১২) ৩ (৪)
৭	কখনও কখনও নাছোড়বান্দার ন্যায় আচরণ করে, যা দারুণভাবে বিরক্তির উদ্রেক করে।	২০ (২৬.৬৭), ২ (২.৬৬)	৩ (৪), ১২ (১৬)	৫ (৬.৬৭), ১৪ (১৮.৬৭)	৬ (৮), ১২ (১৬)	২০ (২৬.৬৭) ৯ (১২)	১৩ (১৭.৩৩), ২৩ (৩০.৬৭)	৮ (১০.৬৭) ৩ (৪)
৮	অসামাজিক কার্যকলাপ যেমন- যৌনচার, পতিতাবৃত্তি ইত্যাদিতে লিপ্ত হয়।	২ (২.৬৭), ৩ (৪)	১ (১.৩৩), ৭ (৯.৩৩)	৩ (৪), ১২ (১৬)	৫ (৬.৬৭), ১৫ (২০)	৯ (১২), ১০ (১৩.৩৩)	১১(১৪.৬৭), ২৩(৩০.৬৭)	৪৪(৫৮.৬৭) ৫ (৬.৬৭)
৯	গাঁজা, মাদকসেবন প্রভৃতি কাজে অংশগ্রহণ দেখা	১ (১.৩৩), ১০ (১৩.৩৩)	২ (২.৬৭) ১০ (১৩.৩৩)	২ (২.৬৭) ৮ (১০.৬৭)	৫ (৬.৬৭), ১৯ (২৫.৩৩)	১৩(১৭.৩৩), ৯ (১২)	১৪ (১৮.৬৭), ১০ (১৩.৩৩)	৩৮ (৫০.৬৭),

	যায়।							৯ (১২)
১০	অপরাধ প্রবনতা যেমন- চুরি, ডাকাতি, ছিনতাইসহ বিভিন্ন অপরাধ প্রবন কাজ করে ও বৃদ্ধিতে সহায়তা করে।	১ (১.৩৩) ২ (২.৬৭)	২ (২.৬৭) ১৪ (১৮.৬৭)	২ (২.৬৭), ১৫ (২০)	৫ (৬.৬৭), ১০ (১৩.৩৩)	২০ (২০.৬৭) ১০(১৩.৩৩)	২০ (২৬.৬৭), ২২(২৯.৩৩)	২৫(৩৩.৩৩) , ২(২.৬৭)
১১	অপরাধীরা আইনের হাত থেকে বাঁচার জন্য ভিক্ষুকদের ছদ্মবেশ গ্রহণ করে।	১(১.৩৩), ২(২.৬৭)	২ (২.৬৭), ২ (২.৬৭)	২ (২.৬৭), ৪ (৫.৩৩)	২২(২৯.৩৩), ২৯ (৩৮.৬৭)	৯ (১২), ১(১.৩৩)	৬ (৮), ১৮ (২৪)	৩৩ (৪৪), ১৯ (২৫.৩৩)
১২	ভিক্ষাবৃত্তি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন করে।	২ (২.৬৭), ৫ (৬.৬৭)	৬ (৮), ১৫ (২০)	১৫ (২০), ৮ (১০.৬৭)	৩২(৪২.৬৭), ৩৩ (৪৪)	১২ (১৬), ৩ (৪)	৪ (৫.৩৩), ৯ (১২)	৪ (৫.৩৩), ২ (২.৬৭)
১৩	অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ বসবাসের ফলে বিভিন্ন রোগব্যাধিতে আক্রান্ত হয়	২৩(৩০.৬৭), ১৯(২৫.৩৩)	১১(১৪.৬৭), ৩৬ (৪৮)	২৩(৩০.৬৭), ১৪(১৮.৬৭)	৬ (৮), ২ (২.৬৭)	৮(১০.৬৭), ২ (২.৬৭)	৩ (৪), ২ (২.৬৭)	১ (১.৩৩), ০০
১৪	মানুষের দ্বারে দ্বারে পৌঁছে রোগের সংক্রামণ ঘটায়	৫ (৬.৬৭), ৪ (৫.৩৩)	৫ (৬.৬৭), ১৬(২১.৩৩)	৮ (১০.৬৭), ২১ (২৮)	১৪(১৮.৬৭), ১২ (১৬)	২১ (২৮), ৯ (১২)	১০(১৩.৩৩), ১২ (১৬)	১২ (১৬), ১ (১.৩৩)
১৫	ধর্মীয় অনুভূতির অপব্যবহার করে	৩ (৪), ২ (২.৬৭)	১ (১.৩৩), ১৯(২৫.৩৩)	৬ (৮), ৮ (১০.৬৭)	৪ (৫.৩৩), ১৮ (২৪)	১০(১৩.৩৩), ৯ (১২)	২০(২৬.৬৭), ১৩(১৭.৩৩)	৩১(৪১.৩৩), ৬ (৮)
১৬	গ্রাম ও শহরের সৌন্দর্য নষ্ট করে	৪ (৫.৩৩), ৫(৬.৬৭)	৬ (৮), ১৩(১৭.৩৩)	১২ (১৬), ১১ (১৪.৬৭)	৮ (১০.৬৬), ১৬ (২১.৩৩)	১৪(১৮.৬৭), ৪ (৫.৩৩)	১১(১৪.৬৭), ২৩(৩০.৬৬)	২০(২৬.৬৭) ৩ (৪)

উৎস: ফিল্ড ওয়ার্ক

আলোচ্য গবেষণায় গ্রাম ও শহর জীবনে ভিক্ষাবৃত্তির প্রভাব দেখতে উত্তরদাতাদের ভিক্ষাবৃত্তির প্রভাবের নির্দেশক বিবেচনায় নিয়ে লিকার্ট স্কেল ব্যবহার করা হয়েছে। লিকার্ট স্কেল অনুযায়ী প্রত্যেকটি নির্দেশক ভেদে ইতিবাচক - নেতিবাচক স্কেল যেমন: সম্পূর্ণ একমত, একমত, কিছুটা একমত, সিদ্ধান্তহীন, কিছুটা দ্বিমত, দ্বিমত এবং সম্পূর্ণ দ্বিমত দেখানো হয়েছে। উত্তরদাতাদের প্রশ্ন করা হয়েছিল - ভিক্ষুকেরা সম্পূর্ণ অপরের উপর নির্ভরশীল - এর উত্তরে গ্রামীণ ভিক্ষুকরা সবাই(১০০%) একে সমর্থন করেছেন। গ্রামীণ ভিক্ষুকদের পাশাপাশি শহুরে ভিক্ষুকরাও প্রায় সবাই (৯৪.৬৭%) সমর্থন করেছেন। মাত্র ৫.৩৩% শহুরে ভিক্ষুক এটিকে সমর্থন করেননি। ভিক্ষাবৃত্তি অর্থনৈতিক বৈষম্যেরই পরিচায়ক- এই প্রশ্নের উত্তরে গ্রামীণ ভিক্ষুকদের অল্প কয়েকজন

বাদে প্রায় সবাই (৯৭.৩৩%) এটিকে সমর্থন করেন এবং বাকি ২.৬৭% সিদ্ধান্তহীনতার কথা বলেন। অন্যদিকে একই প্রশ্নের উত্তরে শহুরে ভিক্ষুকদের মধ্যে ৮৪ শতাংশ ভিক্ষাবৃত্তিকে অর্থনৈতিক বৈষম্য হিসেবে উল্লেখ করেন এবং ১৪.৬৬% শতাংশ তাদের সিদ্ধান্তহীনতার কথা বলেন। ভিক্ষাবৃত্তি নিজের অসহায়ত্ব নগ্নভাবে উপস্থাপন করে- উত্তরদাতাদের কাছে এ প্রশ্ন করা হলে গ্রাম অঞ্চলে উত্তরদাতা ভিক্ষুকদের ৭৭.৩৩% এটিকে সমর্থন করলেও ১৪.৬৬% ভিক্ষুক এটিকে সমর্থন করতে পারেনি এবং বাকি ৮% সিদ্ধান্তহীনতার কথা বলেন বিপরীতভাবে একই প্রশ্নের উত্তরে শহুরে উত্তরদাতা ভিক্ষুকদের ৭৩.৩৩ শতাংশ ভিক্ষাবৃত্তি নিজের অসহায়ত্ব নগ্নভাবে উপস্থাপন করে বলে মন্তব্য করেন, ১৬% ভিক্ষুক সিদ্ধান্তহীনতার কথা জানালেও ১০.৬৭% ভিক্ষুক এটি মানতে নারাজ ছিল।

নিশ্চিত আয় শ্রমবিমুখ হতে উৎসাহিত করে- এমন প্রশ্ন করা হলে ৪৫.৩৩ শতাংশ গ্রামীণ উত্তরদাতা ভিক্ষুক একে সমর্থন করলেও ২৮% ভিক্ষুক অসমর্থন করেন এবং ২৬% সিদ্ধান্তহীন ছিলেন। অন্যদিকে শহুরে ভিক্ষুকরা একই প্রশ্নের উত্তরে অর্ধেকেরও বেশি (৫২%) নিশ্চিত আয় শ্রমবিমুখ হতে উৎসাহিত করে বলে উল্লেখ করেন, ৩০.৬৭% সিদ্ধান্তহীনতার কথা জানান এবং অল্প সংখ্যক (১৭.৩৩%) এটিকে সমর্থন করেননি। কর্মস্পৃহা ক্রমশ হ্রাস পায়- এমন প্রশ্নের উত্তরে ৩৭.৩৩% গ্রাম অঞ্চলের উত্তরদাতা ভিক্ষুকরা এটি সমর্থন করেন, ২৮% উত্তরদাতা সমর্থন করেননি পাশাপাশি ৩৪.৬৭ % গ্রামীণ ভিক্ষুক সিদ্ধান্তহীনতার কথা জানান। পক্ষান্তরে একই প্রশ্নের উত্তরে শহুরে উত্তরদাতা ভিক্ষুকদের অল্প কয়েকজন (২২.৬৭%) বাদে অধিকাংশ (৬৪.৬৬%) এটিকে সমর্থন করেছেন। মানুষের স্বাভাবিক চলাচল ও কাজকর্ম ব্যাহত করে- এ প্রশ্নের উত্তরে গ্রামীণ উত্তরদাতা ভিক্ষুকদের অর্ধেকের বেশি (৫৭.৩৩%) ভিক্ষুক মনে করেন ভিক্ষাবৃত্তি মানুষের স্বাভাবিক চলাচল ও কাজকর্ম ব্যাহত করছে না এবং ৩৩.৩৩% এটিকে সমর্থন করেন। অন্যদিকে শহুরে উত্তরদাতা ভিক্ষুকদের একই প্রশ্নের উত্তরে ৩২% সমর্থন করলেও ৪২.৬৭% অসমর্থন করার পাশাপাশি বড় একটা অংশ (২৫.৩৩%) সিদ্ধান্তহীন ছিল। কখনও কখনও নাছোড়বান্দার ন্যায় আচরণ করে, যা দারুণভাবে বিরক্তির উদ্রেক করে- এমন প্রশ্ন করা হলে গ্রাম অঞ্চলের উত্তরদাতা ভিক্ষুকদের অর্ধেকেরও বেশি (৫৪.৬৬%) এটিকে সমর্থন না করলেও ৩৭.৩৩ শতাংশ সমর্থন করেন। একই প্রশ্নের উত্তরে শহুরে ভিক্ষুকদের ৪৬.৬৭% সমর্থন করেন, ১৬% সিদ্ধান্তহীনতার কথা জানালেও ৩৭.৩৩% সমর্থন করেন।

ভিক্ষুকরা অসামাজিক কার্যকলাপ যেমন- যৌনাচার, পতিতাবৃত্তি ইত্যাদিতে লিপ্ত হয়- এই জিজ্ঞাসায় গ্রামীণ উত্তরদাতা ভিক্ষুকদের প্রায় সবাই (৮৫.৩৩%) এটির সাথে একমত নয় বলে জানান। অর্থাৎ বেশিরভাগ উত্তরদাতা অসামাজিক কার্যকলাপে লিপ্ত না হওয়ার কথা বলেছেন। অন্যদিকে শহুরে ভিক্ষুকদেরও অর্ধেকের বেশি (৫০.৬৬%) এটি সমর্থন করতে না পারলেও ২৯.৩৩ শতাংশ সমর্থন করেন পাশাপাশি ২০% সিদ্ধান্তহীনতার কথা বলেন। ভিক্ষুকদের গাঁজা, মাদকসেবন প্রভৃতি কাজে অংশগ্রহণ দেখা যায়- এ প্রশ্ন করা হলে গ্রাম অঞ্চলের ভিক্ষুকদের প্রায়ই সবাই (৮৬.৬৭%) এটিকে কঠোরভাবে অসমর্থন করেন এবং শহুরে

উত্তরদাতা ভিক্ষুকদের (৩০.৬৭%) শতাংশ মনে করেন গাঁজা, মাদকসেবন প্রভৃতি কাজে অংশগ্রহণ দেখা যায় এবং ৩৭.৩৩% এটিকে সমর্থন করতে পারেন নি এবং সিদ্ধান্তহীন ছিল ২৫.৩৩%। ভিক্ষুকরা অপরাধ প্রবনতা যেমন: চুরি, ডাকাতি ছিনতাইসহ বিভিন্ন অপরাধ প্রবন কাজ করে ও বৃদ্ধিতে সহায়তা করে- এ প্রশ্নের উত্তরে গ্রামীণ ভিক্ষুকদের (৮৬.৬৭%) এটিকে কঠোরভাবে অসমর্থন জানিয়েছেনব এবং শহুরে উত্তরদাতা ভিক্ষুকদের ৪১.৩৩% সমর্থন করলেও ৪৫.৩৩% সমর্থন করতে পারেন নি। অপরাধীরা আইনের হাত থেকে বাঁচার জন্য ভিক্ষুকদের ছদ্মবেশ গ্রহণ করে- এ জিজ্ঞাসায় গ্রামীণ ভিক্ষুকদের অধিকাংশ (৬৪%) একমত নয় বলে জানান। অন্যদিকে শহুরে ভিক্ষুকদের ক্ষেত্রে একই জিজ্ঞাসায় দেখা যায় ১০.৬৭% উত্তরদাতা এটিকে সমর্থন করলেও ৩৮.৬৭% শতাংশ এ ব্যাপারে তাদের সিদ্ধান্তহীনতার কথা জানান এবং ৫০.৬৭% তাদের সমর্থন নেই বলে জানান।

আবুল কালাম (ছদ্ম নাম), বয়স আনুমানিক ১৬ বছর। সঠিক নাম ও বসবাসের স্থান বলা নিষেধ। সে রমনা থানা এলাকায় বসবাস করে। নদী ভাঙনের শিকার হয়ে ৫/৬ বছর বয়সে বাবা-মায়ের সাথে ঢাকাতে চলে এসেছে। ঢাকাতে চলে আসার দু'বছর পর বাবা তার মাকে ছেড়ে অন্যত্র বিয়ে করে চলে যায়। ফুটপথে তাদের বসবাস। আবুল কালাম উল্লেখ করেন, *“বাবা অন্যত্র চলে যাওয়ার পর আমি মায়ের সাথে ফুটপথ, রাস্তা, মাজার, ট্রাফিক সিগন্যালসহ বিভিন্ন জায়গায় ভিক্ষা করি। মাঝে-মধ্যে আমি কাগজ ও ভাঙ্গারি কুড়িয়ে দোকানে বিক্রি করি। কাগজ ও ভাঙ্গারি বিক্রি করতে গিয়ে আমি মাদকে আসক্ত হয়ে পড়ি। ভাঙ্গারি দোকানে কাগজ ও ভাঙ্গারি বিক্রি করতে গেলে দোকানের মালিক সব টাকা পরিশোধ না করে অর্ধেক টাকা পরিশোধ করে আর অর্ধেক টাকা বাকী রেখে বলে আবার নিয়ে এসো তারপর সব টাকা দিয়ে দেব। আবার কাগজ ও ভাঙ্গারি বিক্রি করতে নিয়ে গেলে আবারো সব টাকা পরিশোধ না করে আবার বলে এবার নিয়ে এসো তারপর সব পরিশোধ করব। এভাবে আবার কাগজ ও ভাঙ্গারি বিক্রি করতে নিয়ে গেলে দোকানদার ধীরে ধীরে আমার হাতে সিগারেট ও গাঁজা ধরিয়ে দিল এবং আমি ধীরে ধীরে মাদকে আসক্ত হয়ে পড়ি। আমাদের মাদকে আসক্ত করতে পারলে দোকানীর লাভ। দোকানী যে মাদক দেয় তার দাম কাগজ ও ভাঙ্গারির চেয়ে অনেক কম। আমি এখন কাগজ ও ভাঙ্গারি টাকার বিনিময়ে মাদক নিয়ে আসি। আমার মতো অনেককে আমি ভাঙ্গারি দোকানে দেখি যারা আমার মতো মাদকাসক্ত। ঢাকা শহরে আমার মতো শিশুদের মাদকাসক্ত হয়ে পড়ার পেছনে ভাঙারি দোকানদার দায়ী।”*

ভিক্ষাবৃত্তির আড়ালে আবুল কালাম অনেক অপরাধ কাজের সাথে যুক্ত। আবুল কালাম বলেন, *”এখন আমি পুরো মাদকে আসক্ত। মাদকের নেশা মাঝে-মধ্যে আমাকে পাগল করে তোলে। টাকা না থাকলে আমি মাঝে-মধ্যে চুরি ও ছিনতাই করি। রিকশার পেছনে উঠে মানুষের পকেট থেকে মোবাইল ও টাকা কৌশলে ছিনিয়ে নেই। এ কাজে একবার ধরা খেয়ে আমি অনেক মার খেয়েছি। মা আমাকে অনেকবার নিষেধ করেছে এ সমস্ত কাজকর্ম ছাড়তে কিন্তু নেশার টানে আমি এ সমস্ত কাজকর্ম ছাড়তে পারছি না। আমার জীবনের কোন দাম*

নেই। যে ক'দিন বাঁচি আমাকে ভিক্ষা করে, কাগজ ও ভাঙ্গারি কুড়িয়ে বাঁচতে হবে। এ জীবন আর ভাল লাগে না।"

ভিক্ষাবৃত্তি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন করে- এ প্রশ্নের উত্তরে গ্রাম ও শহর অঞ্চলে উত্তরদাতা ভিক্ষুকদের যথাক্রমে ৪২.৬৭% ও ৪৪% এ ব্যাপারে সিদ্ধান্তহীনতার কথা জানান। অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে বসবাসের ফলে বিভিন্ন রোগ-ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়- এ প্রশ্ন করা হলে গ্রাম ও শহরের উত্তরদাতা ভিক্ষুকদের প্রায় সবাই কোন না কোনভাবে এতে একমত পোষন করেন। গ্রামের ৭৬% ও শহরের ৯২ % এতে সমর্থন দিয়েছেন। ভিক্ষুকরা মানুষের দ্বারে দ্বারে পৌঁছে রোগের সংক্রমণ ঘটায়- এ প্রশ্নের উত্তরে গ্রামের অধিকাংশ (৫৭.৩৩%) এতে সমর্থন দেয় নি এবং ১৮.৬৭% শতাংশ এ সম্পর্কে তাদের সিদ্ধান্তহীনতার কথা বলেন। অন্যদিকে শহরের উত্তরদাতা অধিকাংশ (৫৪.৬৭%) মনে করেন ভিক্ষুকরা মানুষের দ্বারে দ্বারে পৌঁছে রোগের সংক্রমণ ঘটায় তবে ২৯.৩৩% ভিক্ষুক এতে একমত পোষন করেন নি। ধর্মীয় অনুভূতির অপব্যবহার করে-এর উত্তরে গ্রামীণ ভিক্ষুকদের প্রায় সবাই (৮১.৩৩%) অসমর্থন জানান পক্ষান্তরে শহুরে উত্তরদাতা ভিক্ষুকদের ৩৮.৬৬% সমর্থন করলেও ২৪ শতাংশ সিদ্ধান্তহীন ছিল এবং ৩৭.৩৩% এতে একমত পোষন করতে পারেননি। ভিক্ষুকরা গ্রাম ও শহরের সৌন্দর্য নষ্ট করে- এ প্রশ্নের উত্তরে গ্রামীণ অধিকাংশ (৬০%) এটিকে সমর্থন করেননি তবে ২৯.৩৩% এতে একমত পোষন করেন। অনদিকে শহুরে ভিক্ষুকদের ৩৮.৬৬% কোন না কোনভাবে এতে সহমত পোষণ করলেও ৪০% এতে কোনভাবেই একমত পোষন করেননি এবং ২১.৩৩ শতাংশ এতে সিদ্ধান্তহীন ছিল।

ঢাকা শহরে কেস স্টাডিতে একজন বলেন, "পেটের জ্বালায় যারা ভিক্ষা করছে তারা কোনভাবেই শহরের পরিবেশ নষ্ট করছে না। অন্যদিকে যারা ভিক্ষাবৃত্তিকে ব্যবসা হিসেবে নিয়েছে তারা জনগণের স্বাভাবিক চলাচলে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে। অনেক সময় এমনও দেখা যায়, কেউ যদি তাদের টাকা পয়সা না দেয় তাহলে তারা অনেক জোরাজুরি করতে থাকে এবং টাকা পয়সা না দিলে গালি পর্যন্ত দিয়ে থাকে। তিনি আরো বলেন, "শারীরিকভাবে প্রতিবন্ধী না হলেও অনেকে প্রতিবন্ধীতার ভান করে সারাদিন ভিক্ষা করে থাকে এবং রাতে চুরি, ডাকাতি ছিনতাইসহ সবকিছু করে থাকে। সারা দিন ভিক্ষা করার পর সে টাকা দিয়ে মদ, গাঁজা আরো নানাবিধ জিনিস খেয়ে বেড়ায় এবং নানা অপরাধমূলক কাজ করে।"

ভিক্ষাবৃত্তির প্রভাব বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, গ্রাম ও নগর জীবনে ভিক্ষাবৃত্তির নেতিবাচক প্রভাবের কথা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই উঠে এসেছে। তবে এ প্রভাব নগর জীবনে গ্রামের চেয়ে বেশী। নগর জীবনে ভিক্ষাবৃত্তির নামে অনেকে অসামাজিক কার্যকলাপ যেমন, যৌনাচার, পতিতাবৃত্তির মত গর্হিত কাজে লিপ্ত হয়, শুধু তাই নয়

গাঁজা মাদকসেবনসহ চুরি, ছিনতাই, ডাকাতি প্রভৃতি কাজে অংশগ্রহণ দেখা যায় পাশাপাশি কেউ কেউ আইনের হাত থেকে বাঁচার জন্য ছদ্মবেশ গ্রহণ করে থাকে।

লাভলী বেগম (ছদ্ম নাম), বয়স আনুমানিক ১৭ বছর। লালবাগ থানা এলাকায় এক পার্কে সে বাবা-মাসহ ০৫ সদস্যের পরিবারের সাথে বসবাস করে। পরিবারের সবাই ভিক্ষা করে। ছোট ভাই প্রতিবন্ধী, যার জন্য ঢাকাতে। মা ছোট ভাইকে নিয়ে ভিক্ষা করে। ৭/৮ বছর আগে সে পরিবারের সাথে রংপুর থেকে ঢাকাতে চলে এসেছে। লাভলী বেগম বলেন,*"ঢাকাতে আসার পর আমি প্রথমে মায়ের সাথে ভিক্ষা করতাম। এখন আমি একা ভিক্ষা করি। ভিক্ষার সময় মাঝে-মধ্যে ছেলে বন্ধুদের সাথে বসে গল্প করি। তারা মাঝে-মধ্যে আমাকে চা-নাস্তা খেতে দেয়। এক রাতে পার্কে এক ছেলে আমার সাথে খারাপ কাজ করে। এ কাজ করে সে আমাকে একশত টাকা দেয়। এখন আমি ভিক্ষার পাশাপাশি টাকার বিনিময়ে এ কাজও করে থাকি। আমার মতো অনেকে এমন কাজ করে।"*

৪.৪) ভিক্ষুক পুনর্বাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়

সারণি নং-১৯: ভিক্ষুকদের পুনর্বাসনে সরকারি সেবা ব্যবস্থা সম্পর্কিত তথ্যাবলী

	গ্রাম		শহর	
সরকারি সেবা ব্যবস্থা	গণসংখ্যা	শতকরা (%)	গণসংখ্যা	শতকরা (%)
জানি না	২৬	৩৪.৬৭	৩৩	৪৪
ক্ষুদ্র ঋণদান	১৩	১৭.৩৩	৬	৮
অনুদান	২৬	৩৪.৬৭	১৫	২০
আশ্রয় কেন্দ্র	১৭	২২.৬৭	২৫	৩৩.৩৩
বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ	৫	৬.৬৭	১	১.৩৩
কর্মসংস্থান	১২	১৬	৭	৯.৩৩
বয়স্ক ভাতা	২৭	৩৬	২৯	৩৮.৬৭
বিধবা ভাতা	১৬	২১.৩৩	২৫	৩৩.৩৩
প্রতিবন্ধী ভাতা	১৭	২২.৬৭	১৯	২৫.৩৩
ভিজিডি/ভিজিএফ	১২	১৬	৫	৬.৬৭
গুচ্ছ গ্রাম	১১	১৪.৬৭	২০	২৬.৬৭

- একাধিক উত্তর সম্ভব উৎস: ফিল্ড ওয়ার্ক

তথ্য সংগ্রহকালে দেখা যায়, ভিক্ষুকদের জন্য যে পুনর্বাসন কেন্দ্র রয়েছে তা ভিক্ষুকরা জেনেও না জানার অভিনয় করেছে। তাদের পূর্ব ধারনা পুনর্বাসন কেন্দ্র সম্পর্কে জানি এই উত্তর করলেই তাদের হয়তো ধরে নিয়ে পুনর্বাসন কেন্দ্রে আটকে রাখা হবে। উত্তরদাতাদের উত্তর বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, গ্রামের ৩৪.৬৭% ভিক্ষুক এবং শহরের ৪৪% ভিক্ষুক সরকারি পুনর্বাসন কেন্দ্র সম্পর্কে জানেই না অন্যদিকে সরকারি আশ্রয়কেন্দ্র সম্পর্কে জানে এমন ভিক্ষুক গ্রামে ২২.৬৭% আর শহরে ৩৩.৩৩%। সরকারি অনুদান এবং ক্ষুদ্র ঋণদান সম্পর্কে জানে যথাক্রমে গ্রামের ৩৪.৬৭% ও ১৭.৩৩% এবং ঢাকা শহরের ২০% ও ৮% ভিক্ষুক। বয়স্কভাতা সম্পর্কে জানে গ্রামের ৩৬% ভিক্ষুক এবং শহরের ৩৮.৬৭%, তবে তাদের প্রায় সবারই অভিযোগ এটা শুধু শুনেছি কখনো পাই নি। এছাড়াও বিধবা ভাতা, প্রতিবন্ধী ভাতা এবং বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ সম্পর্কে জানে যথাক্রমে গ্রামের ২১.৩৩%, ২২.৬৭%, ৬.৬৭% এবং ঢাকা শহরের ৩৩.৩৩%, ২৫.৩৩% এবং ১.৩৩%। সরকারি গুচ্ছ গ্রাম সম্পর্কে গ্রামের ১৪.৬৭% ভিক্ষুক এবং শহরের ২৬.৬৭% ভিক্ষুক জানেন। গ্রাম ও শহরের চিত্র দেখলে দেখা যায় যে, অনেকেই সরকারি সেবা কার্যক্রম সম্পর্কে জানে না। ভুল ধারনা এবং তাদের কাছে সঠিক তথ্য না থাকার কারনে সেবা কার্যক্রম সম্পর্কে জানে না।

কয়রা উপজেলায় কেস স্টাডিতে একজন বলেন *"এখন আমি সম্পূর্ণরূপে অন্যের উপর নির্ভরশীল, শারিরীকভাবে অক্ষম। আমি এবং আমার বউ সরকার থেকে কোনো ধরণের ভাতা বা আর্থিক সহায়তা পায়নি। এলাকার চেয়ারম্যানের কাছে অনেকবার গিয়েছিলাম কোনো লাভ হয়নি। চেয়ারম্যান যেখানে অনেক ভোট সেখানে সাহায্য দেয়। এই বয়সে ভিক্ষা করতে হবে কখনো ভাবিনি"* ।

সারণি নং-২০: ভিক্ষুক পুনর্বাসনের চ্যালেঞ্জ

গ্রাম			শহর	
ভিক্ষুক পুনর্বাসনের চ্যালেঞ্জ	গণসংখ্যা	শতকরা (%)	গণসংখ্যা	শতকরা (%)
আর্থিক সীমাবদ্ধতা	৬৭	৮৯.৩৩	৪২	৫৬
আশ্রয় কেন্দ্রের সীমাবদ্ধতা	২৮	৩৭.৩৩	৩৯	৫২
কর্মসংস্থানের অপ্রতুলতা	৪৩	৫৭.৩৩	৩৩	৪৪
বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের অপ্রতুলতা	২৬	৩৪.৬৭	৭	৯.৩৩
অপর্যাপ্ত ভাতা	৯	১২	১৮	২৪
আটকে থাকতে ভাল লাগে না	১২	১৬	১৮	২৪
কর্মসংস্থানের জন্যে ক্ষুদ্র ঋণের অপর্যাপ্ততা	২৭	৩৬	২২	২৯.৩৩
ভিক্ষাবৃত্তিকে ব্যবসা হিসেবে দেখা	৮	১০.৬৭	২৩	৩০.৬৭
পৈত্রিক পেশা	০০	০০	৩	৪
ভিক্ষুক পুনর্বাসনে এনজিওদের অনাগ্রহ	১৫	২০	২৮	৩৭.৩৩
দারিদ্র্য	৪৫	৬০	৪০	৫৩.৩৩
প্রকৃত ভিক্ষুকের সংখ্যা নির্ধারণে তথ্য ভান্ডারের ঘাটতি	৩৮	৫০.৬৭	২০	২৬.৬৭
পাবলিক ও প্রাইভেট উদ্যোগের অভাব	৯	১২	১১	১৪..৬৭
গ্রামভিত্তিক পুনর্বাসন প্রকল্পের অভাব	৬	৮	৩১	৪১.৩৩
পরিবারের সদস্যদের বাঁধা ও নির্ভরশীলতা	০০	০০	৮	১০.৬৭
অন্যান্য	৪	৫.৩৩	২	২.৬৭

- একাধিক উত্তর সম্ভব উৎস: ফিল্ড ওয়ার্ক

গ্রাম ও ঢাকা শহরে ভিক্ষুক পুনর্বাসনের চ্যালেঞ্জসমূহ কি-এমন প্রশ্নের উত্তরে উত্তরদাতা ভিক্ষুকদের অধিকাংশই একাধিক চ্যালেঞ্জের কথা উল্লেখ করেছেন। যেমন আর্থিক সীমাবদ্ধতা গ্রাম ও শহরে যথাক্রমে (৮৯.৩৩% ও ৫৬%), আশ্রয়কেন্দ্রের সীমাবদ্ধতা (৩৭.৩৩% ও ৫২%), কর্মসংস্থান অপ্রতুলতা (৫৭.৩৩% ও ৪৪%), বিভিন্ন গ্রেডে প্রশিক্ষণ ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের অপ্রতুলতা (৩৪.৬৭% ও ৯.৩৩%), কর্মসংস্থানের জন্য ক্ষুদ্রঋণের অপার্যপ্ততা (৩৬% ও ২৯.৩৩%), দারিদ্র্য (৬০% ও ৫৩.৩৩%), ভিক্ষুক পুনর্বাসনে এনজিওদের অনাগ্রহ (২০% ও ৩৭.৩৩%), প্রকৃত ভিক্ষুকদের সংখ্যা নির্ধারণে তথ্য ভান্ডারের ঘাটতি (৫০.৬%ও ২৬.৬৭%),

গ্রামভিত্তিক পুনর্বাসন প্রকল্পের অভাব (৮% ও ৪১.৩৩%)। এছাড়াও গ্রাম ও শহর কেন্দ্রিক আরও কিছু চ্যালেঞ্জের কথা উঠে এসেছে যেমন: অপর্যাপ্ত ভাতা, আটকে থাকতে ভালো না লাগা, ভিক্ষাবৃত্তিকে ব্যবসা হিসেবে দেখা, পাবলিক ও প্রাইভেট উদ্যোগের অভাব, পরিবারের সদস্যদের বাঁধা ও নির্ভরশীলতা ও পরিবারের অবহেলা।

সারণি নং-২১: **ভিক্ষুকদের জন্যে বে-সরকারি সেবা ব্যবস্থা সম্পর্কিত তথ্যাবলী**

গ্রাম			শহর	
বে-সরকারি সেবা ব্যবস্থা	গণসংখ্যা	শতকরা (%)	গণসংখ্যা	শতকরা (%)
জানি না	৬৩	৮৪	৭৫	১০০
জেজেএস	৫	৬.৬৭	০০	০০
কারিতাস	৩	৪	০০	০০
বাঘ বিধবা সংস্থা	১	১.৩৩	০০	০০
প্রদীপণ	২	২.৬৭	০০	০০
ব্রাক	২	২.৬৭	০০	০০
ওয়ার্ল্ড ভিশন	১	১.৩৩	০০	০০

একাধিক উত্তর সম্ভব

বে-সরকারি সেবা ব্যবস্থা সম্পর্কে ঢাকা শহরে উত্তরদাতা ভিক্ষুকদের কেউ কিছু জানে না আর গ্রামে গবেষণা এলাকায় এ সংখ্যা ৮৪%। তবে গ্রামে গবেষণা এলাকায় বিধবা ও ভিক্ষুকদের নিয়ে কয়েকটি স্থানীয় ও জাতীয় এনজিও'র কিছু কর্মসূচি থাকার কারনে অল্প সংখ্যক ভিক্ষুক এই সম্পর্কে অবগত আছে। ৬.৬৭% ভিক্ষুক জেজেএস পোগ্রাম, ৪% কারিতাস, ২.৬৭% প্রদীপণ ও ব্রাক এবং ১.৩৩% ভিক্ষুক ওয়াল্ড ভিশন সম্পর্কে জানে।

সারণি নং-২২: **ভিক্ষুকদের পূনর্বাসনের জন্যে সরকারি আশ্রয় কেন্দ্র সম্পর্কে জানেন কিনা**

গ্রাম			শহর	
আশ্রয় কেন্দ্র	গণসংখ্যা	শতকরা (%)	গণসংখ্যা	শতকরা (%)
হ্যাঁ	২৯	৩৮.৬৭	৪২	৫৬
না	৪৬	৬১.৩৩	৩৩	৪৪
মোট	৭৫	১০০	৭৫	১০০

উৎস: ফিল্ড ওয়ার্ক

সরকারি আশ্রয়কেন্দ্র আছে এ সম্পর্কে জানেন কি না-এ প্রশ্নের উত্তর অনেকেই এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করেছে কেননা তাদের যদি ধরে নিয়ে আশ্রয়কেন্দ্রে রাখা হয়। গ্রাম ও শহরের উত্তরদাতাদের উত্তর বিশ্লেষণে দেখা যায়, গ্রামের ৩৮.৬৭% ভিক্ষুক এবং শহরের ৫৬% ভিক্ষুক আশ্রয় কেন্দ্র সম্পর্কে অবগত অন্যদিকে গ্রামের ৬১.৩৩% এবং শহরের ৪৪% ভিক্ষুক আশ্রয় কেন্দ্র সম্পর্ক অবগত নয়। ভিক্ষুকদের কাছে আশ্রয় কেন্দ্র সম্পর্কে সঠিক ধারনা ও তথ্য না থাকার কারনে তাদের বেশির ভাগ আশ্রয় কেন্দ্র সম্পর্কে জানে না।

চিত্র নং- ১১: সরকারি আশ্রয়কেন্দ্রে যেতে চান কিনা

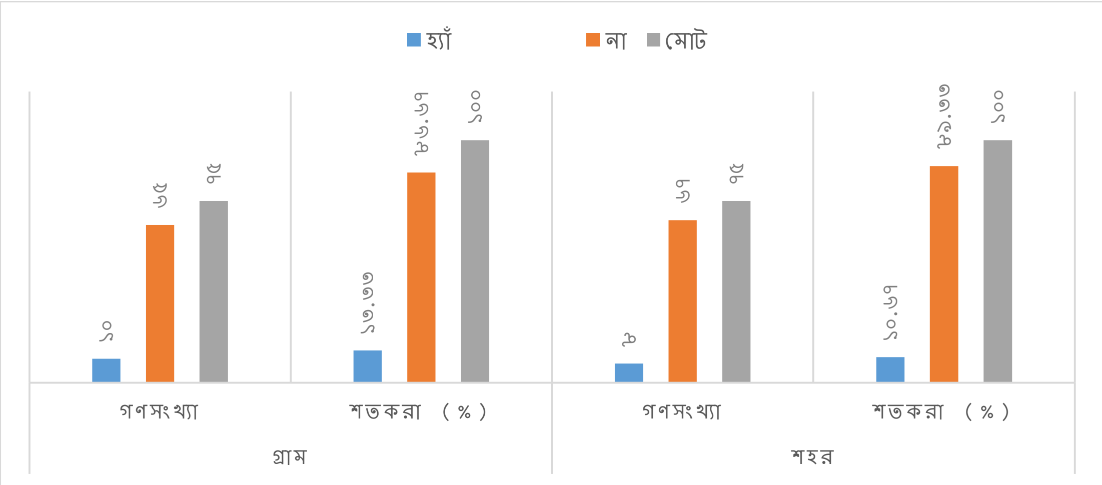

উৎস: ফিল্ড ওয়ার্ক

সরকারি আশ্রয়কেন্দ্রে যেতে চান কিনা এ সম্পর্কিত প্রশ্নের উত্তরে গ্রামের মাত্র ১৩.৩৩% ও ঢাকা শহরের ১০.৬৭% ভিক্ষুক আশ্রয় কেন্দ্রে যেতে আগ্রহী। অন্যদিকে শহরের ৮৯.৩৩% এবং গ্রামের ৮৬.৬৭% ভিক্ষুক আশ্রয়কেন্দ্রে যেতে আগ্রহী নয়।

সারণি নং-২৩: সরকারি আশ্রয়কেন্দ্রে না যাওয়ার কারন

গ্রাম (৬৫)			শহর (৬৭)	
কারন	গণসংখ্যা	শতকরা (%)	গণসংখ্যা	শতকরা (%)
আটকে থাকতে ভালো লাগে না	১২	১৮.৪৬	১৮	২৬.৮৭
সন্তান-সন্তুতি ও নাতি-নাতনী রেখে যেতে পারব না	৩০	৪৬.১৫	১৩	১৯.৪০
ভিক্ষা করলে ভালো আয় হয়	৮	১২.৩১	১১	১৬.৪২
বাড়িতে টাকা পাঠাতে হয়	৩	৪.৬২	৯	১৩.৮৫
আত্মীয়-স্বজনকে ছেড়ে যাওয়া সম্ভব না	১৫	২৩	৯	১৩.৮৫

অন্য কোন কাজ ভালো লাগে না	০০	০০	১০	১৪.৯৩
আশ্রয়কেন্দ্রে প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধার অভাব	১৪	২১.৫৪	৮	১১.৯৪
নিয়মকানুনের অধীনে থাকতে ভালো লাগে না	২	৩	১২	১৭.৯১
ভরনপোষণ ও সেবার সীমাবদ্ধতা	২	৩	৬	৮.৯৬
মেয়ের বিয়ের জন্যে টাকা দরকার	২	৩	৪	৫.৯৭
পরিবারের সদস্যদের ভরণপোষণে বাধ্যবাধকতা	১২	১৮.৪৬	১৩	১৯.৪০
আশ্রয়কেন্দ্রে আয়ের ব্যবস্থা নেই	১৪	২১.৫৪	৭	১০.৪৫
ওষুধ ক্রয়ের টাকা	৯	১৩.৮৫	২	২.৯৮
ভাল খাবার ও বিনোদন পাব না	১	১.৫৩	০০	০০
অন্যান্য	৩	৪.৬২	০০	০০

- একাধিক উত্তর সম্ভব উৎস: ফিল্ড ওয়ার্ক

যেসব ভিক্ষুক আশ্রয় কেন্দ্রে যেতে চান না তাদেরকে প্রশ্ন করা হয় কেনো আশ্রয়কেন্দ্রে যেতে চান না- এ প্রশ্নের উত্তরে তারা বিভিন্ন ধরনের মতামত প্রদান করেন। গ্রাম ও ঢাকা শহরের ভিক্ষুকদের মতামত বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, আটকে থাকতে ভালো লাগে না (গ্রাম ১৮.৪৬% ও ঢাকা শহর ২৬.৮৭%), সন্তান-সন্ততি ও নাতি-নাতনী রেখে যেতে পারব না (গ্রাম ৪৬.১৫% ও ঢাকা শহর ১৯.৪০%), ভিক্ষা করলে ভালো আয় হয় (গ্রাম ১২.৩১% ও ঢাকা শহর ১৬.৪২%), বাড়িতে টাকা পাঠাতে হয় (গ্রাম ৪.৬২% ও ঢাকা শহর ১৩.৮৫%), আত্মীয়-স্বজনকে ছেড়ে যাওয়া সম্ভব না (গ্রাম ২৩% ও ঢাকা শহর ১৩.৮৫%), আশ্রয়কেন্দ্রে প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধার অভাব (গ্রাম ২১.৫৪% ও ঢাকা শহর ১১.৯৪%), নিয়মকানুনের অধীনে থাকতে ভালো লাগে না (গ্রাম ৩% ও ঢাকা শহর ১৭.৯১%), ভরনপোষণ ও সেবার সীমাবদ্ধতা (গ্রাম ৩% ও ঢাকা শহর ৮.৯৬%), মেয়ের বিয়ের জন্যে টাকা দরকার (গ্রাম ৩% ও ঢাকা শহর ৫.৯৭%), পরিবারের সদস্যদের ভরণপোষণে বাধ্যবাধকতা (গ্রাম ১৮.৪৬% ও শহর ১৯.৪০%), আশ্রয়কেন্দ্রে আয়ের ব্যবস্থা নেই (গ্রাম ২১.৫৪% ও ঢাকা শহর ১০.৪৫%), ওষুধ ক্রয়ের টাকা (গ্রাম ১৩.৮৫% ও ঢাকা শহর ২.৯৮%) ইত্যাদি কারনে ভিক্ষুকেরা আশ্রয়কেন্দ্রে যেতে চান না। কেস স্টাডিতে একজন ভিক্ষুক বলেন, *"সরকারি আশ্রয় কেন্দ্র আমার ভাল লাগে না। আমাকে একবার জোর করে গাজীপুর সরকারি আশ্রয় কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল এবং ২ মাস আটকে রেখেছিল। ২ মাস পর আমি চলে এসেছিলাম এবং আবার ভিক্ষা করছি"।*

চিত্র নং- ১২: ভিক্ষাবৃত্তি পরিত্যাগ করে আপনি গ্রামে যেতে আগ্রহী কিনা? [ঢাকা শহরের ভিক্ষুকের জন্যে প্রযোজ্য]

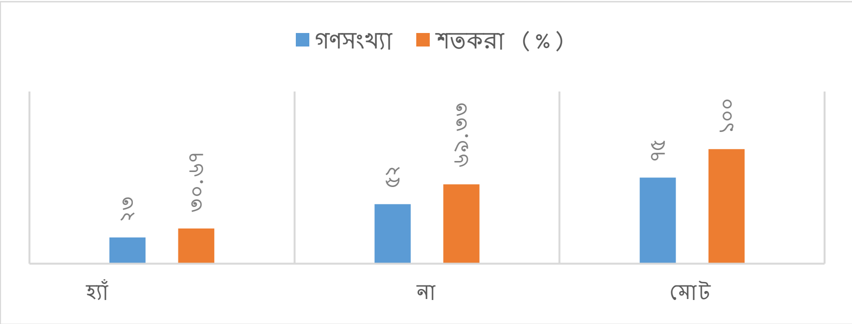

উৎস: ফিল্ড ওয়ার্ক

ঢাকা শহরের উত্তরদাতা ভিক্ষুকরা পূর্বের নিজ জেলা বা গ্রামে ফিরে যেতে চায় কিনা জিজ্ঞেস করা হলে ৩০.৬৭% ভিক্ষুক কর্মসংস্থান, পুনর্বাসন ও সামাজিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা কর হলে ভিক্ষাবৃত্তি ছেড়ে গ্রামে ফিরে যাওয়ার কথা বলেন এবং ৬৯.৩৩% ভিক্ষুক পূর্বের স্থান বা গ্রামে ফিরে যেতে চান না।

সারণি নং-২৪: ভিক্ষাবৃত্তি ছেড়ে গ্রামে না যাওয়ার কারন [ঢাকা শহরের ভিক্ষুকের জন্যে প্রযোজ্য]

গ্রামে ফিরে না যাওয়ার কারন	গণসংখ্যা (৫২)	শতকরা (%)
নিরাপত্তার অভাব	২০	৩৮.৪৬
আয়ের সুযোগের অপর্যাপ্ততা	৩১	৫৯.৬১
কোন নিকট আত্মীয় না থাকা	২৭	৫১.৯২
প্রতিবেশীদের সাথে দ্বন্দ্ব	১	১.৯২
রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব	১	১.৯২
আশ্রয়ের ব্যবস্থা না থাকা	১৬	৩০.৭৭
গ্রামে থাকতে ভাল লাগে না	৫	৯.৬২
বিনোদনের অভাব	২	৩.৮৫
ভাল খাবার-দাবার না পাওয়া	২	৩.৮৫
উন্নত যাতায়াত ও যোগাযোগ ব্যবস্থা না থাকা	৫	৯.৬২
ভাল চিকিৎসা ব্যবস্থা না থাকা	৬	১১.৫৪
নাগরিক সুযোগ-সুবিধা (যেমন: পানি, গ্যাস ও বিদ্যুৎ না থাকা)	১৫	২৮.৮৫
অসুস্থতা ও অক্ষমতা	৩৩	৬৩.৪৬
নগদ আয় দরকার	১২	২৩

পরিবারের ভরণ-পোষণ	১০	১৯.২৩
পরিবারের সদস্য সবাই মিলে ভিক্ষা করা	১১	২১.১৫
শহরের চাকচিক্য	৩	৫.৭৭
আত্ম-সম্মানবোধ	১৪	২৬.৯২
অন্যান্য	১	১.৯২

- একাধিক উত্তর সম্ভব উৎস: ফিল্ড ওয়ার্ক

একাধিক কারনে ঢাকা শহরের ভিক্ষুকেরা গ্রামে ফিরে যেতে চান না। ফিরে না যাওয়ার কারন হিসেবে আয়ের সুযোগের অপর্যাপ্ততা (৫৯.৬১%), কোন নিকট আত্মীয় না থাকা (৫১.৯২%), অসুস্থতা ও অক্ষমতা (৬৩.৪৬%), সামাজিক নিরাপত্তার অভাব (৩৮.৪৬%), আশ্রয়ের ব্যবস্থা না থাকা (৩০.৭৭%), নাগরিক সুযোগ সুবিধা (যেমন: পানি, গ্যাস ও বিদ্যুৎ না থাকা (২৮.৮৫%) এবং আত্মসম্মানবোধ (২৬.৯২%) প্রভৃতি কারনের উপর জোর দিয়েছেন। এছাড়াও প্রতিবেশীদের সাথে দ্বন্দ্ব, গ্রামে থাকতে ভালো না লাগা, ভালো খাবার-দাবার না পাওয়া, উন্নত যাতায়াত, যোগাযোগ ও চিকিৎসা ব্যবস্থা না থাকা, পরিবারের ভরণপোষণ ও প্রতিবন্ধীতা প্রভৃতি কারনও শহরে আসা ভিক্ষুকদের পূর্বের স্থানে ফিরে যেতে নিরুৎসাহিত করে। কেস স্টাডিতে একজন ভিক্ষুক বলেন, *"আমার ভিক্ষা করতে ভাল লাগে। ঢাকা শহরে হাতের কাছে সবকিছু পাওয়া যায়। ফুটপাতে বসে চা বিস্কুট খেতে ভাল লাগে। অবসরে অন্য ভিক্ষুকের সাথে আমার গল্প করতে ভাল লাগে। ভিক্ষাবৃত্তি ছেড়ে আমি কি করব? কি খাব? কোথায় থাকব?"*

সারণি নং-২৫: **আপনার পুনর্বাসনের জন্যে আপনার প্রত্যাশা**

	গ্রাম		শহর	
পুনর্বাসনের জন্যে প্রত্যাশা	গণসংখ্যা	শতকরা (%)	গণসংখ্যা	শতকরা (%)
ভরণপোষণ ও রক্ষণাবেক্ষণ	৭০	৯৩.৩৩	৫৬	৭৪.৬৭
স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা সেবা	৬৩	৮৪	৬১	৮১.৩৩
শিক্ষা ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ	২২	২৯.৩৩	১০	১৩.৩৩
চিত্ত বিনোদন	৭	৯.৩৩	৪	৫.৩৩
নিজের কর্মসংস্থান	২৮	৩৭.৩৩	৩০	৪০
ক্ষুদ্র ঋণের মাধ্যমে নিজের এবং পরিবারের আয়বর্ধক কাজ	২৪	৩২	২০	২৬.৬৭
নিজে অক্ষম বিধায় পরিবারের সদস্যদের কর্মসংস্থান	২৩	৩০.৬৭	২১	২৮
গ্রামে কম দামে রেশনিং ব্যবস্থা চালু করা	৫৫	৭৩.৩৩	৩১	৪১.৩৩

নিরাপত্তা প্রদান	৩	৪	৪৩	৫৭.৩৩
গ্রামভিত্তিক পুনর্বাসন ব্যবস্থা ও শিল্প কারখানা গড়ে তোলা	২	২.৬৭	১৩	১৭.৩৩
সামাজিক বীমার আওতায় নিয়ে আসা	৩০	৪০	১৪	১৮.৬৬
ভাতার ব্যবস্থা ও পরিমান বাড়ানো	৪৩	৫৭.৩৩	৪০	৫৩.৩৩
পুনর্বাসনে সম্পদশালী ব্যক্তি ও এনজিওদের এগিয়ে আসা	১২	১৬	৩৩	৪৪
শিশুদের লেখাপড়ার খরচ	৬	৮	২১	২৮
সন্তানদের সাথে রাখা	২	২.৬৭	৮	১০.৬৭
ঋণ পরিশোধ	১২	১৬	৪	৫.৩৩
মেয়ের বিবাহের ব্যবস্থা করা	৩	৪	৬	৮
অন্যান্য	৪	৫.৩৩	১	১.৩৩

- একাধিক উত্তর সম্ভব উৎস: ফিল্ড ওয়ার্ক

গবেষণায় গ্রাম ও ঢাকা শহরে উত্তরদাতা ভিক্ষুকদের পুনর্বাসনের জন্য তাদের প্রত্যাশা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তাদের অধিকাংশই একাধিক প্রত্যাশার কথা তুলে ধরেন। যেমন : গ্রামে ও শহরে যথাক্রমে ৯৩.৩৩% ও ৭৪.৬৭% তাদের ভরণপোষণ ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যবস্থার কথা বলেছেন, স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা সেবা গ্রাম ও শহরে যথাক্রমে (৮৪% ও ৮১.৩৩%), শিক্ষা ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ (২৯.৩৩% ও ১৩.৩৩%), নিজের কর্মসংস্থানের কথা বলেছেন যথাক্রমে (৩৭.৩৩% ও ৪০%), ক্ষুদ্রঋণের মাধ্যমে নিজের এবং পরিবারের আয়বর্ধকমূলক কাজ (৩২% ও ২৬.৬৭%), নিজে অক্ষম বিধায় পরিবারের সদস্যদের কর্মসংস্থান (৩০.৬৬% ও ২৮%), কম দামে রেশনিং ব্যবস্থা চালু করা (৭৩.৩৩% ও ৪১.৩৩%), নিরাপত্তা প্রদান (৪% ও ৫৭.৩৩%), সামাজিক বীমার আওতায় নিয়ে আসা (৪০% ও ১৮.৬৭%), ভাতার ব্যবস্থা ও পরিমাণ বাড়ানো (৫৭.৩৩% ও ৫৩.৩৩%)। এছাড়াও চিত্তবিনোদনের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি, গ্রাম ভিত্তিক পুনর্বাসন ব্যবস্থা ও শিল্প কারখানা গড়ে তোলা, পুনর্বাসনে সম্পদশালী ব্যক্তি ও এনজিওদের এগিয়ে আসা, ভাতা কার্ড দেয়া, শিশুদের লেখাপড়ার খরচ, সন্তানদের সাথে রাখা, ঋণ পরিশোধ, মেয়ের বিয়ের ব্যবস্থা, পরিবারের যত্ন এবং পরিবারের সদস্যদের দীর্ঘমেয়াদি রোগের চিকিৎসা ব্যবস্থার কথা বলেছেন।

কেস স্টাডিতে একজন বলেন, *"আমার এখন অনেক বয়স হয়েছে, হাঁটতে পারি না। সরকার যদি আমার আর তোমার চাঁচির জন্য বয়স্ক ভাতা ও থাকার জন্য একটা ঘর করে দিত তাহলে গ্রামে গিয়ে বাকি জীবনটা কাটিয়ে দিতাম। আমি আর নিজেও চাই না এভাবে বুড়ো বয়সে ভিক্ষা করে জীবনযাপন করতে"*। কেস স্টাডিতে আর একজন ভিক্ষুক বলেন, *"সরকার বা কোনো সেচ্ছাসেবী সংগঠন যদি আমার জন্য কোনো বৃত্তিমূলক কাজের*

ব্যাবস্থা করে এবং কোনো আশ্রয়ন প্রকল্পে থাকার ব্যাবস্থা করে তাহলে আমি ভিক্ষা করা ছেড়ে দেবো"। কেস স্টাডিতে আর একজন ভিক্ষুক বলেন, *"সরকার বা কোন প্রতিষ্ঠান যদি আমার একটু চিকিৎসার সুযোগ করে দিতো তাহলে আমি ও আমার স্ত্রী একটু যন্ত্রণা থেকে বেঁচে যেতাম। সরকার যদি আমাকে চালের কার্ডের সাথে একটা ভাতা কার্ড দিতো তাহলে আমরা এই ভিক্ষা করা থেকে বিরত থাকতে পারতাম। আমার ছেলের জন্য একটা কাজের ব্যবস্থা করলে আমি ও আমাদের পরিবারটা একটু তিনবেলা খেতে পারতাম"।*

সারণি নং-২৬: **পুনর্বাসনের জন্যে সরকারি ও বেসরকারিভাবে কী ধরনের কর্মসূচী গ্রহণ করা দরকার**

গ্রাম			শহর	
সরকারি ও বেসরকারিভাবে কর্মসূচি গ্রহণ	গণসংখ্যা	শতকরা (%)	গণসংখ্যা	শতকরা (%)
অক্ষম, অসুস্থ, বৃদ্ধ ও প্রতিবন্ধীদের ভরণপোষণ ও রক্ষণাবেক্ষণ	৪২	৫৬	৫৭	৭৬
ভিক্ষুকদের সামাজিক নিরাপত্তা প্রদান	২০	২৬.৬৭	১৫	২০
বিনামূল্যে স্বাস্থ্য সেবা ও ওষুধ প্রদান	৬৮	৯০.৬৭	২৮	৩৭.৩৩
সক্ষম ভিক্ষুকদের ভাতাসহ প্রশিক্ষণ পরবর্তী কর্মসংস্থান	৩২	৪২.৬৭	৪২	৫৬
পরিবারের প্রাপ্ত সদস্যদের প্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থান	৩০	৪০	৩০	৪০
সরকারি আশ্রয়ন প্রকল্পে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে অন্তর্ভূক্তিকরণ	১১	১৪.৬৭	৪০	৫৩.৩৩
সরকারি আশ্রয় কেন্দ্রে পূনর্বাসন ও সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি	১০	১৩.৩৩	৪৯	৬৫.৩৩
কম দামে রেশনিং ব্যবস্থা চালু করা	৫৬	৭৪.৬৭	৪১	৫৪.৬৭
গ্রামভিত্তিক কর্মসংস্থান ও শিল্প কারখানা গড়ে তোলা	২	২.৬৭	৭	৯.৩৩
সামাজিক বীমার আওতায় নিয়ে আসা	১১	১৪.৬৭	১১	১৪.৬৭
উপযোগীদের ভাতার ব্যবস্থা ও পরিমান বাড়ানো	৫১	৬৮	৫৩	৭০.৬৭
পুনর্বাসনে সম্পদশালী ব্যক্তি ও এনজিওদের এগিয়ে আসা	৬	৮	৩০	৪০
সরকারি ও বেসরকারি বিনাসুদে ক্ষুদ্র ঋণ ও অনুদানের মাধ্যমে আয় বর্ধকমূলক কর্মকান্ডের ব্যবস্থা	৭	৯.৩৩	২২	২৯.৩৩
সরকারি খরচে সরকারি জায়গায় গৃহ নির্মাণ	৭	৯.৩৩	৩৮	৫০.৬৭

চিকিৎসা ভাতা চালু করা	৫০	৬৬.৬৭	৫৫	৭৩.৩৩
প্রতিবন্ধীদের জন্যে বিশেষ সেবা ও স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করা	২৫	৩৩.৩৩	৩০	৪০
মেয়ের যৌতুকবিহীন বিয়ের ব্যবস্থা করা	১০	১৩.৩৩	১৫	২০
ভিক্ষুকের সন্তানের লেখাপড়ার খরচ প্রদান	২৫	৩৩.৩৩	৩০	৪০
আশ্রয়ন প্রকল্পে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা	৩৫	৪৬.৬৭	৪০	৫৩.৩৩
সরকারি কর্মসূচির কথা প্রচার করা যাতে সবাই অবহিত হয়	১৫	২০	২০	২৬.৬৭
অন্যান্য	২	২.৬৭	২	২.৬৭

- একাধিক উত্তর সম্ভব   উৎস: ফিল্ড ওয়ার্ক

গ্রামীণ ও শহুরে উত্তরদাতা ভিক্ষুকদের কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিল- আপনার পুনর্বাসনের জন্যে সরকারি ও বেসরকারিভাবে কী ধরনের কর্মসূচি গ্রহণ করা দরকার- এ প্রশ্নের উত্তরে তাদের নিকট থেকে নানা ধরনের মতামত এসেছে যেমন: অক্ষম, অসুস্থ, বৃদ্ধ ও প্রতিবন্ধীদের ভরণপোষণ ও রক্ষনাবেক্ষণ, ভিক্ষুকদের সামাজিক নিরাপত্তা প্রদান, বিনামূল্যে স্বাস্থ্য সেবা ও ওষুধ প্রদান, সক্ষম ভিক্ষুকদের ভাতাসহ প্রশিক্ষণ পরবর্তী কর্মসংস্থান, পরিবারের প্রাপ্ত সদস্যদের প্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থান, সরকারি আশ্রয়ন প্রকল্পে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে অন্তর্ভূক্তিকরণ, সরকারি আশ্রয় কেন্দ্রে পূনর্বাসন ও সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি, কম দামে রেশনিং ব্যবস্থা চালু করা, গ্রামভিত্তিক কর্মসংস্থান ও শিল্প কারখানা গড়ে তোলা, সামাজিক বীমার আওতায় নিয়ে আসা, ভাতার ব্যবস্থা ও পরিমান বাড়ানো, পুনর্বাসনে সম্পদশালী ব্যক্তি ও এনজিওদের এগিয়ে আসা, সরকারি ও বেসরকারি বিনাসুদে ক্ষুদ্র ঋণ ও অনুদানের মাধ্যমে আয় বর্ধকমূলক কর্মকান্ডের ব্যবস্থা, সরকারি খরচে সরকারি জায়গায় গৃহ নির্মাণ, চিকিৎসা ভাতা চালু করা, প্রতিবন্ধীদের জন্যে বিশেষ সেবা ও স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করা, মেয়ের যৌতুকবিহীন বিয়ের ব্যবস্থা করা, ভিক্ষুকের সন্তানের লেখাপড়ার খরচ প্রদান, আশ্রয়ন প্রকল্পে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা ও সরকারি কর্মসূচির কথা প্রচার করা যাতে সবাই অবহিত হয়।

কয়রা উপজেলায় কেস স্টাডিতে একজন ভিক্ষুক বলেন, *"আমার বয়স হয়েছে ৬৬ বছরের উপরে। এই পৃথিবীতে আমার আল্লাহ ছাড়া কেউ নেই। ছেলেমেয়েরা বেঁচে থেকেও আমার কাছে মৃত। জীবনে আমার আর কোন আশা নেই, তাই যে কয়দিন বেঁচে থাকি খেয়ে পরে যাতে চলতে পারি তার জন্য আমাকে একটা কাজের ব্যবস্থা করে দিলে আর ভিক্ষা করতাম না।"* কেস স্টাডিতে আর একজন বলেন, *"আমি কখনো ভিক্ষুক ছিলাম না আমি কোনোদিন কল্পনাও করিনি আমি একদিন ভিক্ষা করবো কিন্তু পরিস্থিতি আজ আমাকে এই অবস্থাতে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে । এটা আমার পেশা না তবে এটা এখন আমার বেঁচে থাকার সম্বল। কারন এটা ছাড়া আমার আর কোনো কিছু করা সম্ভব না। তবে আমি যদি কোনো সরকারি বা বেসরকারি সাহায্যে সহযোগিতা*

পাই তাহলে আমি ভিক্ষা করা ছেড়ে দেবো।" পাইকগাছা উপজেলায় কেস স্টাডিতে একজন বলেন, *"সরকার যদি আমাকে একটা কাজের ব্যবস্থা করে দেয় বিশেষ করে ১০/১৫ হাজার টাকা দিলে আমি একটা ছোট ব্যবসা করতে পারতা। তাছাড়া, আমার বউমাকে যদি সেলাই মেশিন বা অন্য কোন কাজের ব্যবস্থা করতো তাহলে আমরা দু'মুঠো খেয়ে বাঁচতে পারতাম।"*

পঞ্চম অধ্যায়: উপসংহার ও সুপারিশমালা

৫.১ উপসংহার ও সুপারিশমালা

ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত হওয়ার আর্থ সামাজিক, শারিরীক, মানসিক ও সাংস্কৃতিক বহুবিধ কারন রয়েছে। তন্মধ্যে দারিদ্র্য, প্রতিবন্ধীতা, দীর্ঘমেয়াদী রোগ-ব্যাধি, বেকারত্ব, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, বার্ধক্যজনিত অক্ষমতা, পারিবারিক ভাঙন ও পরিবার প্রধানের মৃত্যু, পৈত্রিক পেশা, বিনা পুঁজিতে ও পরিশ্রমে উপার্জন/শ্রমবিমুখতা, দুর্ঘটনা, অভ্যাসগত/ব্যবসা, মাদক/গাঁজা সেবনের উদ্দেশ্যে, অন্যের প্ররোচনা, ভিক্ষাবৃত্তির সিন্ডিকেট, ভরণ-পোষন না দেয়া/সন্তানের দেখাশুনা না করা, স্বামী লাপাত্তা ইত্যাদি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। গবেষণায় দেখা যায়, ভিক্ষুকেরা একাকী বা পরিবার নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় রাত যাপন করে থাকে। গ্রামের ভিক্ষুকেরা বেশীর ভাগ নিজ গৃহে বাস করে। তাছাড়া, কিছু ভিক্ষুক আশ্রয়ন প্রকল্প, অন্যের বাড়ি এবং অন্যান্য জায়গা যেমনঃ সরকারি খাস জায়গা ও অন্যের দেয়া জমিতে বসবাস করে। অন্যদিকে ঢাকা শহরে ভিক্ষুকেরা বিভিন্ন জায়গাতে রাত যাপন করে থাকে যেমন-নিজ গৃহ, ভাড়া বাসা, ফ্লাইওভারের নিচে ও ফুটপাত, পার্ক/উদ্যান, বাসস্টেশন, রেলস্টেশন,মাজার, মার্কেট, হাসপাতালের করিডোর, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, মার্কেট ইত্যাদি।

গ্রামে ও ঢাকা শহরে ভিক্ষুক পুনর্বাসনের কিছু চ্যালেঞ্জ ও সীমাবদ্ধতা রয়েছে যেমন-আর্থিক সীমাবদ্ধতা, আশ্রয়কেন্দ্রের অপ্রতুলতা ও সেখানে সুযোগ-সুবিধার অভাব, কর্মসংস্থানের অপ্রতুলতা, বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের অপ্রতুলতা, ক্ষুদ্রঋণের অপার্যপ্ততা, ভিক্ষুক পুনর্বাসনে এনজিওদের অনাগ্রহ, গ্রাম ও শহরে প্রকৃত ভিক্ষুকদের তথ্য ভান্ডারের ঘাটতি, গ্রাম ও শহরভিত্তিক পুনর্বাসন প্রকল্পের সীমাবদ্ধতা, অপর্যাপ্ত ভাতা, পাবলিক ও প্রাইভেট উদ্যোগের ঘাটতি, ভিক্ষুক ও জনগণের দৃষ্টিভঙ্গি, ভিক্ষাবৃত্তিকে ব্যবসা হিসেবে দেখা, সহজ আয়, শ্রমবিমূখতা, প্রতিবন্ধীতা এবং আশ্রয়কেন্দ্রের ভীতি ইত্যাদি।

১৯৭২ সালের সংবিধানে ১৫ (ঘ) অনুচ্ছেদে 'সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার, অর্থাৎ বেকারত্ব, ব্যাধি বা পঙ্গুত্বজনিত কিংবা বৈধব্য, মাতৃপিতৃহীনতা বা বার্ধক্যজনিত কিংবা অনুরূপ অন্যান্য পরিস্থিতিজনিত আয়ত্ত্বাতীত কারণে অভাবগ্রস্ততার ক্ষেত্রে সরকারী সাহায্য লাভের অধিকার সংযুক্ত করে সামাজিক নিরাপত্তাকে রাষ্ট্রীয় কাঠামোর অর্ন্তভূক্ত করা হয়েছে। সংবিধানের ১৯ অনুচ্ছেদে জাতি-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের সমতার নিশ্চয়তার বিধান রয়েছে। সাংবিধানিক ধারাবাহিকতায় বর্তমান সরকার ভবঘুরে ও ভিক্ষুকমুক্ত সমাজ গঠনের উদ্যোগ নিয়েছে। এ প্রেক্ষাপটে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, সমাজসেবা অধিদপ্তরের মাধ্যমে ভিক্ষাবৃত্তি দূরীকরন/রোধের কাজ করছে। সরকার ২০১০ সাল হতে ভিক্ষুক পুনর্বাসন কার্যক্রম শুরু করলেও তা তেমন ব্যাপকতা পায়নি। ২০১৮ সালে ভিক্ষুক পুনর্বাসন ও বিকল্প কর্মসংস্থান নীতিমালার অন্যতম লক্ষ্য হচ্ছে দেশকে ভিক্ষুকমুক্ত করা এবং ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিতদের জন্য বিকল্প কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা।

সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সম্মানজনক সফলতা পেয়েছে বাংলাদেশ। ২০৩০ সালের মধ্যে জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে বদ্ধপরিকর সরকার। SDGs goal 1: No Poverty, 2: Zero Hunger অর্জনে ভবঘুরে ও ভিক্ষাবৃত্তি নিরসন সরকারের অন্যতম অগ্রাধিকার। ভিক্ষুকদের বিকল্প কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হলে সরকারের অন্তর্ভুক্তিমূলক (Inclusive) নীতির সফল বাস্তবায়ন সহজ হবে। ৮ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় পার্ট-১ এর ৪র্থ অধ্যায়ে (Poverty and Inequality Reduction Strategy) দারিদ্র্য বিমোচনে সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। ২০৩১ সালের মধ্যে চরম দারিদ্র্য ২.৫৫% ও দারিদ্রের হার ৭% এবং ২য় প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০২১-২০৪১) তে ২০৪১ সালের মধ্যে চরম দারিদ্র্য ০.৬৮% এ নামিয়ে আনার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। এ সমস্ত দিক বিবেচনায় বর্তমান গবেষণাটি বিশেষ গুরুত্বের দাবীদার। গবেষণায় ফলাফলের ভিত্তিতে গ্রাম ও শহরে ভিক্ষুক পুনর্বাসনের চ্যালেঞ্জ ও তা উত্তরণে নিম্নোক্ত সুপারিশ তুলে ধরা যেতে পারে-

১। বাংলাদেশে ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত ব্যক্তিদের সম্পর্কে সঠিক কোন তথ্য বা সংখ্যা নেই। ভিক্ষুকদের সঠিক সংখ্যা জানার জন্যে বেস লাইন জরিপ ও ভিক্ষুক পরিবার চিহ্নিত করা দরকার। জরিপের মাধ্যমে বয়স, লিঙ্গ, স্থান, প্রতিবন্ধীতা ও সক্ষমতার ভিত্তিতে ভিক্ষুকদের একটি জাতীয় তথ্যভান্ডার গড়ে তোলা যেখানে সক্ষম, অক্ষম ও নির্ভরশীল এবং বালক-বালিকা ভিক্ষুকদের তালিকা থাকবে। এ তথ্য ভান্ডার গ্রামে-গ্রাম/ওয়ার্ড/উপজেলা ভিত্তিক এবং শহরে-ওয়ার্ড/থানাভিত্তিক করা দরকার।

২। প্রয়োজন অনুযায়ী গ্রাম ও শহরভিত্তিক ভিক্ষুক পুনর্বাসন কেন্দ্র/আশ্রয়কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা এবং তাদের সক্ষমতা, বয়স, লিঙ্গ, শারিরীক ও মানসিক অবস্থা এবং শিক্ষাগতযোগ্যতা বিবেচনা করে বিভিন্ন ট্রেডে যেমনঃ দর্জি ও সেলাই প্রশিক্ষণ, কম্পিউটার, ইলেকট্রিক ওয়ারিং ও ওয়েল্ডিং, ম্যাকানিক্স, ফুড এবং বেভারেজ, হাঁস-মুরগী ও গবাদি পশু পালন, মাছ ও মৌমাছি চাষ, তাঁত, কাঠ শিল্প, চুল কাটা, ক্ষুদ্র ব্যবসা ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিয়ে প্রয়োজনবোধে ট্রেড লাইসেন্সের ব্যবস্থা করে প্রয়োজন অনুযায়ী সুদমুক্ত ক্ষুদ্র ঋণ/অনুদান প্রদান করে তাদের পূর্বের স্থান ও পরিবারে রেখে আত্মকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। প্রশিক্ষণের সময় তাদের প্রতিদিন ভাতার ব্যবস্থা করা যাতে তারা প্রশিক্ষণ নিতে উদ্বুদ্ধ হয় এবং পারিবারিক প্রয়োজন মেটাতে পারে। তাছাড়া, বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও শিল্প কলকারখানায় তাদের সক্ষমতা অনুযায়ী কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। সরকারি আশ্রয় কেন্দ্রে প্রবীণ ও মানসিক প্রতিবন্ধীদের আলাদা থাকার ব্যবস্থা ও বিশেষ সেবা নিশ্চিত করা।

৩। ভিক্ষুক পুনর্বাসনে পাবলিক ও প্রাইভেট পার্টনারশীপ গড়ে তোলা যেতে পারে যেখানে সরকরি উদ্যোগের পাশাপাশি গ্রাম/শহরের সম্পদশালী ব্যক্তি, সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা/ইউনিয়ন পরিষদ/স্থানীয় সরকার প্রতিনিধি, এনজিও ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। দান-অনুদান, যাকাত, ওশর ও ফেতরা ইত্যাদির সদ্ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্যে গ্রাম/ওয়ার্ড/ইউনিয়ন/পৌরসভা/উপজেলা/থানা/সিটি

কর্পোরেশন ভিত্তিক ফান্ড গঠন করতে হবে এবং এ ফান্ডের ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্যে উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা/ইউনিয়ন সমাজকর্মীর তত্ত্বাবধানে উপজেলা/ইউনিয়ন পর্যায়ে মসজিদের ইমাম, গ্রামের সম্পদশালী ব্যক্তি, স্থানীয় সরকার প্রতিনিধি ও এনজিও প্রতিনিধিদের নিয়ে কমিটি গঠন করতে হবে। তাছাড়া এলাকাভিত্তিক শ্রমঘন কুটির শিল্প গড়ে তোলা যেখানে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। কথায় বলে 'যেখানে উৎপত্তি সেখানেই নিষ্পত্তি'-ভিক্ষুক পুনর্বাসনে এ নীতি অবলম্বন করতে হবে।

৪। উপজেলা ভিক্ষুক পুনর্বাসন কর্মসূচির আওতায় ভিক্ষুকদের প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন ট্রেডে দক্ষতা ও উপার্জনমূখী প্রশিক্ষণ দিয়ে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা। প্রয়োজন অনুযায়ী ট্রেড লাইসেন্সের ব্যবস্থা করা এবং অনুদান/সুদমুক্ত ক্ষুদ্রঋণ প্রদান করা। অনুদান/সুদমুক্ত ক্ষুদ্রঋণ আয়বর্ধক কাজে ব্যবহার নিশ্চিত ও মনিটরিং করার জন্যে উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা/ইউনিয়ন সমাজকর্মীর তত্ত্বাবধানে উপজেলা/ইউনিয়ন পর্যায়ে মসজিদের ইমাম, গ্রামের সম্পদশালী ব্যক্তি, স্থানীয় সরকার প্রতিনিধি ও এনজিও প্রতিনিধিদের নিয়ে ভিক্ষুক পুনর্বাসন কমিটি গঠন করা যেতে পারে।

৫। উপজেলা/থানা সমাজসেবা কার্যালয়ে ভিক্ষুক প্রতিরোধ ও পুনর্বাসনে আলাদা সেল গঠন করতে হবে এবং প্রয়োজনীয় ও পর্যাপ্ত জনবল নিয়োগ দেয়া দরকার। এ নিয়োগের ক্ষেত্রে সমাজকল্যাণ/সমাজকর্ম বিষয়ে ডিগ্রীধারীদের প্রাধান্য দিতে হবে। উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়ের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্যে প্রয়োজনীয় লজিস্টিক সাপোর্ট দিতে হবে।

৬। ভিক্ষাবৃত্তি প্রতিরোধে সক্ষম ভিক্ষুকদের আটকের জন্যে নিয়মিতভাবে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করতে হবে এবং তাদের আইনের আওতায় নিয়ে আসতে হবে। এ ক্ষেত্রে সমাজসেবা কর্মকর্তাকে ম্যাজিস্ট্রেসি ক্ষমতা প্রদান করতে ও ভবঘুরে ঘোষণা করার ক্ষমতা দিতে হবে যার জন্যে আইন ও বিধিতে এ সংক্রান্ত ধারা সংযোজন ও পরিমার্জন করা দরকার। আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনী ও গোয়েন্দা সংস্থা দ্বারা ভিক্ষাবৃত্তির সিন্ডিকেট ও অপরাধ প্রবন (যারা চুরি, ডাকাতি ও ছিনতাই কাজে জড়িত এবং ফেরারি আসামী) ভিক্ষুকদের চিহ্নিত করে তাদের আইনের আওতায় এনে দৃস্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে। ভিক্ষাবৃত্তিরোধে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০২০ এবং শিশু আইন ২০১৩ বাস্তবায়নে কার্যকর পদক্ষেপ নেয়া দরকার।

৭। মাদকাসক্ত ভিক্ষুকদের মাদকাসক্ত নিরাময় কেন্দ্রে রেখে তাদের স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে এনে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে হবে এবং যারা অপ্রাপ্ত বয়স্ক (শিশু) তাদেরকে কিশোর-কিশোরী উন্নয়ন কেন্দ্রে রাখার ব্যবস্থা করা যাতে তারা স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসতে পারে। গবেষণার ফলাফলে দেখা যায়, অনেক কিশোরী ভিক্ষুক সরাসরি পতিতাবৃত্তিতে নিয়োজিত। এদেরকে উদ্ধার করে কিশোরী উন্নয়ন কেন্দ্রে রাখার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। অপ্রাপ্ত বয়স্ক (শিশু) ভিক্ষুকেরা অনেকে ভিক্ষার পাশাপাশি কাগজ ও ভাঙারি কুড়িয়ে ভাঙারি দোকানে বিক্রি করে। ভাঙারি দোকানদার এদরেকে সব টাকা পরিশোধ না করে কিছু টাকা বাকী রাখে। আবার ভাঙারি নিয়ে গেলে আবারও কিছু টাকা বাকী রাখে। এভাবে আবার কাগজ ও ভাঙ্গারি বিক্রি করতে নিয়ে গেলে

দোকানদার তার ব্যবসায়িক স্বার্থে ধীরে ধীরে হাতে সিগারেট ও গাঁজা ধরিয়ে দেয় এবং তাকে ধীরে ধীরে মাদকে আসক্ত করে ফেলে । দোকানী যে মাদক দেয় তার দাম কাগজ ও ভাঙ্গারির চেয়ে অনেক কম। এভাবে অনেক শিশু কাগজ ও ভাঙ্গারি টাকার বিনিময়ে মাদক নিয়ে আসে এবং তারা মাদকাসক্ত হচ্ছে। আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনী ও গোয়েন্দা সংস্থা দ্বারা এদেরকে চিহ্নিত করে আইনের আওতায় নিয়ে আসতে হবে।

৮। ভিক্ষুকদের সামাজিক বীমার আওতায় নিয়ে আসা এবং ভিক্ষুক পুনর্বাসন কর্মসূচিতে প্রয়োজনীয় ও পর্যাপ্ত বাজেট বরাদ্দ করা দরকার। বরাদ্দকৃত বাজেটের যথাযথ ব্যয় নিশ্চিত করতে হবে। গ্রামে ভাতা কার্ড যাদের প্রয়োজন বা উপযোগী তারা যাতে পায় তা নিশ্চিত করা এবং ভাতার পরিমান বৃদ্ধি করা। এক্ষেত্রে স্থানীয় প্রতিনিধিদের দায়িত্বশীল হতে হবে। ভিক্ষুকদের সন্তানদের জন্য শতভাগ উপবৃত্তি নিশ্চিতপূর্বক বিনাবেতনে অধ্যয়নের সুযোগ সৃষ্টি করা। সুন্দরবন নিকটবর্তী এলাকাসমূহে বাঘের আক্রমনে যাদের স্বামী মারা গেছে তাদের জন্যে বাঘ বিধবা ভাতা কর্মসূচি প্রবর্তন করা যেতে পারে।

৯। গ্রামে গবেষণা এলাকায় (কয়রা ও পাইকগাছা উপজেলা) যে সমস্ত সরকারি আশ্রয়ণ প্রকল্প আছে তা অনেকটা লোকালয় থেকে বিচ্ছিন্ন প্রকৃতির এবং সেখানে কোন কাজের ব্যবস্থা নেই। যাতায়াত ও যোগাযোগ ব্যবস্থাও অনুন্নত। সরকারি আশ্রয়ণ প্রকল্প ও একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পে ভিক্ষুকদের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে অন্তর্ভুক্তি করা এবং সেখানে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা। সরকারি শিশু পরিবারে ১০ জন করে প্রবীণ রাখার বিধান রয়েছে। এ সমস্ত শিশু পরিবারে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে প্রবীণ ভিক্ষুকদের ভরণপোষণের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

১০। অক্ষম, অসুস্থ, প্রবীণ, প্রতিবন্ধী ভিক্ষুকদের পুনর্বাসনের জন্যে প্রয়োজনবোধে পরিবারের সদস্যদের বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ দিয়ে তাদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা এবং ক্ষেত্র বিশেষে যে সকল ভিক্ষুকদের কর্মক্ষম সন্তান রয়েছে পিতা-মাতার ভরণপোষণ আইন অনুসারে তাদের ভরণপোষণের দায়িত্ব সন্তানদের উপর ন্যস্ত করা। অসুস্থ ও প্রতিবন্ধী ভিক্ষুকদের প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যসেবা বিনামূল্যে নিশ্চিত করার জন্যে সরকারি হাসপাতালের পাশাপাশি বেসরকারি হাসপাতালসমূহকে সামাজিক দায়বদ্ধতার মধ্যে নিয়ে আসতে হবে।

১১। ভিক্ষুক পুনর্বাসনের জন্যে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় যেমন: অর্থ মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়, পশু ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয়, কৃষি মন্ত্রণালয়, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সমন্বিত প্রচেষ্টা ও কর্মসূচি দরকার। এক্ষেত্রে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় লিড মন্ত্রণালয় হিসেবে কাজ করতে পারে।

১২। কয়রা উপজেলায় নদীরক্ষার স্থায়ী সমাধান করে নদী পথকে ব্যবহার করে অর্থনৈতিক জোন করা সহজতর। ফলে কয়রা উপজেলাসহ আশপাশের এলাকায় ব্যাপক কর্মসংস্থানসহ অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটবে। এতে করে ভিক্ষাবৃত্তি নিরসনও সহজতর হবে।

১৩। সব ধর্মেই ভিক্ষাবৃত্তিকে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। যেমন: ইসলাম ধর্মে, সুরা বাকারার ২৭৩ নং আয়াতে, “ঐ সমস্ত দরিদ্রদের প্রশংসা করা হয়েছে যারা ভিক্ষা করে না।” ‘যে বান্দা ভিক্ষার দরজা উন্মুক্ত করে, আল্লাহ

তার অভাব ও নিঃস্বতার দরজা খুলে দেন’ তিরমিজি)। ‘কষ্ট করে পিঠে বোঝা বহন করে জীবিকা উপার্জন করা ভিক্ষাবৃত্তির চেয়ে অনেক উত্তম’ (বুখারী)। ‘তোমাদের মধ্যে কেউ ভিক্ষা করতে থাকবে,আর সে এমন অবস্থায় আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করবে তখন তার মুখমন্ডলে একটুকরো গোস্তও থাকবে না’ (বুখারী ও মুসলিম)। ভিক্ষাবৃত্তিতে নিরুৎসাহিত করার জন্যে মসজিদের ইমাম ও মন্দিরের পুরোহিত বিশেষ ধর্মীয় দিনে বা মাঝে-মধ্যে এ বিষয়ে খুৎবা দিতে পারে যাতে মানুষ ভিক্ষাবৃত্তির মতো ঘৃণ্য পেশা গ্রহণ না করে। তাছাড়া, শিক্ষা ব্যবস্থার প্রাইমারি স্তর থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যন্ত ভিক্ষাবৃত্তির নেতিবাচক দিক নিয়ে একটি অধ্যায় রাখা যেতে পারে যাতে এ বিষয়ে সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টি হয়। ভিক্ষাবৃত্তিকে নিরুৎসাহিত করার জন্যে গ্রাম/ওয়ার্ডভিত্তিক উঠান সভা, সেমিনার, ওয়ার্কশপ ইত্যাদির আয়োজন করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়ের তত্ত্বাবধানে এনজিও কর্মী, গ্রামের সম্পদশালী ব্যক্তি, স্থানীয় সরকার প্রতিনিধি, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। ভিক্ষাবৃত্তি নিরসনের উপায় নির্ধারণে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে অধিকতর গবেষণা হওয়া দরকার।

তথ্যসূত্র

Azorin, J. M., & Cameron, R. (2010). The application of mixed methods in organizational research: A literature review, *The Electronic Journal of Business Research Methods*, 8(2), 95e105

Friedlander, Walter A & Apte, Robert Z (1963). Introduction to Social Welfare (1st edition), New Delhi, Prentice-Hall of India Private Limited

Miles, M.B. & A. M. Huberman (1994) *An Expanded Sourcebook: Qualitative Data Analysis*. Thousand Oaks, CA: SAGE.

The application of mixed methods in organizational research: A literature review, *The Electronic Journal of Business Research Methods*, 8(2), 95e105

World Bank, 2010 Bangladesh: Safety Nets to Protect the Poor available at http:/www.worldbank.org/en/news/feature/2014/03/27/Bangladesh-safety-nets-to-protect-the-poor

আলোকিত বাংলাদেশ, ১২ জানুযারি ২০২২

বাংলাদেশে সংবিধান, ১৯৭২

ভিক্ষুক পুনর্বাসন এবং দৃশ্যমান বাস্তবতা, দৈনিক সমকাল, ১০ ডিসেম্বর ২০২২

ভিক্ষাবৃত্তিঃ পরোক্ষভিক্ষার দায় ও সামাজিক অপরাধ-দৈনিক পূর্বদেশ, ২২ জানুয়ারি ২০২২

ভবঘুরে ও নিরাশ্রয় ব্যক্তি (পুনর্বাসন) আইন, ২০১১, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

ভবঘুরে ও নিরাশ্রয় ব্যক্তি (পুনর্বাসন) বিধিমালা, ২০১৫, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়

ঢাকায় ভিক্ষাবৃত্তি ঘিরে শক্তিশালী সিন্ডিকেট, বিবিসি বাংলা, ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৮

শিশু আইন, ২০১৩, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় (২০১৮), ভিক্ষুক পুনর্বাসন ও বিকল্প কর্মসংস্থান নীতিমালা

৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ২০২০-২০২৫, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়Azorin, J. M., & Cameron, R. (2010).

সংযুক্তি

সংযুক্তি-১: সাক্ষাৎকার অনুসূচি

সাক্ষাৎকার অনুসূচি

'ভিক্ষুক পুনর্বাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়: গ্রাম ও শহর ভিত্তিক একটি সমীক্ষা' এই শিরোনামে গবেষণা কাজ পরিচালনার জন্য আপনার কাছ থেকে কিছু তথ্য সংগ্রহ করা হবে। সংগৃহীত তথ্য শুধুমাত্র গবেষণার কাজে ব্যবহৃত হবে এবং সংগৃহীত তথ্য ব্যবহারের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ গোপনীয়তা বজায় রাখা হবে।]

অনুসূচি নং-------------

১. জনমিতিক ও আর্থ-সামাজিক অবস্থা সম্পর্কিত তথ্য		
১.১	আপনার নাম-	
১.২	আপনার ঠিকানা-	
১.৩	লিঙ্গগত পরিচয়-	১) পুরুষ ২) মহিলা ৩) তৃতীয় লিঙ্গ
১.৪	আপনার ধর্ম-	১) ইসলাম ২) হিন্দু ৩) বৌদ্ধ ৪) খ্রিষ্টান ৫) অন্যান্য (নির্দিষ্ট করুন)--------------------
১.৫	আপনার বয়স-	.... বছর
১.৬	আপনার বৈবাহিক অবস্থা-	১) বিবাহিত ২) অবিবাহিত ৩) বিপত্নীক ৪) বিধবা ৫) তালাকপ্রাপ্ত ৬) অন্যান্য (নির্দিষ্ট করুন) ....
১.৭	আপনার শিক্ষাগত যোগ্যতা-	১) নিরক্ষর ২) স্বাক্ষর জ্ঞান সম্পন্ন ৩) লিখতে পড়তে পারে ৪) প্রাথমিক ৫) মাধ্যমিক ৬) উচ্চ মাধ্যমিক ৭) স্নাতক ৮) অন্যান্য (নির্দিষ্ট করুন) ....
১.৮	আপনার মাসিক আয় (টাকায়)	---------------------(টাকা)
১.৯	পরিবারের উপার্জনশীল সদস্য সংখ্যা এবং শিশু থাকলে তাদের বয়স	সদস্য সংখ্যা---------জন বয়স------------
	পরিবারের মোট আয় (টাকায়)-	----------------------- (টাকা)
১.১০	পরিবারের সদস্য সংখ্যা-	---------জন
১.১১	আপনার উপর নির্ভশীল সদস্য সংখ্যা-	---------জন
১.১২	আপনি কি পরিবারের সাথে বসবাস করেন?	১) হ্যাঁ ২) না
১.১৩	পরিবারের সাথে সম্পর্কের ধরন-	১) খুব ভালো ২) ভালো ৩) মোটামুটি ৪) খারাপ ৫) খুব খারাপ ৬) মন্তব্য নেই
১.১৪	আপনার নামে কি কোন স্থাবর সম্পত্তি আছে?	১) হ্যাঁ ২) না
১.১৫	সম্পত্তির পরিমাণ-	১) বসতবাড়ি .... শতাংশ ২) চাষযোগ্য ...... শতাংশ (মোট-----------শতাংশ) ৩) ভিটেমাটিহীন

১.১৬	আপনার কী সঞ্চয় আছে?	১) নেই ২) পরিমান-----------------(টাকা)
১.১৭	আপনার স্কুলগামী সন্তান সংখ্যা কতজন?	১) ----------জন ২) স্কুলগামী কোন সন্তান নেই
১.১৮	কতজন স্কুলে যায়?	১) -----জন ২) কেউ স্কুলে যায় না
১.১৯	আপনি কোথায় রাত্রিযাপন করেন? (একাধিক উত্তর সম্ভব)	১) নিজগৃহ ২) ভাড়া বাসা ৩) আশ্রয়ন প্রকল্প/গুচ্ছ গ্রাম ৪) ফুটপাত ৫) বাসস্টেশন ৬) রেলস্টেশন ৭) আত্মীয়ের বাসা ৮) মাজার ৯) মার্কেট ১০) ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান (যেমন- মসজিদ, মন্দির) ১১) শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যেমন-স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা) ১২) লঞ্চ ঘাট ১৩) ফ্লাইওভারের নীচে ১৪) পার্ক/উদ্যান ১৫) হিজড়া পল্লী ১৬) হাসপতালের করিডোর ১৭) অন্যের বাড়ি ১৮) অন্যান্য (নির্দিষ্ট করুন) ....

২. ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত হওয়ার কারণ সম্পর্কিত তথ্য		
২.১	আপনি কোন জেলা থেকে ঢাকাতে এসেছেন? [শহুরে ভিক্ষুকের জন্যে প্রযোজ্য]	--------------------------জেলা
২.২	আপনি কতদিন যাবৎ ভিক্ষা করেন?	---------(বছর)
২.৩	দৈনিক কত ঘণ্টা ভিক্ষা করেন?	----------(ঘন্টা)
২.৪	ভিক্ষা করার আগে আপনি কি করতেন? (একাধিক উত্তর সম্ভব)	১) বেকার ২) কৃষি কাজ ৩) ক্ষুদ্র ব্যবসা ৪) দিন মজুর ৫) কুটির শিল্প ৬) অন্যের বাসায় কাজ ৭) গাড়ি চালক ৮) রিক্সাচালক/ভ্যান চালক ৯) বাঁশ বা বেতের কাজ ১০) হস্তশিল্প ১১) রাজমিস্ত্রী ১২) মুটে বা কুলি ১৩) দর্জির কাজ ১৪) কাঠমিস্ত্রী ১৫) মুদি দোকান ১৬) কারখানার শ্রমিক ১৬) মধু সংগ্রহ ১৭) মাছ ধরা ও শুটকি বানানো ১৮) গোলপাতা ও জ্বালানি সংগ্রহ ১৯) মাছ চাষ ২০) অন্যান্য (নির্দিষ্ট করুন) ....
২.৫	ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত হওয়ার কারন (একাধিক উত্তর সম্ভব)	১)প্রতিবন্ধীতা [শারীরিক প্রতিবন্ধী, মানসিক প্রতিবন্ধী, বুদ্ধি প্রতিবন্ধী, শ্রবণ প্রতিবন্ধী, দৃষ্টি প্রতিবন্ধী- (প্রতিবন্ধীতায় টিক চিহ্ন দিন)] ২) দারিদ্র্য ৩) দীর্ঘমেয়াদী রোগ-ব্যাধি ৪) ধর্মীয় অনুপ্রেরণা ৫) পারিবারিক ভাঙ্গন ৬) বেকারত্ব ৭) প্রাকৃতিক দুর্যোগ [নদী ভাঙন, বন্যা, জলোচ্ছ্বাস, খরা, ঘূর্ণিঝড় (টিক চিহ্ন দিন)] ৮) পরিবার প্রধানের মৃত্যু ৯) পৈত্রিক পেশা ১০) সামাজিক নিরাপত্তার অভাব ১১) বিনা পুঁজিতে ও পরিশ্রমে উপার্জন ১২) সন্তানদের পড়াশোনা ১৩) মেয়ের বিয়ে ১৪) পরিবারের কোন সদস্যের কঠিন রোগ ১৫) মৌসুমি বেকারত্ব ১৬) শ্রমবিমুখতা ১৭) অভ্যাসগত/ব্যবসা ১৮) বার্ধক্যজনিত অক্ষমতা ১৯) মাদক/গাঁজা সেবনের উদ্দেশ্যে ২০) অন্যের প্ররোচনা ২১) ভিক্ষাবৃত্তির সিন্ডিকেটে যুক্ত ২২) ভিক্ষাবৃত্তির উদ্দেশ্যে পঙ্গুত্ব করা ২৩) ফেরারী আসামি/অভিযুক্ত অপরাধ (জখম, খুন, ধর্ষন থেকে নিজেকে রক্ষা করতে ভিক্ষুকের ছদ্মবরন- (টিক চিহ্ন দিন) ২৪) দূর্ঘটনা ২৫) বাঘের আক্রমনে উপার্জনশীল ব্যক্তির মৃত্যু ২৬) যৌতুকের টাকা পরিশোধ ২৭) অন্যান্য (নির্দিষ্ট করুন)------------

২.৬	আপনি কোথায় ভিক্ষা করেন? (একাধিক উত্তর সম্ভব)	১) ধর্মীয় স্থান (মসজিদ, মন্দির) ২) ফুটপাত ৩) ট্রাফিক সিগন্যাল ৪) শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ৫) যানবাহন ৬) হাসপাতাল ৭) বাসায় বাসায় ৮) দোকানে দোকানে ৯) পার্ক ও উদ্যান ১০) আদালত প্রাঙ্গণ ১১) বাস স্টেশন ১২) রেলস্টেশন ১৩) লঞ্চ ঘাট/নৌকা ঘাট ১৪) বাজার/হাট-বাজার ১৫) খেলার মাঠ ১৬) মাজার প্রাঙ্গন ১৭) শহীদ মিনার ১৮) বিশেষ ধর্মীয় দিন যেমনঃ ওয়াজ মাহফিল, মিলাদ, ইদ ইত্যাদি। ১৮) অন্যান্য (নির্দিষ্ট করুন)............

৩. ভিক্ষাবৃত্তির প্রভাব সম্পর্কিত তথ্য								
৩.১	আপনি কি মনে করেন ভিক্ষাবৃত্তি একটি সামাজিক সমস্যা?	১) হ্যাঁ ২) না						
৩.২	ভিক্ষাবৃত্তির প্রভাব							
	ভিক্ষাবৃত্তির প্রভাবের নির্দেশক	পর্যায়						
		সম্পূর্ণ একমত	একমত	কিছুটা একমত	সিদ্ধান্তহীন	কিছুটা দ্বিমত	দ্বিমত	সম্পূর্ণ দ্বিমত
১	ভিক্ষুকেরা সম্পূর্ণ অপরের উপর নির্ভরশীল।	১	২	৩	৪	৫	৬	৭
২	ভিক্ষাবৃত্তি অর্থনৈতিক বৈষম্যেরই পরিচায়ক।	১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৩	নিজের অসহায়ত্ব নগ্নভাবে উপস্থাপন করে।	১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৪	নিশ্চিত আয় শ্রমবিমুখ হতে উৎসাহিত করে।	১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৫	কর্মস্পৃহা ক্রমশ হ্রাস করে।	১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৬	মানুষের স্বাভাবিক চলাচল ও কাজকর্ম ব্যাহত করে।	১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৭	কখনও কখনও নাছোড়বান্দার ন্যায় আচরণ করে, যা দারুণভাবে বিরক্তির উদ্রেক করে।	১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৮	অসামাজিক কার্যকলাপ যেমন- যৌনাচার, পতিতাবৃত্তি ইত্যাদিতে লিপ্ত হয়।	১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৯	গাঁজা, মাদকসেবন প্রভৃতি কাজে অংশগ্রহণ দেখা যায়।	১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১০	অপরাধ প্রবনতা যেমন- চুরি, ডাকাতি, ছিনতাইসহ বিভিন্ন অপরাধ প্রবন কাজ করে ও বৃদ্ধিতে সহায়তা করে।	১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১১	অপরাধীরা আইনের হাত থেকে বাঁচার জন্য ভিক্ষুকদের ছদ্মবেশ	১	২	৩	৪	৫	৬	৭

	গ্রহণ করে।							
১২	ভিক্ষাবৃত্তি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন করে।	১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১৩	অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে বসবাসের ফলে বিভিন্ন রোগ-ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়	১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১৪	মানুষের দ্বারে দ্বারে পৌঁছে রোগের সংক্রমণ ঘটায়।	১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১৫	ধর্মীয় অনুভূতির অপব্যবহার করে।	১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১৬	গ্রাম ও শহরের সৌন্দর্য নষ্ট করে	১	২	৩	৪	৫	৬	৭

৪. ভিক্ষুক পুনর্বাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়		
৪.১	**আপনাদের পুনর্বাসনে কোন** ধরনের সরকারি সেবা ব্যবস্থা আছে? (একাধিক উত্তর সম্ভব)	১) জানি না ২) ক্ষুদ্র ঋণদান ৩) অনুদান ৪) আশ্রয় কেন্দ্র ৫) বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ ৬) কর্মসংস্থান ৭) বয়স্কভাতা ৮) বিধবা ভাতা ৯) প্রতিবন্ধী ভাতা ১০) ভিজিডি/ভিজিএফ ১১) গুচ্ছ গ্রাম ১১) অন্যান্য (নির্দিষ্ট করুন)---------------------
৪.২	**আপনাদের পুনর্বাসনে চ্যালেঞ্জসমূহ কী বলে আপনি মনে করেন?** (একাধিক উত্তর সম্ভব)	১)আর্থিক সীমাবদ্ধতা ২) আশ্রয় কেন্দ্রের সীমাবদ্ধতা ৩) কর্মসংস্থানের অপ্রতুলতা ৪) বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের অপ্রতুলতা ৫) অপর্যাপ্ত ভাতা ৬) আটকে থাকতে ভাল লাগে না ৭) কর্মসংস্থানের জন্যে ক্ষুদ্র ঋণের অপর্যাপ্ততা ৮) ভিক্ষাবৃত্তিকে ব্যবসা হিসেবে দেখা ৯) পৈত্রিক পেশা ১০) ভিক্ষুক পুনর্বাসনে এনজিওদের অনাগ্রহ ১১) দারিদ্র ১২) প্রকৃত ভিক্ষুকের সংখ্যা নির্ধারণে তথ্য ভান্ডারের ঘাটতি ১৩) পাবলিক ও প্রাইভেট উদ্যোগের অভাব ১৪) গ্রামভিত্তিক পুনর্বাসন প্রকল্পের অভাব ১৫) পরিবারের সদস্যদের বাঁধা ও নির্ভরশীলতা ১৬) অন্যান্য (নির্দিষ্ট করুন)----------------
৪.৩	আপনাদের জন্যে কোন ধরনের বেসরকারি সেবা ব্যবস্থা আছে?	১) জানি না ২)--------------------------৩)----------- ২) -----------------৪)-------------------------------
৪.৪	আপনাদের পূনর্বাসনের জন্যে সরকারি আশ্রয় কেন্দ্র আছে-সেটি আপনি জানেন কিনা?	১) হ্যাঁ ২) না
৪.৫	আপনি সরকারি আশ্রয়কেন্দ্রে যেতে চান কিনা?	১) হ্যাঁ ২) না
৪.৬	উত্তর 'না' হলে কারন কী? (একাধিক উত্তর সম্ভব)	১)আটকে থাকতে ভালো লাগেনা ২) সন্তান-সন্ততি ও নাতি-নাতনী রেখে যেতে পারব না ৩) ভিক্ষা করলে ভালো আয় হয় ৪) বাড়িতে টাকা পাঠাতে হয় ৫) আত্মীয়-স্বজনকে ছেড়ে যাওয়া সম্ভব না ৬) অন্য কোন কাজ ভালো লাগে না ৭) আশ্রয়কেন্দ্রে প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধার অভাব ৮) নিয়মকানুনের অধীনে থাকতে ভালো লাগে না ৯) ভরনপোষণ ও সেবার সীমাবদ্ধতা ১০) মেয়েকে বিয়ের জন্যে টাকা দরকার ১১) পরিবারের সদস্যদের ভরণপোষণে বাধ্যবাধকতা ১২)

		আশ্রয়কেন্দ্রে আয়ের ব্যবস্থা নেই ১৩) ওষুধ ক্রয়ের টাকা ১৪) হিজড়া বলে গ্রহণ করবে না ১৫) ভাল খাবার ও বিনোদন পাব না ১৬)অন্যান্য (নির্দিষ্ট করুন)------------------
৪.৭	ভিক্ষাবৃত্তি পরিত্যাগ করে আপনি গ্রামে যেতে আগ্রহী কিনা? [শহুরে ভিক্ষুকের জন্যে প্রযোজ্য]	১) হ্যাঁ ২) না
৪.৮	উত্তর "না" হলে কেন আপনি ভিক্ষাবৃত্তি ছেড়ে গ্রামে যেতে চান না? [শহুরে ভিক্ষুকের জন্যে প্রযোজ্য] (একাধিক উত্তর সম্ভব)	১)নিরাপত্তার অভাব ২) আয়ের সুযোগের অপর্যাপ্ততা ৩) কোন নিকট আত্বীয় না থাকা ৪) প্রতিবেশীদের সাথে দ্বন্দ্ব ৫) রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব ৬) আশ্রয়ের ব্যবস্থা না থাকা ৭) গ্রামে থাকতে ভাল লাগে না ৮) বিনোদনের অভাব ৯) ভাল খাবার দাবার না পাওয়া ১০) ভাল যাতায়াত ও যোগাযোগ ব্যবস্থা না থাকা ১১) নাগরিক সুযোগ-সুবিধা যেমন: পানি, গ্যাস ও বিদ্যুৎ না থাকা ১২) অসুস্থতা ও অক্ষমতা ১৩) নগদ আয় দরকার ১৪) বার্ধক্যের অক্ষমতা ১৫) ভাল আয় ১৬) পরিবারের ভরণ-পোষণ ১৭) স্বাস্থ্য সেবার অপ্রতুলতা ১৮) পরিবারের সদস্য সবাই মিলে ভিক্ষা করা ১৯) শহরের চাকচিক্য ২০) আত্ম-সম্মানবোধ ২১) (নির্দিষ্ট করুন)------------------
৪.৯	আপনার পুনর্বাসনের জন্যে কি আশা করেন? (একাধিক উত্তর সম্ভব)	১)ভরণপোষণ ও রক্ষণাবেক্ষণ ২) স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা সেবা ৩)শিক্ষা ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ ৪) চিত্ত বিনোদন ৫) নিজের কর্মসংস্থান ৬) ক্ষুদ্র ঋণের মাধ্যমে নিজের এবং পরিবারের আয়বর্ধক কাজ ৭) নিজে অক্ষম বিধায় পরিবারের সদস্যদের কর্মসংস্থান ৮) গ্রামে কম দামে রেশনিং ব্যবস্থা চালু করা ৯) নিরাপত্তা প্রদান ১০) গ্রামভিত্তিক শিল্প কারখানা গড়ে তোলা ১১) সামাজিক বীমার আওতায় নিয়ে আসা ১২) ভাতার ব্যবস্থা ও পরিমান বাড়ানো ১৩) পুনর্বাসনে সম্পদশালী ব্যক্তি ও এনজিওদের এগিয়ে আসা ১৪) শিশুদের লেখাপড়ার খরচ ৮) সন্তানদের সাথে রাখা ১৫) ঋণ পরিশোধ ১৬) মেয়ের বিবাহের ব্যবস্থা করা ১৭) অন্যান্য (নির্দিষ্ট করুন)----------------
৪.১০	সরকারি ও বেসরকারিভাবে কী ধরনের কর্মসূচী গ্রহণ করলে আপনি ভিক্ষাবৃত্তি ছেড়ে দিবেন? (একাধিক উত্তর সম্ভব)	১)অক্ষম, অসুস্থ ও প্রতিবন্ধীদের ভরণপোষণ ও রক্ষণাবেক্ষণ ২)ভাতাসহ শিক্ষা ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ ৩) নিজের ও পরিবারের সদস্যদের কর্মসংস্থান ৪) সরকারি আশ্রয়ন প্রকল্পে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে অন্তর্ভূক্তিকরণ ৫) ফ্রি স্বাস্থ্য সেবা ৫) সরকারি আশ্রয় কেন্দ্রে পূনর্বাসন ৬) কম দামে রেশনিং ব্যবস্থা চালু করা ৭) নিরাপত্তা প্রদান ৯) গ্রামভিত্তিক শিল্প কারখানা গড়ে তোলা ১০) সামাজিক বীমার আওতায় নিয়ে আসা ১১) ভাতার ব্যবস্থ ও পরিমান বাড়ানো ১২) পুনর্বাসনে সম্পদশালী ব্যক্তি ও এনজিওদের এগিয়ে আসা ১৩) সরকারি ও বেসরকারি ক্ষুদ্র ঋণ ও সাহায্যের মাধ্যমে আয় বর্ধকমূলক কর্মকান্ডের ব্যবস্থা ১৪) সরকারি খরচে সরকারি জায়গায় গৃহ নির্মাণ ১৫) অন্যান্য (নির্দিষ্ট করুন) ....------------.
৪.১১	শহরে ভিক্ষুক পুনর্বাসনের জন্যে কী ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া উচিৎ বলে আপনি মনে করেন? [শহুরে ভিক্ষুকের জন্যে প্রযোজ্য]	১। ২।

		৩। ৪। ৫। ৬।
৪.১২	গ্রামে ভিক্ষুক পুনর্বাসনের জন্যে কী ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া উচিৎ বলে আপনি মনে করেন? [গ্রামীণ ভিক্ষুকের জন্যে প্রযোজ্য]	১। ২। ৩। ৪। ৫। ৬।

আপনার সহযোগিতার জন্যে আন্তরিক ধন্যবাদ।

তথ্য সংগ্রহকারীর নাম ও স্বাক্ষর

সংযুক্তি-২: মূখ্য সেবাদাতার সাক্ষাৎকার গাইড লাইন

'ভিক্ষুক পুনর্বাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়: গ্রাম ও শহর ভিত্তিক একটি সমীক্ষা' এই শিরোনাম গবেষণা কাজ পরিচালনার জন্য আপনার কাছ থেকে কিছু তথ্য সংগ্রহ করা হবে। সংগৃহীত তথ্য শুধুমাত্র গবেষণার কাজে ব্যবহৃত হবে এবং সংগৃহীত তথ্য ব্যবহারের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ গোপনীয়তা বজায় রাখা হবে]

মূখ্য সেবাদাতার সাক্ষাৎকার

নাম-

ঠিকানা-

মোবাইল নং-

১। আপনার এলাকায় ভিক্ষুকের সংখ্যা সম্পর্কে বলুন-

২। শহরে ও গ্রামে ভিক্ষাবৃত্তির কারন সম্পর্কে আপনার ধারণা বলুন-

৩। ঢাকা শহরে ভিক্ষাবৃত্তি নিয়ে সিন্ডিকেট সম্পর্কে আপনার ধারণা বলুন-

৪। ভিক্ষাবৃত্তির প্রভাব সম্পর্কে আপনার ধারণা বলুন-

৫। **ভিক্ষুক পুনর্বাসনের চ্যালেঞ্জসমূহ সম্পর্কে বলুন-**

৬। ভিক্ষুক পুনর্বাসনে সরকারি উদ্যোগ সম্পর্কে বলুন-

৭। ভিক্ষাবৃত্তি প্রতিরোধে সরকারি উদ্যোগের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে বলুন-

৮। ভিক্ষাবৃত্তি প্রতিরোধে সরকারি ও বেসরকারিভাবে কী কী উদ্যোগ নেয়া উচিৎ বলে আপনি মনে করেন-

আপনার সহযোগিতার জন্যে আন্তরিক ধন্যবাদ।

সংযুক্তি-৩: কেস স্টাডি গাইড লাইন

'ভিক্ষুক পুনর্বাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়: গ্রাম ও শহর ভিত্তিক একটি সমীক্ষা' এই শিরোনাম গবেষণা কাজ পরিচালনার জন্য আপনার কাছ থেকে কিছু তথ্য সংগ্রহ করা হবে। সংগৃহীত তথ্য শুধুমাত্র গবেষণার কাজে ব্যবহৃত হবে এবং সংগৃহীত তথ্য ব্যবহারের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ গোপনীয়তা বজায় রাখা হবে]

নাম-

ঠিকানা-

মোবাইল নং-

১। আপনার বয়স, বৈবাহিক অবস্থা, সন্তান সংখ্যা, উপার্জনশীল ও নির্ভরশীল সদস্য সংখ্যা, স্কুলগামী সন্তান সংখ্যা, স্কুলে যায় না এমন সন্তান সংখ্যা-

২। আপনি কি পরিবারের সাথে বসবাস করেন এবং বসবাসের ধরন সম্পর্কে বলুন-

৩। পরিবারের সাথে সম্পর্কের ধরন বলুন-

৪। আপনার ও পরিবারের মাসিক আয়-

৫। আপনার স্থাবর ও অস্থাবর সম্পদের পরিমান সম্পর্কে বলুন-

৬। আপনি কতদিন যাবৎ ভিক্ষা করেন-

৭। আপনার পরিবারে আর কেউ ভিক্ষা করেন কিনা (বয়স ও মাসিক আয়)-

৮। আপনার ভিক্ষাবৃত্তির কারন সম্পর্কে বলুন-

৯। ভিক্ষাবৃত্তি গ্রাম ও শহরের পরিবেশ কিভাবে নষ্ট করে-সে সম্পর্কে বলুন-

১০। ভিক্ষাবৃত্তি কীভাবে অপরাধ প্রবনতা বৃদ্ধি করে-সে সম্পর্কে আপনার ধারনা বলুন-

১১। আপনি ভিক্ষাবৃত্তি ছাড়তে আগ্রহী কিনা বলুন-

১১। সরকারি ও বেসরকারি কী ধরনের পুনর্বাসন ব্যবস্থা গ্রহণ করলে আপনি ভিক্ষাবৃত্তি ছেড়ে দিবেন-

১২। ভিক্ষাবৃত্তি প্রতিরোধে আপনার সুপারিশ বলুন-

আপনার সহযোগিতার জন্যে আন্তরিক ধন্যবাদ।

সংযুক্তি-৪: ফোকাস দল আলোচনা গাইড লাইন

'ভিক্ষুক পুনর্বাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়: গ্রাম ও শহর ভিত্তিক একটি সমীক্ষা' এই শিরোনাম গবেষণা কাজ পরিচালনার জন্য আপনার কাছ থেকে কিছু তথ্য সংগ্রহ করা হবে। সংগৃহীত তথ্য শুধুমাত্র গবেষণার কাজে ব্যবহৃত হবে এবং সংগৃহীত তথ্য ব্যবহারের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ গোপনীয়তা বজায় রাখা হবে]

FGD Guideline

১। ফোকাস দলে অংশগ্রহণকারী সদস্যদের নাম ও পরিচয়

ক্রমিক নং	নাম	বয়স	ঠিকানা	পেশা
১				
২				
৩				
৪				
৫				
৬				
৭				
৮				
৯				
১০				

২। ভিক্ষাবৃত্তির কারন সম্পর্কে আপনাদের ধারণা বলুন-

৩। ভিক্ষাবৃত্তি নিয়ে সিন্ডিকেট সম্পর্কে আপনাদের ধারণা বলুন-

৪। ভিক্ষাবৃত্তির প্রভাব সম্পর্কে আপনাদের ধারণা বলুন-

৫। **ভিক্ষুক পুনর্বাসনের চ্যালেঞ্জ সম্পর্কে** আপনাদের ধারণা বলুন

৫। ভিক্ষুক পুনর্বাসনে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগ সম্পর্কে বলুন-

৬। ভিক্ষুক পুনর্বাসনে সরকারি উদ্যোগের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে বলুন-

৭। ভিক্ষাবৃত্তি প্রতিরোধে সরকারি ও বেসরকারিভাবে কী কী উদ্যোগ নেয়া উচিৎ বলে আপনারা মনে করেন-

আপনাদের সহযোগিতার জন্যে আন্তরিক ধন্যবাদ।